উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হাফ সেঞ্চুরি করে দ্রাবিড়দের হারালেন বিরাট »১১

রুশ হামলায় বিধ্বস্ত সুমি

সমানে হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সুমিতে এক গির্জায় প্রার্থনার জন্য অনেকে হাজির হয়েছিলেন। রুশ ক্ষেপণাস্ত্র সেখানে আছড়ে পড়লে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হয়। »৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

কোচের সঙ্গে ঝামেলা, ক্লেইটন মাঠ ছাড়লেন »১১

শিলিগুড়ি ৩১ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 14 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 324

‘উসকানি ওপারের’

গোয়েন্দা রিপোর্টে নজর সীমান্তে

নিউজ ব্যুরো

কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল : বাংলাদেশি মৌলবাদী সংগঠনগুলিই মুর্শিদাবাদে গণ্ডগোল পাকিয়েছে বলে অভিযোগ। মূলত জামাত-উল মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) অর্থাৎ জেএমবি এবং আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) মুর্শিদাবাদের অশান্তির পিছনে বলে নবান্নে রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। বিএসএফের গোয়েন্দারাও প্রায় একইরকম রিপোর্ট দিয়েছেন এই আধাসামরিক বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজির কাছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে মৌলবাদীদের। বেশ কিছুদিন ধরেই এ রাজ্যে গোলমাল পাকানোর ছক ছিল তাদের। ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে কিছু লোকের অসন্তোষে ওই মৌলবাদীরা হাতে অস্ত্র পেয়ে যায়। স্থানীয়দের উসকে অশান্তি পাকায়। বিএসএফের রিপোর্টে মূলত নিশানা করা হয়েছে জেএমবি-র দিকে।

রবিবার অবশ্য জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি, সামশেরগঞ্জে আর কোনও গোলমালের খবর নেই। তবে এলাকার অধিকাংশ দোকানপাট খোলেনি। অঘোষিত বনধের ছবি চারদিকে। আতঙ্কিত স্থানীয়রা। রবিবার সকাল থেকে মোট ৯ কোম্পানি বিএসএফ

মুর্শিদাবাদে ধৃত ১৩১, পথে আধাসেনা

এবং রাজ্য পুলিশ এলাকায় টহল দিতে শুরু করে। রাতে রাঁচি, জামশেদপুর ও রাজারহাট থেকে আরও ৫ কোম্পানি সিআরপিএফ মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের সীমান্তবর্তী আরও কিছু এলাকায় হিংসা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিএসএফের রিপোর্টে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে রবিবার বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। ডিজি পরে জানান, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। মোট ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, অগ্নিসংযোগ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ‘ফেক ভিডিও ছড়িয়ে গোলমাল আরও বাড়ানো হয়েছে। ওই ফেক ভিডিওগুলির আইপি অ্যাড্রেস ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’ বিএসএফের রিপোর্ট অনুযায়ী, জঙ্গিপুর মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় পুরোটাই নদীবেষ্টিত বলে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায়

এরপর দশের পাতায়

মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে এসে মালদার বৈষ্ণবনগরের ত্রাণশিবিরে। -সংবাদচিত্র

নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে ঠাঁই মালদায়

এম আনওয়ার উল হক

পারলালপুর, ১৩ এপ্রিল : প্রাণভয়ে তুচ্ছ হয়ে গেল নদী পারাপার। ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ থেকে দলে দলে মানুষ পালালেন নৌকায়। মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকশো অসহায় মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। গঙ্গার দু’পাড়েই তাই অসন্তোষের আঁচ। অশান্তি হল মুর্শিদাবাদে। ভীত মানুষ আশ্রয় পেলেন মালদায়।

অন্য পাড়ের বাসিন্দাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন গঙ্গার উত্তর পাড়ের বাসিন্দারা। বৈষ্ণবনগর থানার পারলালপুরের একটি হাইস্কুলে মুর্শিদাবাদের দুর্গতদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা দু’হাত দিয়ে আগলে রাখছেন তাঁদের। ওপারে গণ্ডগোলের খবর থাকায় রবিবার পারলালপুরে গঙ্গায় প্রতিদিনের ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। ওপারে যাচ্ছিলেন না কেউ। কিন্তু একে একে ছোট ছোট জেলে নৌকা ভিড়ছিল এপারে।

নৌকা থেকে যাঁরা নেমে আসছিলেন, তাঁদের কারও হাতে ছোট ব্যাগে দরকারি কাগজ ও ওষুধপত্র। কেউ বা আবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গবাদিপশু। সেসবই যে শেষ সম্বল। নৌকা ঘাটে ভিড়লেই এপারে লোকেরা ছুটে গিয়ে তাঁদের নামিয়ে আনলেন। যেন আত্মীয় আসছেন। পুলিশ ওপার থেকে আসা মানুষকে নিয়ে গেল পারলালপুর হাইস্কুলে।

যাঁরা এলেন, তাঁরা মূলত ধুলিয়ান পুরসভা এবং সামশেরগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। অধিকাংশই শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলা। কয়েকজন গর্ভবতীও।

দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পারলালপুরে আসবেন বলে বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে। তিনি মোথাবাড়িতেও যেতে পারেন।

আশ্রয় শিবিরে কথা হল ধুলিয়ানের বেদবোনা এলাকার মাঝবয়সি জয়ন্তী সরকারের সঙ্গে। চার ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছেন তিনি। এপারে এসেও তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক, হতাশার ছাপ।

জয়ন্তী বলেন, ‘শুক্রবার রাতে বাড়িতে হামলা হয়েছিল। পালিয়ে একটা গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সকাল হলে ঘাট পেরিয়ে মালদায় চলে আসব। কিন্তু গোলমাল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শনিবার সকালটা কাটিয়েছিলাম পরিচিত একজনের বাড়িতে। বিকালে খবর পাই, ঘাটে পারলালপুরের মৎস্যজীবীদের কিছু নৌকা ভিড়েছে। দুরুদুরু বুকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, প্রচুর বিএসএফ জওয়ান। তাঁরাই পাহারা দিয়ে ফেরিঘাটে পৌঁছে দেন। আজ খবর পেলাম, বাড়িটা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

বেদবোনার মেনকা মণ্ডল ও সুমিতা সরকারদের একইরকম অভিজ্ঞতা। মেনকা বললেন, ‘রাতে অচেনা একদল দুষ্কৃতী হানা দিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

জমি লুটে চুপ মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ

নকশালবাড়ির খালপাড়া মোড়ে জাতীয় সড়কের জায়গা দখল করে নির্মাণ।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৩ এপ্রিল : লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ের জায়গা। এই অভিযোগ শুনেও তাতে কান দেয়নি এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কের জায়গা লক্ষ লক্ষ টাকায় কেনাবেচার অভিযোগও উঠেছে। শুধু অভিযোগ নয়, বাস্তব হল জাতীয় সড়কের জায়গায় গজিয়ে উঠেছে একের পর পাকা ঘরবাড়ি, দোকানপাট। বেশ কিছুদিন এনিয়ে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানান নকশালবাড়ির এক বাসিন্দা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত আবার বিষয়টি এশিয়ান হাইওয়ে-২ কর্তৃপক্ষকে জানায়। তারপরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না সে এক বড় রহস্য।

ছয় বছর আগে এশিয়ান হাইওয়ে তৈরির সময় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে এসব জায়গা থেকে দখলদারদের সরানো হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন রাস্তার ধারের এই সব জায়গা ফাঁকাই পড়েছিল। ইদানীং সেই সব জায়গায় গড়ে উঠছে বাড়িঘর, দোকানপাট। চোখের সামনে সব হতে দেখে সড়ক কর্তৃপক্ষ চুপ কেন তা নিয়ে জল্পনা চলছে। আরও অভিযোগ, জাতীয় সড়কের ধারে এই সব অবৈধ দোকানে দেদার বিক্রি হচ্ছে নেশার সামগ্রী।

নকশালবাড়ি থেকে খালপাড়া মোড় যেতেই খেমিচ নদীর ধারে এই সব অবৈধ নির্মাণ চোখে পড়বে। খালপাড়া মোড় থেকে এশিয়ান হাইওয়ে-২’এর ফ্লাইওভার শুরু হয়েছে। আশপাশের বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ফ্লাইওভারের দু’পাশে সার্ভিস রোড তৈরি করা হয়েছে। খালপাড়া মোড়ে এই সার্ভিস রোড দখল করে গড়ে উঠেছে একের পর এক দোকানপাট। জাতীয় সড়কে যাতায়াতকারী বহু গাড়ি এই এলাকায় পার্ক করা হয়। ফলে এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেকগুলি বাড়িঘর-হোটেল-রেস্তোরাঁ।

খালপাড়া মোড়ে জাতীয় সড়কের জায়গা দখলে কার্যত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে খেমচি নদীর ধারে বেশ কয়েকদিন ধরে একের পর এক বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামা বর্মন অভিযোগ দায়ের করেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। তিনি বলেন, ‘খালপাড়া মোড় এলাকায় জাতীয় সড়ক ঘেঁষে আমার বাড়ি। সপ্তাহখানেক আগে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে জায়গা বিক্রি হয়েছে। সেখানে নির্মাণ কাজও হয়েছে। ফলে আমাদের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এনিয়ে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাই। তারা আমার যাতায়াতের জায়গা বের করে দেবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু কিছুই হয়নি।’

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘ওই এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে-২’এর জায়গা আর নেই বললেই চলবে। যে হারে সার্ভিস রোডের দু’পাশে দখল শুরু হয়েছে তাতে আগামীদিনে সেখানে একটি গাড়িও পার্ক করা যাবে না। আমরা এই নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-২’এর দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছি।

এশিয়ান হাইওয়ে-২’এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ডিরেক্টর দীপ সাহা বলেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু লোকেশন খুঁজে না পাওয়ায় কিছু করে উঠতে পারিনি। দ্রুত আবার ওই এলাকা পরিদর্শন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

রহস্য যেখানে

- নকশালবাড়ির খালপাড়া মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কে যাতায়াতকারী গাড়ি পার্ক করা হয়
- এই গাড়ির জন্য সেখানে সার্ভিস রোড দখল করে গড়ে উঠেছে একের পর এক দোকান
- খেমচি নদীর ধারে বেশ কয়েকদিন ধরে একের পর এক বিল্ডিং গড়ে উঠেছে
- বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনদুপুরে চোখের সামনে সব ঘটলেও পদক্ষেপ হচ্ছে না

সময়ের কথা

রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন ফিরুক

মৈনাক কুন্ডা

উন্নয়নের এক অমোঘ প্রশ্ন চিরকালীন। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্তাল্পতায় ভুগছে। কিন্তু মুখটা বেশ ফোলা ফোলা। এই অবস্থা কি আদৌ সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ, নাকি স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আগাম সতর্কতা? সমস্যা হল, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার ইঙ্গিতকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় অনেক সময়ই। করে থাকেন যথেষ্ট পণ্ডিত, স্বনামধন্য মানুষজন। আমরা আমজনতা হিসেব গুলিয়ে ফেলি। এই সময়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন এরকমই মুখে রক্ত জমা হওয়ার এক গল্প। মুখে রক্ত জমা হলে কী হয়, বিলক্ষণ পরিষ্কার আজ।

বর্তমানে স্কুল সার্ভিস নিয়ে বাজার গরম। আশা করা যায় একদিন গোটা সিস্টেমের বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে। আমরা যারা উত্তরবঙ্গবাসী, আমরা দাবি তুলতে পারি কি, ফিরিয়ে দাও আমার পুরোনো সিস্টেম? শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে উত্তরবঙ্গ এক স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দাবি করে। আলিপুরদুয়ার থেকে মালদা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূগোলে বসবাসকারী মানুষজনের আর্থসামাজিক অবস্থা সেই দাবির মান্যতা দেয়। না নতুন কিছু চাওয়া নয়, পুরোনোকে ফিরে পাওয়ার দাবি। দাবি রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের।

১৯৯৭-এর এক আইনে আমাদের রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, দ্রুত কার্যকরীভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার পরিপোষিত স্কুলগুলোতে কর্মী নিয়োগ। ম্যানেজিং কমিটি সিস্টেমে স্কুলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘুষের দানব বোতল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে দেখে, এক ঝটকায় বোতলবন্দি করতে সৃষ্টি করা হয় কমিশন। তার আগেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট স্কুলে, কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কলেজে নিয়োগের অভিজ্ঞতা সরকারের কাছে ছিল। সব মিলিয়ে আনা হয় কমিশনকে। সফলভাবে লক্ষাধিক নিয়োগ হয় ১৩ বছরে। ৯৭-এ তৈরি এসএসসি কাজ শুরু করে ১৯৯৯ সাল থেকে। ২০০০ সাল থেকে কাজ শুরু করে রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্যের জেলাগুলোকে ভাগ করা হয় ৬টি অঞ্চলে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আলাদা অফিস, আলাদা কমিটি। পরীক্ষা গ্রহণ থেকে প্যানেল প্রস্তুতি পর্যন্ত ছিল তাদের অধিকারের আওতায়। উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয় কাজ করত গোটা উত্তরবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের জন্য।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সাদা অর্কিডে বসন্ত কার্সিয়াংয়ে

» দুইয়ের পাতায়

দুই বেগুনের জিআই ট্যাগ দাবি মালদার

» দুইয়ের পাতায়

প্রয়াত ভাষা সৈনিক নলিনাক্ষ পাল

» দশের পাতায়

ইয়াক উৎসবের শুরু সান্দাকফুতে

» দশের পাতায়

সচেতনতা শিকেয়, ঘর ছাড়ছে নাবালিকারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : সরকারি তরফে বিভিন্ন সময় নাবালিকার বিয়ে রুখতে প্রচার চালানো হচ্ছে। স্কুলের তরফেও চলছে প্রচার। তবে এরপরেও কি সচেতনতার খামতি রয়েছে? শহর শিলিগুড়িতে গত সাতদিনে পরপর চারটি পকসো মামলায় সেই প্রশ্নই উঠছে। এর মধ্যে তিনটি মামলা নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায়, যেখানে উঠে আসছে বিয়ের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ। বাকি একটি ঘটনায় বিয়েও হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে শ্বশুরের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের ওই নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে।

প্রশ্ন উঠছে, এত সচেতনতার পরেও এধরনের ঘটনা ঘটছে কী করে? গত এক সপ্তাহে এধরনের চারটি ঘটনা সামনে এলেও, প্রতি মাসেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের সমস্ত থানা মিলিয়ে, ছয় থেকে সাতটি নাবালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ আসছে। এর মধ্যে নাবালিকা ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা রয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই।

পুলিশকর্তাদের একাংশের কথায়, এই সংক্রান্ত মামলায় চাজশিট পর্যন্ত দাখিল করা যাচ্ছে না। কারণ, তদন্তে দেখা যাচ্ছে একশো শতাংশ ঘটনাই প্রেমঘটিত। ফিরিয়ে নিয়ে আসার পর নাবালিকা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাচ্ছে, তারা নিজের ইচ্ছাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। এমনকি কার সঙ্গে বেরিয়েছিল, সেটা পর্যন্ত মুখে আনছে না।

শুক্রবারই নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ থেকে এক তরুণ ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে প্রধাননগর থানার পুলিশ। উদ্ধার করে আনা হয় ওই নাবালিকাকেও।

এরপর দশের পাতায়

শহরে মৃত্যু সরণি রেললাইন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : মাটিগাড়া থেকে মহাবীরস্থান পর্যন্ত রেললাইন কার্যত ডেথ জোন হয়ে উঠেছে। গত ছয় মাসে এই এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রেললাইনে বা তার ধার ধরে নেশার আসর বসাতেই দুর্ঘটনা এত বাড়ছে বলে রেলের কর্তারাও মেনে নিচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, ‘আমরা জিআরপি-র সঙ্গে কথা বলে, রেললাইন এলাকাতেও ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছি।’

চলতি সপ্তাহেই বর্ধমান রোড রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে বসে থাকা এক তরুণ ট্রেনে কাটা পড়ায় বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছিলেন, নাকি নিছক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। তবে রেললাইনে আড্ডা দেওয়া বা নেশার আসর বসানোর প্রবণতা যে মারাত্মক আকার নিচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। দুর্ঘটনার পরেও রেললাইনে বসে আড্ডা কিংবা নেশার আসর বসানোর ছবির এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। বরং রেললাইনে বসে আড্ডা দেওয়া অনেকের কথায়, ট্রেন এলে উঠে পড়ব।

যদিও এই পরিস্থিতির পেছনে রেলের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। রাজনীতির সুর মিশিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘রেললাইনের সুরক্ষা রেলকেই নিতে হবে। রেলের জমি আমাদের হস্তান্তর করা হোক। তাহলে আমরা সুন্দর করে যাবতীয় উন্নয়ন করতে পারব।’ পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর আরও সংযোগ, ‘রেললাইন বরাবর নেশার আসর তো চলছেই। আমরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনও করেছি। তবে এরপরেও রেল পুলিশের এ ব্যাপারে কোনও সক্রিয়তাই নেই।’

ছয় মাসে ১৩ জনের মৃত্যুতেও আড্ডা রেললাইনে। টাউন স্টেশনের কাছে।

অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার রজত কুণ্ডগি। তিনি বলছেন, ‘আমরা বিভিন্ন জায়গায় এব্যাপারে সচেতন করছি। যে সমস্ত এলাকায় মানুষজন এভাবে বসে আড্ডা দিচ্ছে বা ক্রসিং ছাড়াও লাইন পারাপার করছে, সেগুলি আমরা চিহ্নিত করছি। সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।’

শহর শিলিগুড়িতে মূলত মাটিগাড়া থেকে মহাবীরস্থান পর্যন্ত রেললাইন এলাকায় মাঝেমধ্যেই ট্রেনে কাটার ঘটনা ঘটছে। গত নভেম্বরে এক ব্যক্তি মাটিগাড়া সিটি সেন্টারের উলটোদিকে রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়েন। ডিসেম্বরেও ওই একই জায়গায় আরেকজনের একইভাবে মৃত্যু হয়।

এরপর দশের পাতায়

উশু ও কুস্তিতে সোনা জয় দুই কৃষক সন্তানের

অমৃতা দে

সিতাই, ১৩ এপ্রিল : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত নবম নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে উশু ও কুস্তিতে সোনা জয় করে কোচবিহারের নাম উজ্জ্বল করলেন সিতাইয়ের উমর ফারুক ও সৌরভ বর্মন। আর এই দুই তরুণই কৃষক পরিবারের সদস্য। গত ৭ থেকে ১০ এপ্রিল মালদায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল। গত শনিবার ফারুক ও সৌরভ বাড়ি ফিরেছেন।

সৌরভের বাড়ি পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের আদাবাড়িতে। সৌরভের বাবা সন্তোষ বর্মন কৃষিকাজ করেন। মা সারথি বর্মন হরিবোলাহাট বাজারে ছোট্ট চায়ের দোকান চালান। কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন সৌরভ। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ছোটবেলা থেকে সৌরভের ইচ্ছা ছিল তিনি কুস্তিবীর হবেন। তারপরেই গ্রামের মাঠে কুস্তি অনুশীলন করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে কোচবিহারে অনুশীলন করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তবে সাফল্য পাননি। এরপর তিনি কলকাতায় গিয়ে অনুশীলন শুরু করেন। তারপর একে একে তাঁর ঝুলিতে আসতে থাকে পুরস্কার। এবারে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে কুস্তিতে সিতাইয়ের সৌরভ প্রথম হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্যে খুশি সিতাইবাসী।

সোনা জয়ী সৌরভ ও ফারুক। -সংবাদচিত্র

তবে সৌরভের আশা, 'আরও অনেক বড় জায়গায় অনুশীলন করব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খেলতে চাই।'

অন্যদিকে, উশু প্রতিযোগিতায় সোনা জয় করেন উমর ফারুক। তাঁর বাড়ি সিতাই ব্লকের বিজলিচটকা আদাবাড়িতে। ফারুকের বাবা সাইদুল মিয়াঁ কৃষিকাজ করেন। মা ছামিনা বিবি গৃহবধূ। ফারুক আদাবাড়ি মনসুর আলি উচ্চবিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন। প্রথমে স্কুল স্তরের খেলায় অংশ নেন। পরবর্তীতে জেলা স্তরে খেলাগুলিতে অংশ নেন। রাজ্য স্তরে ৬ বার সোনা জয় করেছেন ফারুক। ফারুকের কথায়, 'পরবর্তীতে কঠোর পরিশ্রম করে দেশের হয়ে খেলতে চাই। আর সেখানেও সোনা জয় করব। আমার পারিবারিক অবস্থা ভালো না।' সৌরভ ও ফারুক এই দুই খেলোয়াড়ের জীবনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্য। সরকারের তরফে কোনও সুযোগসুবিধা পেলে স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে বলে মনে করছেন সৌরভ ও ফারুক।

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে :
readerssurvey2025@gmail.com

সাদা অর্কিডে বসন্ত কার্সিয়াংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বসন্তে রং বদলে যায় কার্সিয়াংয়ের। শ্বেতশুভ্র রং ছড়িয়ে নিজের নাম মাহাত্ম্য তুলে ধরে পাহাড়টি। লেপচাদের কাছে অর্কিডের পরিচয় খুর্সন-রিপ নামে। সেখান থেকেই এখন পাহাড়টির পরিচয় কার্সিয়াং। এই অর্কিডের খ্যাতি দেশ-বিদেশে এতটাই যে, এসময় পর্যটকরা ভিড় জমান এখানে। সংখ্যাটা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাই বিশেষ নজর দিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। নেওয়া হয়েছে বিশেষ পরিকল্পনাও।

দার্জিলিং পাহাড়ের পরিবর্তে এখন সিকিমে কেন বেশি পর্যটক ভিড় জমান, এই প্রশ্নটা অনেকদিন ধরেই উঠছে। সিকিমে একের পর এক নতুন ডেস্টিনেশন তৈরি হওয়ায় যে সেখানে বেশি ভিড়, তা অস্বীকার করেন না পর্যটন ব্যবসায়ীরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে নতুন ডেস্টিনেশনের দাবি তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই তুলে ধরছেন। তাঁদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে নতুন নতুন জায়গা তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে জিটিএ। ওই লক্ষ্যেই গতবছর জিটিএ-র তরফে কার্সিয়াংয়ে হোয়াইট অর্কিড হেরিটেজ ওয়াক রুটের উদ্বোধন করা হয়। সাত কিলোমিটার এই রুটে সাদা অর্কিডের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবছর তাই এসময় অনেকেই ছুটে আসছেন। চিমনি থেকে ডোকানদারা পর্যন্ত চলতে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু সাদা অর্কিডের টানেই যেন ক্লান্তিহীনভাবে পথ চলেন সকলে। জিটিএ-র অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের মুখ্য কোঅর্ডিনেটর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলছেন, 'অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমপ্রেমীর পাশাপাশি পরিবেশপ্রেমীরাও সাদা অর্কিডের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসছেন। ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এলাকাটি। কীভাবে এই রুটটিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হচ্ছে কিছু পরিকল্পনা।'

কার্সিয়াংয়ের বসন্তে বিখ্যাত সাদা অর্কিডের শোভা। -সংবাদচিত্র

প্রায় সাত কিলোমিটার হোয়াইট অর্কিড হেরিটেজ ওয়াক রুটটিতে ইতিমধ্যেই উঁকি দিয়েছে শ্বেতশুভ্র অর্কিড। হাইকিংয়ের রাস্তাটিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নতুন করে অর্কিড গাছও লাগানো হয়েছে। সম্প্রতি কার্সিয়াংয়ের ডাউহিল পাইন ফরেস্ট পরিদর্শনে এসে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সাদা অর্কিডের উপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত রাজ প্রাজুলির বক্তব্য, 'পাঁচ ঘণ্টার মতো সময় লাগায় দিনের আলোতেই পর্যটকরা রুটটি শেষ করতে পারছেন। পাশাপাশি ঘন পাইন বন ও চিত্রের গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারছেন। তাই পর্যটকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। জিটিএ মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'কার্সিয়াংয়ের সাদা অর্কিডকে কীভাবে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা যায়, তা নিয়ে গত মাসে কার্সিয়াংয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছে। বেশ কিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।'

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,১০০ ফুট উচ্চতা থেকে ৭,১৩৭ ফুট উচ্চতায় শেষ হওয়া রুটটির শোভা বাড়াচ্ছে উঁকি দেওয়া সাদা অর্কিড।

পণ্য পরিবহণে রেলের রেকর্ড

নিউজ ব্যুরো

১৩ এপ্রিল : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময়মতো জোগান নিশ্চিত করতে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে। যার প্রমাণ পাওয়া গেল এবার পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-এর মার্চ মাসে ১.০৫৪ মিলিয়ন টন (এমটি) বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর লোডিং নথিভুক্ত করেছে।

আর সেখানেই কিছু সামগ্রী লোডিংয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট, ডলোমাইট, সার, আলু, পাথর চিপস সহ আরও নানা কিছু। মাল লোডিংয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি এই অঞ্চলে বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। অর্থবর্ষ ২০২৪-'২৫ এ (মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত), উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান মাল লোডিং ১০.৬৮১ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৩% বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশ শক্তিশালী করেনি বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা একথা জানিয়েছেন।

নববর্ষে ভিনরাজ্যে পাড়ি তুফানগঞ্জের মিষ্টির

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল : মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ। বছরের প্রথম দিনটা মিষ্টিমুখে শুরু করতে চায় সকলেই। ব্যবসায়ীরাও পরিচিত ক্রেতাদের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন মিষ্টির বাক্স। কেউ কেউ আবার দোকানেই করেন মিষ্টিমুখের আয়োজন। আর সেজন্য আপাতত ক্রেতাদের ভিড় জমতে শুরু করেছে মিষ্টির দোকানগুলোয়। তুফানগঞ্জ শহরের দোকানগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং সেখানকার মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মুখের হাসি আরও চওড়া। কারণ তুফানগঞ্জের মিষ্টি যাচ্ছে ভিনরাজ্যেও।

রবিবার শহরের নিউটাউন, মদনমোহনবাড়ি, দমকলকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় মিষ্টির দোকানগুলিতে চোখে পড়ল সেরকমই ছবি। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে রকমারি স্বাদের মিষ্টির চমক দেখাতে কারিগরদের দম ফেলার ফুরসত নেই। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকেও ব্যবসায়ীরা এসে মিষ্টির অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত অসম থেকে আসছে মোটা টাকার অর্ডার।

অন্যান্য মিষ্টির পাশাপাশি এবছরেও লাড্ডুর চাহিদা বেশি রয়েছে। কারণ সেদিন তো হবে গণেশপুজো। আর গণেশ তো লাড্ডুপ্রেমী। হালখাতার প্যাকেটে তাই লাড্ডু রাখতে চাইছেন ব্যবসায়ীরা।

নিউটাউনের একটি দোকানে লাড্ডুর অর্ডার দিতে এসেছিলেন অসমের ব্যবসায়ী স্বপন বণিক।

তুফানগঞ্জের একটি দোকানে মিষ্টি তৈরির ব্যস্ততা। -সংবাদচিত্র

তিনি জানালেন, অসমে মিষ্টির দক্ষ কারিগর নেই। তাই সেখানকার দোকানে লাড্ডু পাওয়া গেলেও তার গুণমান পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টির ধারেকাছে নেই। আর দোকানগুলিতে যে দু'-এক রকমের মিষ্টি মেলে, তার খরচও বেশি পড়ে যায়। 'তাই বাধ্য হয়ে এতদূর আসা।' বলছিলেন স্বপন।

শহরে মদনমোহনবাড়ি রোড, কাছারি মোড়, হরিরধাম এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় মিষ্টির দোকান রয়েছে। এখন দোকানগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় এতটাই উপচে পড়েছে যে কর্মচারীরা সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন। কর্মচারীরা রাতেও লাড্ডু বানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে নিউটাউন এলাকার মিষ্টি বিক্রেতা স্বরূপ সাহার কথায়, 'এক সপ্তাহ আগে থেকেই লাড্ডু ও মিষ্টির অর্ডার আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু অসম নয়, মেঘালয় থেকে একের পর এক বায়না আসতে শুরু করেছে। তবে সামগ্রীর দাম বাড়লেও লাড্ডুর দাম একই রাখতে হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'সরস্বতীপুজোর মতোই এখন ঘরে ঘরে গণেশপুজোর চল হয়েছে। আর সে কারণেই অন্যান্য মিষ্টির তুলনায় গণেশের প্রসাদ হিসেবে লাড্ডুর চাহিদা বেড়েছে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী লাল ও হলুদ দু'ধরনের লাড্ডুই তৈরি করা হচ্ছে।'

দমকলকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকার আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী সুভাষচন্দ্র পালের কথায়, 'এবছর দোকানে লাড্ডুর দাম রাখা হয়েছে ৮ টাকা থেকে শুরু করে ১০ টাকা পিস'। ভাওয়াল মোড় এলাকার মিষ্টি বিক্রেতা রাজা পাল জানান, রসনাতৃপ্তির পাশাপাশি স্বাস্থ্যের বিষয়টিও যাতে বজায় থাকে সেদিকেও খেয়াল রেখে কাজ করছেন তুফানগঞ্জের কারিগররা।

অ্যালেনের ফ্রি মকটেস্ট

নিউজ ব্যুরো

১৩ এপ্রিল : মেডিকেলের জন্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট এবছর অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ মে। তার আগে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট সারাদেশের পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য ২০ এপ্রিল একটি বিনামূল্যে নিট ন্যাশনাল মক মেজর টেস্টের আয়োজন করেছে। অ্যালেনের শিক্ষার্থীরা তো বটেই, সেখানে অন্যরাও একদম বিনামূল্যে অংশ নিতে পারবে।

পরীক্ষাটি সারাদেশের ৫৯টি শহরে ১৩৮টি কেন্দ্রে দুপুর দুটো-বিকেল পাঁচটার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। অ্যালেনের বাইরে যে সমস্ত পড়ুয়া রয়েছে তারা নিজেদের নাম www.allen.ac.in -এই ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত করতে পারবে।

বাংলাদেশে ফেরত ২ জন

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ এপ্রিল : রবিবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড় থেকে দুই বাংলাদেশি বৃহন্নলাকে আটক করেন চ্যাংরাবান্ধা বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিকরা। বিএসএফ জানিয়েছে, এদিন বিজিবি-র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

দুই বেগুনের জিআই ট্যাগ দাবি মালদার

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৩ এপ্রিল : নবাবগঞ্জ আর আশাপুরের বেগুনের খ্যাতি আজ রাজ্যজুড়ে। এই দুই বেগুনের চাষ হয় শুধুমাত্র মালদা জেলার দুই প্রান্তে। তাই এবার এই দুই বেগুনের জিআই তকমার দাবি তুললেন জেলার বণিকমহল।

একটি বেগুন আকারে বিশাল। রং হালকা সবুজ। সবদিক থেকে এই বেগুনের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চাষ হয় মালদার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে। এর গালভরা একটি নামও রয়েছে- নবাবগঞ্জের বেগুন। মালদা জেলার পুরাতন মালদা, গাজোল ও রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী সামান্য কিছু অঞ্চলে নবাবগঞ্জের বেগুন চাষ হয়। একটির ওজন ২ কেজি পর্যন্ত হয়। দামও ভালো। বর্ষায় চারা রোপণ করা হয়। প্রতি কেজির দাম ৮০ টাকা থেকে ৯০ টাকা।

> বহু আগে থেকে এই দুই প্রজাতির বেগুন মালদা জেলায় চাষ হয়। জিআই পেলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। জেলার অর্থনীতি অনেকটাই চাঙ্গা হবে।
>
> **-উজ্জ্বল সাহা** *সভাপতি, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি*

পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জের হাটে এই বেগুন একসময় ব্যাপক বিক্রি হত। সেই থেকেই এই বেগুনের নাম হয়েছে নবাবগঞ্জের বেগুন। তবে এটা কোনও সরকারি নাম নয়।

অপরটি আকারে ছোট, গোলগাল চেহারা। রং সবুজ। তবে বেশ ঘন। চাষ হয় উত্তর মালদার আশাপুরে। এই বেগুনও খেতে বেশ ভালো। এই বেগুনও অন্য কোথাও চাষ হয় না। মালদার এই দুই প্রজাতির বেগুনের চাহিদা রাজ্যে তো বটেই, চাহিদা রয়েছে দেশের অন্য প্রান্তেও। দুই বেগুনের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি জিআই-এর আবেদন করেছে। বেগুনচাষি লাল মহম্মদ বলেন, 'বংশপরম্পরায় আমরা এই বেগুন চাষ করে আসছি। বীজ বা চারা কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না। জিআই পেলে আমাদের অনেকটাই উপকার হবে।'

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'বহু আগে থেকে এই দুই প্রজাতির বেগুন মালদা জেলায় চাষ হয়। জিআই পেলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। জেলার অর্থনীতি অনেকটাই চাঙ্গা হবে।'

আজ টিভিতে

জাস্ট অ্যানিমালস সন্ধে ৭.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গয়নার বাক্স, ১০.০০ প্রতীক, দুপুর ১.০০ বোঝে না সে বোঝে না, বিকেল ৪.১৫ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.১৫ যুদ্ধ, রাত ১০.১৫ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৩০ শুধু একবার বলো, সন্ধে ৭.৩৫ পাগলু-টু, রাত ১০.৩০ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১০ কসম পয়দা করনেওয়ালে কি, দুপুর ১.৫১ বাল ব্রহ্মচারী, বিকেল ৪.৫০ বজ্রকায়া, সন্ধে ৭.৩০ দ্য ডন, রাত ১০.৩০ ডায়েন হাউস ১০০
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উপহার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পরশমণি
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৮ খট্টা মিঠা, দুপুর ১.৫২ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫৩ দবং, সন্ধে ৭.৩০ কিসি কা ভাই, কিসি কি জান, রাত ১০.২৭ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৯ সুরজ পে মঙ্গল ভারী, দুপুর ২.০২ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৩১ লয়লা মজনু, সন্ধে ৬.৫৫ কঞ্জুস মকখিচুস, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ রক অন টু
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১.০২ কুং ফু হ্যাসল, বিকেল ৪.১৫ অলিম্পাস হ্যাজ ফলেন, সন্ধে ৬.১৩ গডজিলা, রাত ১১.০০ ভেনম
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৬ স্পিড, বিকেল ৩.৫১ ডার্ক ফিনিক্স, ৫.৩৮ দ্য গড মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ১০.১৭ হ্যানসেল অ্যান্ড গ্রিটেল : উইচ হান্টার্স, ১১.৪১ দ্য গিভার

পরশমণি
বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

বোঝে না সে বোঝে না
দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন রাত ১১.০৩ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সুরজ পে মঙ্গল ভারী বেলা ১১.৩৯ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মপ্রার্থীরা সুখবর পেতে পারেন। সারাদিন বেশ আনন্দেই কাটবে। বৃষ : ঘাড় ও কোমরের ব্যথা নিয়ে ভোগান্তি। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। মিথুন : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড করে ফেলবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা। কর্কট : ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ধার করতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সাবধান থাকুন। সিংহ : বাড়ি, জমি কেনাবেচায় অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। ধার শোধ করুন। কন্যা : তৃতীয় ব্যক্তির কারণে দাম্পত্যে অশান্তি। দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। নতুন জমি কেনার ভালো সুযোগ মিলবে। ধনু : অন্যায় কাজের থেকে দূরে থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না। মকর : কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে প্রচুর অর্থ ক্ষতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। কুম্ভ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। মীন : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৪ চৈত্র, ১৪ এপ্রিল, ২০২৫, ৩১ চ'ত, সংবৎ ১ বৈশাখ বদি অধিক, ১৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২২, অঃ ৫।৫৪। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ৬।৩৯। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৬। বজ্রযোগ রাত্রি ৯।২২। কৌলবকরণ দিবা ৬।৩৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।৪২ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৬।৩৯ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে দিবা ৬।৩৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৫৬ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪৬ গতে ৪।২০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১২ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মহাবিষুব সংক্রান্তি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে সিকিউরিটি গার্ড ও ফ্যাক্টরি হেল্পার চাই। থাকা ফ্রি+খাওয়ার ব্যবস্থা। বেতন 12000/-। (M) :- 9832489908. (C/116044)

Vacancies

TGT-Maths, TGT-Computer, TGT-English, PRT-Maths for a CBSE School in Islampur, U.D. Please submit your resume in greenvallyisp@gmail.com or in What'sApp +919064952280.

বিক্রয়

1 BHK Flat Sale, Shantiniketan, Susrut Nagar, Buyer Only Call-9547937241. (C/116113)

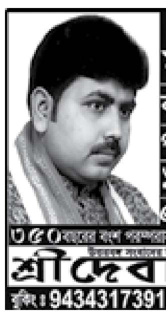

আজ ময়নাগুড়ি
কাল ধূপগুড়ি
পরশু আলিপুরদুয়ার
১৭.৪ মালবাজার
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক
শ্রীদেবাচার্য্য
ফোন : 9434317391/9163667741

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

আইসোলেটরগুলিতে কপার জাম্পারের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : টিআরডি/এলএমজি/০৪ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ : ১০-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি২৭আরও; কাজের নাম : লামডিং ডিভিশনের অধীনে আইসোলেটরে ১০৫ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের পরিবর্তে ১৬০ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৭০,৪৭,০৬৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৪১,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আরওবি নির্মাণের কারণে ২৫ কেভি ওএইচই পরিবর্তনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/১০/২০২৫; তারিখ : ১০-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ইএল-সি-এনএফআর-ওএইচই-কে-এ-০১; কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের কুমারঘাট-আগরতলা সেকশনে ১২টি স্থানে আরওবি নির্মাণের কারণে ২৫ কেভি ওএইচই পরিবর্তনের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,১২,৬৬,৯০৬.৯৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,০৬,৩০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টা পর্যন্ত এবং খোলা ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডারের নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই-II, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নির্মাণ, উৎপাদন, সরবরাহ ইত্যাদি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./২০ অফ ২০২৫; তারিখ : ০৯-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার - ডিআরএম ভবন কাটিহারে অতিরিক্ত সিঁড়ি তৈরীর মাধ্যমে শীর্ষ তলার জন্য ইমার্জেন্সি এক্সিট নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,২১,০৫,৯২৫.৩২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,১০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে পাকুর/বাবুডিহ/তালঝাড়ি/রাজগ্রাম খনি থেকে ৫০ মিমি আকারের মেশিনে চূর্ণ পাকুর প্রকারের ব্যালাস্ট উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য : ৬,৪৭,৭৬,৯২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৪,৭৩,৯০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : স্পেয়ার পার্টস সহ ০২ বছরের জন্য সার্ভিসেস ও রক্ষণাবেক্ষণ সাথে ট্র্যাক ভিত্তিক লুব্রিকেটর (হাইড্রোলিক টাইপ) -এর জন্য এএমসি। টেন্ডার মূল্য : ১৬,১৩,৫৬০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন আরইউবি-এর ভিতরে জমা হওয়া জল নিষ্কাশন। টেন্ডার মূল্য : ৫৮,২২,৮৮৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,১৬,৫০০/- টাকা; উপরের সমস্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৮-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ০৮-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৫-২৬/০১, তারিখ : ০৮-০৪-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং : কেটি২৫৫২০৪;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০১-০৫-২০২৫। পরিমাণ : ১৬ টি
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : মাল্টি সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সেল কাউন্টার (এমএসডিএসি) সরবরাহ, পরিবহন, ইনস্টলেশন, তারের সংযোগ, পরীক্ষা এবং কমিশনিং।
প্রেরক: এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)।
দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অসম্মানে কেঁদে মঞ্চত্যাগ

চেয়ার জুটল না সভাপতির

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ এপ্রিল : দলের শাখা সংগঠনের অনুষ্ঠানে চেয়ারই জুটল না ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার। রবিবার এমনটাই ঘটেছে কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে। রিনার অভিযোগ, মঞ্চে নাকি তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। শেষপর্যন্ত কেঁদেকেটে

চোখে জল রিনার।

মঞ্চ ছেড়ে নেমে যান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। যদিও কিষান খেতমজদুরের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক-১ ব্লক সভাপতি মহম্মদ বসিরউদ্দিনের সাফাই, 'অনেকেই মঞ্চে ছিলেন। দলের কর্মীরা হয়তো সভাপতিকে চিনতে পারেননি। পরে রিনা এক্কাকে ডেকে মঞ্চে জায়গা দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক আছে।'

এদিন চটহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কিষান খেতমজদুর তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন হয়। সংগঠনের অন্য নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিনা। তবে মঞ্চে পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চেয়ার পেলেও রিনার তা জোটেনি। পরে সভাপতি সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ করা হলেও, প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। মঞ্চে ডেকে চেয়ার পর্যন্ত দেওয়া হল না। তাই আমি মঞ্চ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলাম। হয়তো ওঁরা চিনতে পারেননি।'

ঘাসফুলের টিকিটে জয়ী সভাপতিকে দলের কর্মী-নেতারাই চিনতে পারলেন না! এ নিয়ে দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে। উঠছে প্রশ্ন। সমিতির সহকারী সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের বক্তব্য, 'দলের মহিলা জনপ্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যদি চেয়ার না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। যাঁরা সম্মেলন পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে।'

অন্যদিকে, শাসকদলের সংগঠনের জেলা সম্মেলনে মহিলাদের সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মিটিং বলে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গাড়িভাড়াও নাকি দেওয়া হয়নি। মার্জিনা খাতুন নামে এক মহিলা বললেন, 'গ্রুপের মিটিং বলে আমরা টোটো ভাড়া করে এসেছিলাম। ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বসিরউদ্দিন। তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকদিন ধরে সম্মেলনের প্রচার করা হয়েছে। কাউকে ভুল বুঝিয়ে মিটিংয়ে আনা হয়নি।'

শিলিগুড়িতে সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনকে ঘিরে শিলিগুড়িতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেবিষয়ে সতর্ক পুলিশ। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে শুক্রবার শিলিগুড়িতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে নুর-ই-মুজাসসম নামে একটি সংগঠন। এখন থেকেই এনিয়ে নজরদারি শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবিতে সোমবার বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে পুলিশ প্রশাসনকে স্মারকলিপিও দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ঢাক কাঁধে এক খুদে ভক্ত। রবিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

উলটে গেল রডবোঝাই ট্রাক

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে উলটে গেল লোহার রডবোঝাই ট্রাক। রবিবার ভোররাতে ফুলবাড়ি ও জটিয়াকালীর মাঝে জিয়াগঞ্জ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটি অসমের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ভোররাতে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। সকালে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউটপোস্টের কর্তারা সেখানে পৌঁছান। তারপর ক্রেন নিয়ে এসে ট্রাকটিকে নয়ানজুলি থেকে তোলা হয়। এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালীর মাঝে জাতীয় সড়কের অংশ ফোর লেন করার কাজ জমিজটের জেরে বেশ কয়েক বছর ধরে আটকে রয়েছে। সেই কারণে ফুলবাড়ি ও জটিয়াকালীর মাঝের প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তায় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। জটিয়াকালী মোড়ে গত ৮ এপ্রিল দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুর জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ফুলবাড়ির আমাইদিঘির বাসিন্দা ফজলু রহমানের কথায়, 'যতদিন এই রাস্তাটি সিঙ্গল রোড হয়ে থাকবে, ততদিন দুর্ঘটনা লেগেই থাকবে।'

ওই এলাকারই বাসিন্দা সমীর রায়ের বক্তব্য, 'এই অংশে এমনিতেই প্রতিটি যানবাহন দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের গতি আরও বাড়তে থাকে।'

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ লচকায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ এপ্রিল : লচকা নদীতে অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে বাগডোগরায়। অভিযোগের তির লোকনাথনগরের মার্বেল পাথরের ব্যবসায়ী অমলচন্দ্র ঘোষের দিকে। সেচ দপ্তরের শিলিগুড়ির সাব-ডিভিশনাল অফিসার (এসডিও) যুবরাজ সিং বাগডোগরা থানায় ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তারপরই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। শনিবার ঘটনাস্থল থেকে ৫ জন শ্রমিককে আটক করা হয়। সেই সময় তারা বাঁধের কাজ করছিল। পরে যদিও তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, সেচ দপ্তরের অভিযোগ পাওয়ার পরেই মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এবিষয়ে অমলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর দোকানের কর্মীরা জানান, অমল বাইরে রয়েছেন। তাঁর ফোন নম্বর চাইলেও দোকানের কর্মী দিতে চাননি।

কয়েকদিন ধরেই নকশালবাড়ির গোঁসাইপুরের পয়াবস্তিতে লচকা নদীর পাড় দখল করে বোল্ডার এবং তারজালি দিয়ে বাঁধ নির্মাণের অভিযোগ উঠছিল। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল স্থানীয়দের মধ্যে। বিষয়টি কানে যেতে পদক্ষেপ করেছে সেচ দপ্তর। শনিবার দপ্তরের এসডিও বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরই নদীতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেচ দপ্তরের শিলিগুড়ির এসডিও যুবরাজ সিং বলেছেন, 'নদীর গতিপথ আটকে বোল্ডার, তারজালি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ বেআইনি। বিষয়টি থানার পাশাপাশি প্রধান, বিডিও, মহকুমা শাসক, জেলা শাসকের নজরে আনা হয়েছে। আইন মোতাবেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এবিষয়ে গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা সিংহর বক্তব্য, 'এভাবে নদী দখল করে বাঁধ দেওয়া যায় না। আমরা এক সপ্তাহ আগে অমলচন্দ্র ঘোষকে কাজ বন্ধ করতে বলেছিলাম। কিন্তু বারবার বলার পরও তিনি আমাদের কথায় কান দেননি। এমনিতেই দূষণে জেরবার লচকা নদীর অস্তিত্ব সংকটে। তার উপর এভাবে বাঁধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না।' অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সমবায়ে প্রস্তুত পানিঘাটা বাগান

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা পানিঘাটা চা বাগান চালু করতে উদ্যোগী হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে নতুন মালিক না পাওয়া গেলে শ্রমিকরাই সমবায় করে বাগানের চা পাতা তুলে বিক্রি করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। জিটিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, ওই বাগানে ৫০০-র বেশি শ্রমিক পরিবার রয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ খারাপ। এই অবস্থায় বাগান চালু করতে সমবায় তৈরি করা ছাড়া অন্য পথ নেই। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'যেভাবে হোক বাগানটি চালু করা প্রয়োজন। নতুন মালিক এনে বাগান খোলা সম্ভব না হলে শ্রমিকরাই সমবায় তৈরি করে বাগান চালাবেন।'

২০১৫ থেকে বন্ধ পানিঘাটা চা বাগান। আর্থিক কষ্টে ভুগছেন শ্রমিকরা।

২০১৫ সালের পুজো বোনাসকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে তৎকালীন মালিকপক্ষ বাগানে লক আউটের নোটিশ ঝুলিয়ে চলে গিয়েছিল। তারা আর পানিঘাটায় ফিরে আসেনি। ফলে বিপাকে পড়েন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে বাগানের কয়েকশো শ্রমিক। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পড়ে থেকে বাগান এবং কারখানা প্রায় ধ্বংসের পথে চলে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে কিছু শ্রমিক মিলিতভাবে পাতা তুলে বিক্রি করে বাগানটি কোনওরকমে চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সমস্ত শ্রমিককে কাজের সুযোগ না দেওয়া, কম মজুরি এবং আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাকের অভিযোগ ওঠে।

এরপর শ্রমিকদের একাংশ এভাবে পাতা তোলা বন্ধ করে দ্রুত নতুন মালিক এনে বাগান চালুর দাবিতে রিলে অনশন শুরু করেন। শ্রমিকদের দু'পক্ষের গণ্ডগোলের আশঙ্কায় কার্সিয়াং মহকুমা প্রশাসন পানিঘাটা চা বাগানে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকদের ওই অনশন কর্মসূচি ১০০ দিন পেরিয়েছে। কিন্তু এখনও নতুন মালিকপক্ষ পাওয়া যায়নি।

৩ এপ্রিল শিলিগুড়িতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক পানিঘাটা চা বাগান চালু করা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যেই জিটিএ'র তরফে নয়া মালিক খোঁজার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোনও শিল্পপতিই ১০-১১ বছরের বকেয়া মিটিয়ে ফের বাগান চালুর দায় নিতে চাইছেন না বলে জিটিএ সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে রবিবার জিটিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে নতুন মালিক না পাওয়া গেলে শ্রমিকদের নিয়ে সমবায় সমিতি তৈরি করে দেওয়া হবে। সেই সমিতির মাধ্যমে শ্রমিকরা বাগানের পাতা তুলে বিক্রি করে নিজেদের মজুরি ভাগ করে নেবেন।

চর্চায় মুর্শিদাবাদ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ এপ্রিল : তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে রবিবার উঠে এল মুর্শিদাবাদের অশান্তির প্রসঙ্গ। সম্মেলনে উপস্থিত আইএনটিটিইউসি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ দোলা সেন দাবি করেন, 'দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো।'

মুর্শিদাবাদের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে দোলা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের অশান্তি মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। শীঘ্রই শান্তি ফিরবে।' সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু বলেন, 'রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে আছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার কৃষকবন্ধু। এই সরকার কৃষকদের জন্য প্রকল্প চালু করেছে। বাংলায় কৃষকরা আত্মহত্যা করেন না। অথচ দেশের অন্যত্র বছরে ১২ হাজার কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন।'

সরহুল উৎসব

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ এপ্রিল : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাঁসখোয়ার পশ্চিম দানাগছে রবিবার বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে সরহুল মিলন মহোৎসবের আয়োজন করা হল। দার্জিলিং জেলা রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভার উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় আদিবাসী সমাজের চিরাচরিত বেশভূষা এবং সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়।

Terms and Conditions apply. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank and HDFC Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. ^The price shared above is of Activa 110 Std OBD2B variant for West Bengal State. ^For more information contact nearest dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

চর্চায় শিক্ষা-দুর্নীতি, ফিকে শ্রমিকদের ইস্যু

ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে আলো কম

তমালিকা দে

শিলিগুড়িতে সিটুর ফিশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন। - সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : একসময় শ্রমিকরাই ছিলেন বামেদের চালিকাশক্তি। রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন করেছিল বাম সরকার, এ কথা বুক বাজিয়ে বলতে পারেন না সিপিএমের তাবড় নেতারা। শ্রমিকদের কাঁধে ভর করে নির্বাচনের তরী পার হলেও পরবর্তীতে মধ্যবিত্তরাই হয়ে ওঠে সিপিএমের মূল চালিকাশক্তি। শ্রমিকরা চলে যান পেছনের সারিতে।

শুধুমাত্র ঝান্ডা বওয়া আর মিছিলে ভিড় বাড়ানোই কাজ হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকদের। রাজ্যে পালাবদলের পর দলের শ্রমিক সংগঠন সিটুর দাপট কমতে থাকে। তারপর ক্রমশ শ্রমিকদের সমর্থন হারায় বামেরা। যার প্রমাণ ভোটবাক্সে মিলেছে বারবার। বিষয়টি বুঝতে পেরেই হয়তো এতদিন পর ঘুম ভেঙেছে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান দেওয়া পার্টির। আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এবার সমাবেশ ডেকেছে সিটু।

রাজ্যে বাম সরকারের পতনের পর সম্ভবত দ্বিতীয়বার মূলত শ্রমিকদের ইস্যুগুলি সামনে রেখে ব্রিগেড ভরাতে চলেছে বামেরা। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে চাকরিহারা শিক্ষকদের ইস্যু, কিংবা দেশে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে হইচই হতেই শ্রমিকদের দাবিগুলি তুলে ধরতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সিটু। ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে ছোট ছোট পথসভা, মিছিলে জোর দেওয়া হয়েছে। রবিবার ছিল সিটুর ফিশ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন। রেগুলেটেড মার্কেট কমপ্লেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৩৫ জনের নতুন কমিটি গঠন হয়। সেখানেও ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা দুর্নীতি ইস্যুর সামনে সবটাই যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

যদিও একথা মানতে নারাজ সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তাঁর ব্যাখ্যা, 'শিক্ষা দুর্নীতি, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ আমরা করবই। ব্রিগেড সমাবেশের প্রচারে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সভায় জোর দিয়েছি আমরা। বড় কোনও জমায়েত করা হচ্ছে না মানেই প্রচার ফিকে হয়ে গিয়েছে এমনটা নয়।'

সমনের ব্যাখ্যা এমন হলেও বাস্তবে প্রচারের আলো থেকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে আসন্ন ব্রিগেড সমাবেশ। শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার কথাই ধরা যাক। একসময় এখানে কারখানা থেকে চা বাগান, সর্বত্র শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব ছিল সিটুর। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সেই প্রভাব অনেকটাই কমেছে। সূত্রের খবর, এবার ব্রিগেডে শিলিগুড়ি থেকে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে সিটুকে। কিন্তু ভাঙলেও মচকাতে চান না দার্জিলিং জেলার সিটু নেতারা। তাঁদের দাবি, ইতিমধ্যেই বিগ্রেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য প্রায় আড়াই হাজার সদস্যের বাস এবং ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে।

সিটুর জেলা সভাপতি মোহন পান্ডা বলেছেন, 'পথসভার মাধ্যমে আমরা সমাবেশের প্রচার চালাচ্ছি। প্রচুর শ্রমিক আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। দার্জিলিং জেলা থেকে সমাবেশে তিন হাজারের বেশি সদস্য যোগ দেবেন বলেই আশা করছি।'

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে দলের শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনের শক্তি বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে সিপিএম। ভোটের আগে সিপিএম আর ব্রিগেড সমাবেশ করবে কি না জানা নেই। এই ব্রিগেড থেকেই লাল ঝান্ডার দল নির্বাচনের বাদ্যি বাজাতে চলেছে, তা আন্দাজ করাই যাচ্ছে। আর সেখানেই কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুরদের সমর্থন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বাম দলটি। সেই চেষ্টা কতটা সফল হয় তা বোঝা যাবে ২০ এপ্রিল।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। ইসলামপুরে দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন শুভজিৎ চৌধুরী।

নিয়ম মেনে কিছুই হয় না

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

ইসলামপুর, ১৩ এপ্রিল : সূর্য তখন মধ্যগগনে। অর্থাৎ ঘড়িতে ১২টা বাজে। অথচ তখনও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজায় তালা ঝুলছে। আশপাশে কারও দেখা নেই। রাস্তার পাশে এক দোকানি আনোয়ারি খাতুনকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে এক কর্মী এসে পাঁচ মিনিটের জন্য খুলে আবার বন্ধ করে চলে গিয়েছেন।'

ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিমরুল্লা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিত্যদিনের ছবিটা এমনই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই দোকানে বসে ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা দিল মহম্মদ। এখানে পরিষেবা কেমন? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি পালটা প্রশ্ন করেন, 'এখন ঘড়িতে ক'টা বাজে?' তাঁকে সময় জানাতেই দিল বললেন, 'এই হল পরিষেবা।' তারপর নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র কখন খোলা হয়, কখন বন্ধ হয় ইত্যাদি। কোনও কোনও দিন এমনও হয়, আদৌ খোলা হবে কি না তার কোনও গ্যারান্টি থাকে না। এমতাবস্থায় চিকিৎসার জন্য স্থানীয়দের ছুটতে হয় ইসলামপুরে। অন্যথায় ভরসা কোয়াক ডাক্তার!

যদিও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমজিৎ ঘোষ সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'সোমবার থেকে ফাইলেরিয়ার ওষুধ খাওয়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। তাই কয়েকজন কর্মী ফিল্ডে আছেন।' তবুও প্রশ্ন ওঠে, কয়েকজন কর্মী ফিল্ডে থাকলেও অন্তত একজন কর্মীকে দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু রাখা যেত না? এর কোনও জবাব মেলেনি।

ইসলামপুর শহর লাগোয়া আর একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে অজিতবাস কলোনিতে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও) দেবলীনা মোদক একা বসে রোগী দেখছেন। আর কোনও কর্মী ছিলেন না। এখানকার পরিষেবা কেমন? স্থানীয় বাসিন্দা রবি রায় বললেন, 'কী আর বলব! যখন ইচ্ছে তখন খোলা হয়। আবার যখন তখন বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তাহে রবিবার বাদেও বৃহস্পতিবার এবং শনিবার বন্ধ রাখা হয়। লোকজন এসে ঘুরে যায়।'

নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে শুধুমাত্র রবিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও দুইদিন কেন বন্ধ রাখা হচ্ছে? সিএইচও দেবলীনার কথায়, 'এই দুইদিন বিভিন্ন মিটিংয়ে যেতে হয়। তাই বন্ধ রাখতে হচ্ছে।' এখানে পরিষেবা যে অনিয়মিত, তা সিএইচও'র কথা থেকেই স্পষ্ট।

ব্লকে সবমিলিয়ে ৫১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এগুলির মধ্যে ৫-৬টি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন পর্যন্ত নেই। বাড়ি ভাড়া নিয়ে অথবা গ্রামের কোনও স্কুলে চলছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। এছাড়া প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেশার এবং সুগার মাপার ব্যবস্থা, ওষুধ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই অভিযোগ আসে, ব্লকের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুগার মাপার কিট নেই। প্রেশারের ওষুধও পাওয়া যায় না।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সমস্ত বিষয়টি জানেন। তাঁর বক্তব্য, 'যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ভাড়াবাড়ি এবং স্কুলে চলছে সেগুলির নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। তার অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।' কিন্তু কবে ভবন তৈরি হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট জবাব তিনি দেননি।

এদিকে সুগার মাপার কিট, প্রেশারের ওষুধ না থাকার বিষয়টিতে হিমজিতের সাফাই, 'হঠাৎ চাহিদা বেড়ে গেলে জোগানের সমস্যা দেখা যায়। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হয়।' স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সময়মতো খোলা, এমনকি নিয়মিত খোলা রাখার বিষয়টিও খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। হিমজিৎ আশ্বাস দিলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির হাল কি আদৌ ফেরানো সম্ভব হবে? প্রশ্ন রয়েই গেল।

ডিমরুল্লা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

সুগার মাপার কিট নেই

- ডিমরুল্লা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা খোলা হয় যখন-তখন
- অজিতবাস কলোনি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রেও একই অবস্থা
- ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাফাই, ফাইলেরিয়ার ওষুধ খাওয়ানোর কাজে কয়েকজন ফিল্ডে আছেন
- ব্লকে ৫১টির মধ্যে ৫-৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিজস্ব ভবন নেই, বাড়ি ভাড়া নিয়ে বা গ্রামের স্কুলে চলছে
- স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুগার মাপার কিট নেই, পাওয়া যায় না প্রেশারের ওষুধও

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেলাশেষে। কোচবিহারের তোর্ষা নদীতে ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দেবনাথ।

মদের আসরে প্রতিবাদ, মার দুই তরুণকে

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : মহানন্দার চরে বসছে মদের আসর। আর সেই আসরের প্রতিবাদ করায় দুই তরুণকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকায়। আহত দুই তরুণকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা রয়েছে। তাঁদের দুজনেরই মাথায় চোট লেগেছে বলে খবর। আহত ওই দুই তরুণের নাম মণীশ সরকার ও কার্তিক সরকার। আহত তরুণ জানিয়েছেন, শনিবার রাতে তাঁরা চড়কপুজোর রীতি মেনে জ্যোতিনগরের মহানন্দা নদীর চরে হাত-পা ধোয়ার পর বসে ছিলেন। স্থানীয় কয়েকজন তরুণ ওই সময় চরে মদের আসর বসিয়েছিল। প্রথমে তাঁদের দিকে প্লাস্টিকের বোতল ছোড়ে ওই অভিযুক্তরা। প্রতিবাদ করায় অভিযুক্তরা তাঁদের মারধর করে। এদিকে, মারপিটের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কার্তিক ও মণীশের বন্ধুরা। তাঁদের দেখে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

এদিকে, ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে গভীর রাতে খালপাড়া ফাঁড়ি ঘেরাও করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে খবর। যদিও ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বসে নেই অপরপক্ষও। তাঁরাও মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছে।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ওখানে মূলত একপক্ষ শৌচকর্ম করছিল। আর একপক্ষ সেটা না করতে বলে। সেটা নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

হাসপাতালে ভর্তি কার্তিক ও মণীশের সঙ্গে এদিন দেখা করতে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। মদের আসর নিয়ে শংকর শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেবকে নিশানা করে বলছেন, 'নদীর তীরে মদের আসর বসছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শহরের পরিস্থিতি কী? মেয়র শুধু পাড়ায় ঘুরে কর্মসূচি করছেন। বাইরের কোনও খবর রাখছেন না।'

যদিও গৌতমের দাবি, 'ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টা নিয়ে আমি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। নববর্ষের পর আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করব।' শনিবার রাতে যাবতীয় ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। মণীশের আত্মীয় অজিত সরকার বলেন, 'মণীশ ও কার্তিক দুজনেই চড়কপুজোর কিছু কাজ সেরে মহানন্দার চরে বসেছিল। এমন সময়ই ওই তরুণরা ঝামেলা শুরু করে। প্লাস্টিকের বোতল ওরা ছোড়ার পর মদের বোতলও ছোড়ে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতও করে মণীশ ও কার্তিককে।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আহত দুই তরুণ।

অর্ধেক ডিমে 'পুষ্টি' খুদেদের

ক্রান্তি, ১৩ এপ্রিল : থালা নিয়ে আনন্দপুর বস্তির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসেছিল এক খুদে। মুখে মুখে একটু পড়াশোনা করেই দিদিমণির কাছে তার অনুনয়, 'খিদে পেয়েছে। খেতে দাও।' দিদিমণির চোখ ততক্ষণে ছলছল করছে।

গত এক সপ্তাহ ধরে চাল, ডাল কিছুই নেই কেন্দ্রে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বিস্কুট আর মুড়ি দিয়ে ততক্ষণে খুদের খিদে মেটাতে ব্যস্ত তিনি। আরেকটু পরে কেন্দ্রে জড়ো হল আরও কিছু কচিকাঁচার দল। অর্ধেক করে সেদ্ধডিম নিয়ে সকলে চলে যাবার পর সেন্টার বন্ধ করার ফাঁকে কেন্দ্রের কর্মী আনোয়ারা বেগম বললেন, 'খুব কষ্ট লাগে জানেন তো। ভাত বা খিচুড়ির খিদে কি আর এইটুকু খাবারে মেটে? অনেকসময় তাই নিজে থেকে মুড়ি বা বিস্কুট নিয়ে আসি।'

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। অর্ধেক কেন্দ্রে শিশুদের প্রাপ্য খাবার কোথাও এক সপ্তাহ আগে আবারও কোথাও ১০ দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। খাদ্যসামগ্রী না আসায় মিড-ডে মিলে শুধু অর্ধেক ডিম জুটছে হতদরিদ্র ঘরের শিশুদের। প্রায় ৪০টি কেন্দ্রে শিশুদের খাদ্যসামগ্রী অনিয়মিত কেন, তা নিয়ে খোঁজখবর শুরু হওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। মালের সিডিপিও সায়ক দাস রবিবার বলেন, 'ইতিমধ্যেই খাদ্যসামগ্রী পাঠানো শুরু হয়েছে। যে সমস্ত কেন্দ্রে খাবার নেই সেগুলিতেও আগামীকালের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান অভিভাবকরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে প্রতি মাসে চাল ও ডাল সরকার থেকে সরবরাহ করা হয়। বাকি খাদ্যদ্রব্যের জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়। অভিযোগ, রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক কেন্দ্রে প্রায় সময়ই খাদ্যসামগ্রী থাকে না। ফলে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির জোগান ঠিকমতো মেটে না।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মিড-ডে মিল নিতে আসা যোলোঘরিয়ার এক শিশুর অভিভাবক জুলিতা এক্কার কথায়, 'আমাদের মতো নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের আমরা ঠিকমতো পুষ্টির জোগান মেটাতে পারি না। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর ওপর আমাদের ভরসা বেশি। কখনও সাদা ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ ডিম আবার কখনও শুধু ডিম দেওয়া হয়।'

অপুষ্টিতে যাতে শিশুরা না ভোগে সেজন্য প্রতি মাসে ছাতু পাওয়ার কথা। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, ক্রান্তি ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নিয়ম করে প্রতি মাসে সেই ছাতু মেলে না। রাজাডাঙ্গার খুলনাই ক্যাম্প এলাকার এক কেন্দ্রের কর্মী জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে শেষবার ছাতু পেয়েছেন। এক সপ্তাহ ধরে তাঁর কেন্দ্রে চাল নেই। একই বক্তব্য উত্তর মাঝগ্রাম, ধলাবাড়ি, আনন্দপুর, বারোঘরিয়া সহ একাধিক এলাকার কর্মীদের। রাজাডাঙ্গার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, খাবার না থাকায় বহুক্ষেত্রে অভিভাবকদের অভিযোগের মুখে পড়তে হয়। অথচ এই বিষয়ে তাঁদের কিছুই করার থাকে না। খাবার শেষ হয়ে গেলে অন্তত ৩-৪ দিন শুকনো খাবার দিতে হয়।

রাজাডাঙ্গার খেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রুমা বানু একরাশ বিরক্তি ও হতাশার সুরে বলেন, 'আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা ঘরের শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। অথচ মাঝেমধ্যেই চাল-ডাল না থাকায় খিচুড়ি বা ভাতের পরিবর্তে শুধুমাত্র ডিমসেদ্ধ দেওয়া হয়।' যোলোঘরিয়ার বাসিন্দা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ ওরাওঁ বলেন, 'এই সমস্যাটা শুধুমাত্র আজ বা কালের নয়। বহু সেন্টারে মাঝেমধ্যেই খাবার থাকে না। ভুক্তভোগী হতে হয় শিশু ও প্রসূতি মায়েদের।' ক্রান্তির জয়েন্ট বিডিও সুরজিৎ বিশ্বাসও বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

জোগান অনিয়মিত

- রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অর্ধেকেই নিয়মিত খাদ্যসামগ্রীর জোগান নেই
- মিড-ডে মিলে অর্ধেক সেদ্ধডিম দেওয়া হচ্ছে
- বিষয়টি জানার পরও ব্যবস্থা নেননি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন
- খোঁজখবর শুরু হতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে খাদ্যসামগ্রী পাঠানো শুরু

বিক্ষোভ কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৩ এপ্রিল : চাকরিহারা শিক্ষকদের লাঠি, লাথি মারার ঘটনার প্রতিবাদ জানাল কংগ্রেস। রবিবার শিলিগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান দলের নেতা-কর্মীরা। দুপুরে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের তরফে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। থানায় স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে এদিন একই কর্মসূচি নিয়েছিল কংগ্রেস। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকার বলেন, 'সরকারের দুর্নীতির কারণে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি চলে গিয়েছে। আর সেই সরকার পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে শিক্ষকদের লাঠিপেটা করাচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি যাতে বহাল থাকে তা রাজ্যকে সুনিশ্চিত করতে হবে।' এদিন কর্মসূচিতে ছিলেন সুবীন ভৌমিক, জীবন মজুমদার, রুমা নাথ প্রমুখ।

পথে এবিটিএ-ও

শিলিগুড়িতে যখন কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তখন নকশালবাড়িতে একই ইস্যুতে পথে নামে বাম প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। পানিঘাটা মোড়, বাসস্ট্যান্ড, ঘাটানি মোড়ে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যেরা। তাঁরাও দাবি করেন, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কারণেই এতজন শিক্ষক আজ চাকরিহারা। পাশাপাশি এদিন তাঁদের বক্তব্য ছিল, শিক্ষাকর্মীর অভাবে স্কুলের অফিশিয়াল কাজকর্ম লাটে উঠেছে। রাজ্যের স্কুলগুলো চরম সংকটে। পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলের প্রতি অনীহা তৈরি হচ্ছে। এদিন বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, শিলিগুড়ি মহকুমার সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল প্রমুখ।

সরকারি জমি 'হাতাচ্ছে' বেসরকারি স্কুলও

ইসলামপুর, ১৩ এপ্রিল : জমি মাফিয়ারা তো ছিলই। এবার সরকারি জমি, এমনকি নয়ানজুলি ভরাটের অভিযোগ উঠল বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধেও। রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের পর শহরতলির বিহার মোড় এলাকায় জমির দাম এখন আকাশছোঁয়া। সেখানকারই কোটি কোটি টাকার জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বেসরকারি স্কুল ও বিত্তশালীদের নোটিশ দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু তারপরেও বহালতবিয়তে জমি হাতানোর কাজ চলতে দেখা গেল। অবশ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের।

৩ এপ্রিল বিহার মোড়ের একটি বেসরকারি স্কুল সহ পাঁচ জবরদখলকারীকে ব্লক ভূমি দপ্তরের পক্ষ থেকে 'সরকারি জমির অবৈধ দখল' বিষয়ে নোটিশ ধরানো হয়। ৯ এপ্রিল তাদের শুনানির জন্য ডাকা হয়। সরকারি জমিগুলি ইলুয়াবাড়ি ও বলগুণা মৌজার অধীনে রয়েছে। যার একটি অংশ মাটিকুন্ডা-১ পঞ্চায়েত ও বাকি অংশ ইসলামপুর পঞ্চয়েতের অধীন। নোটিশের কপি সংশ্লিষ্ট পঞ্চয়েত প্রধানদের কাছেও ফরওয়ার্ড করে ভূমি দপ্তর। তবে রবিবার দেখা যায়, আইনি নোটিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্কুলের সামনের সরকারি জমি দখলে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সেখানেই চলছে পাকা পিলার তৈরির কাজ।

বিহার মোড় থেকে শ্রীকৃষ্ণপুরে ফোর লেনের ট্রাফিক পয়েন্ট পর্যন্ত রাজ্য সড়কের দুই পাশে সরকারি জমি দখল করে সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলা যেন জলভাতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নয়ানজুলি ভরাটের কারণে ভূমি দপ্তর জলাভূমি ভরাট আইনে এফআইআর দায়ের করেনি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট স্কুলের কোঅর্ডিনেটর বিজয় চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা নোটিশ পেয়েছি। ভূমি দপ্তরে সরকারি জমিতে কাজ বন্ধ রাখব বলে লিখিত দিয়ে এসেছি। আইন মেনেই সমস্ত কাজ হবে।'

তাহলে জমি দখল, নয়ানজুলি ভরাট করার আগে আইন মেনে তা করেননি কেন? এখনও সরকারি জমিতেই নির্মাণকাজ করছেন কীসের বলে? বিজয়ের মন্তব্য, 'সব বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুল আইনের বাইরে কিছু করবে না।' মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চায়না মোদকের দাবি, 'সরকারি জমি জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে দুই-তিনদিনের মধ্যে মাইকে প্রচার শুরু করব।' ইসলামপুর পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা পাল বলেন, 'যে কায়দায় জলাভূমি ও সরকারি জমি দখল হচ্ছে, তাতে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করবে বলেই আশা করছি। বুধবার পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নোটিশ ধরাব।' ব্লক ভূমি আধিকারিক ভুপেন্দ্র সুব্বার প্রতিক্রিয়া, 'স্কুল সহ একাধিক ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে শুনানির জন্য ডেকেছিলাম। তাদের সতর্ক করা হয়েছে।' জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা শেষ দেখে ছাড়ব।'

বেহাত

- রাজ্য সড়কের দুই পাশে সরকারি জমি দখল হয়ে যাচ্ছে
- ৩ এপ্রিল বেসরকারি স্কুল সহ পাঁচ জবরদখলকারীকে নোটিশ ধরানো হয়
- কিন্তু তারপরেও দখলদাররা দমেনি বলে অভিযোগ

'চুরি'র পর অনুশোচনায় আত্মহত্যার চেষ্টা তরুণের

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৩ এপ্রিল : মুখে কালো কাপড় বেঁধে ঘরে ঢুকেছিল চোর। হাতে ছিল লোহার একটি শাবল। কিন্তু বাড়ির মালিকের ঘুম ভেঙে যায়। চোরকে ধরে ফেলেন তিনি। চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় চোরের মুখের কালো কাপড় সরে যায়। বাড়ির মালিক চিনে ফেলেন পাশের গ্রামের সেই তরুণকে। তখন কোনওভাবে পালিয়ে যায় চোর। রবিবার সকালেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে যান বাড়ির মালিক। এদিকে পরিচয় জানাজানি হতেই এদিন সকালে ওই চোর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। এখন তার জীবন সংকটে। চিকিৎসা চলছে।

যে বাড়িতে চুরির চেষ্টা হয় সেই ব্যক্তির বাড়ি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের যোগেন্দ্রনগর গ্রামে। আর পাশের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামে বাড়ি অভিযুক্ত চোরের। এমন ঘটনায় এদিন শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। পুলিশ অবশ্য তদন্ত শুরু করেছে।

যোগেন্দ্রনগরে এই বাড়িতেই চুরির চেষ্টা হয়। রবিবার স্থানীয়দের জটলা।

যোগেন্দ্রনগরের ব্যাংডাকিপাড়ার বাসিন্দা পরমানন্দ বর্মন পেশায় টোটোচালক। তাঁর বাড়িতেই ঘটনাটি ঘটে। শনিবার মধ্যরাতে ওই বাড়িতে চুরির চেষ্টা চলে। পরমানন্দের কথায়, 'রাত দুটো নাগাদ ঘরের দরজায় কেউ চাপ দেয়। দরজার ছিটকিনি ভেঙে গেলে ভেতরে একজন ব্যক্তি ঢোকে। তার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। ঘরে আমি আর স্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে যাই।' এদিন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়েও কাঁপছিলেন তিনি। পরে বললেন, 'ওই ব্যক্তির হাতে একটি লোহার শাবল ছিল। হিন্দিতে বলছিল, টাকাপয়সা, সোনাদানা যা আছে বের করে দিতে। তখন আমি বলি, এসব তো এই ঘরে নেই। পাশের ঘরে আছে। তখন ওই ব্যক্তি সেই ঘরে চলে যায়। আমরাও যাই। স্ত্রী শোকেস খোলা শুরু করেন। এরই মধ্যে আমি সাহস করে চোরকে ধরে ফেলি। তখন আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি হতেই মুখের কালো কাপড় খুলে যাওয়ায় ওকে চিনে ফেলি।' তারপর দৌড়ে পালানোর সময় ঘটনার কথা কাউকে বললে সে খুন করার হুমকি দেয় বলে পরমানন্দের অভিযোগ।

কে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি? পরমানন্দ বললেন, 'ওর ব্যক্তির বয়স প্রায় ৩০ বছর। ওর বাড়ি কলাবাড়িয়া গ্রামে। সে যে এভাবে আমার ঘরে চুরি করতে আসবে তা ভাবতেই পারছি না।'

এদিন সকালে পরমানন্দ চলে যান সোনাপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে। সেই খবর পেয়ে যায় ওই ব্যক্তিও সেখানে যায়। তখন নিজের ঘরেই সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। তবে দিনের বেলা এই ঘটনা ঘটায় পরিবার ও আশপাশের লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে নিয়ে যায় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হলে এখন তার চিকিৎসা চলছে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির এক নিকটাত্মীয় ফোনে বলেন, 'রাতের ঘটনাটি কীভাবে হল তা আমরা বলতে পারছি না। এখন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। সুস্থ হলে পরে ওর মুখ থেকেই ঘটনার কথা জানা যাবে। এখনও ওর জ্ঞান ফেরেনি।'

এদিকে অভিযোগ পাওয়ার পর পরমানন্দের বাড়িতে এদিন তদন্তে আসে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির শারীরিক পরিস্থিতিও খোঁজ নিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না সেটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পরে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

তবে এমন ঘটনা চাউর হতেই এদিন পরমানন্দের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের জটলা দেখা যায়। আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনার কথা জেনেই অবাক হচ্ছেন। স্থানীয় ধনঞ্জয় বর্মনের কথায়, 'এভাবে পাশের গ্রামের ওই ব্যক্তি যে চুরি করতে আসবে, তা ভাবাই যাচ্ছে না। আবার সেই চোর এদিন আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। চুরির ঘটনা তো অনেক ঘটে। তবে এরকম ঘটনা আগে কখনও এই এলাকায় হয়নি বা অন্য কোথাও শুনিনি।'

আজ উদ্বোধন

সোমবার নববর্ষের প্রাক সন্ধ্যায় কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নতুন বছরে কালীঘাটে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য উপহার হিসেবে খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কাইওয়াকের দরজা।

প্রেমিক খুন

প্রেমিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে খুন হলেন জগদীশপুরের সেনপাড়ার বাসিন্দা। প্রেমিকার বান্ধবীর প্রেমিক ঘটনায় অভিযুক্ত। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে লিলুয়া থানার পুলিশ।

নতুন বছরে স্বস্তি

পয়লা বৈশাখে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা নেই রাজ্যে। সোমবার ও মঙ্গলবার ঝড়-বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে পাহাড়ের উত্তরের জেলাগুলিতে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

রহস্যজনকভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বেতন নিয়ে দোলাচলে প্রধান শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়া নিয়ে দিশাহারা রাজ্যের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। রবিবার কলকাতায় জরুরি বৈঠক সেরে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস (এএসএফএইচএম) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগ্য চাকরিহারাদের বেতন রিকুইজিশন 'আইওএসএমএস' পোর্টালে আপলোড করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (ডিআই)। তাঁদের লিখিতভাবে চিঠি দেবেন বিদ্যালয়ের প্রধানরা এবং সেই চিঠির কপি স্কুল শিক্ষা কমিশনার ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকেও মেলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এপ্রিলের বেতন প্রদান নিয়ে এখনও ধন্দে ভুগছেন বিদ্যালয় প্রধানরা। প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযোগ করেন, তাঁদের কাছে শাসকদলের নেতাদের থেকে ক্রমাগত চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে প্রবেশ এবং বেতন বন্ধ না করার হুমকি আসছে। বিরোধীপক্ষ প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হুমকি দিচ্ছে, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে চাকরিহারাদের স্কুলে প্রবেশ করতে দিলে তাঁদের ওপর আরটিআই এবং আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে। অথচ স্কুল শিক্ষা দপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানানো হলেও বিদ্যালয় প্রধানদের কাছে কোনও উত্তর আসেনি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যদি কেউ চাকরিহারাদের হাজিরা খাতায় সই করান বা বেতন দেন, তাহলে তিনি আদালত অবমাননার মুখোমুখি হবেন। ফলে বিভ্রান্তি এড়াতে আইনজীবী অঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আইনজীবী সিদ্ধার্থশংকর মণ্ডলের দ্বারস্থ হয়েছে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগঠন এএসএফএইচএম। সংগঠনের তরফ থেকে সভায় উপস্থিত প্রায় ৫ হাজার বিদ্যালয় প্রধান এদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের উত্তরের জন্য ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে কোনও উত্তর না এলে তাঁরা আইনি ব্যবস্থা মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।

এএসএফএইচএম সংগঠনের তরফ থেকে অন্যান্য প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার সংগঠনের কাছে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধও করা হবে বলে জানালেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি। তিনি দাবি করেন, 'শীর্ষ আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে যোগ্যদের পুনর্নিয়োগ করুক রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। শূন্যপদগুলিতেও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হোক।'

কংগ্রেসের থানা ঘেরাও

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : কসবা ডিআই অফিসে চাকরিহারাদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে রাজ্যজুড়ে 'থানা ঘেরাও' কর্মসূচি করল প্রদেশ কংগ্রেস। লাথি কাণ্ডে বিতর্কিত এসআই রিটন দাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। কলকাতার মুচিপাড়া, নিউ আলিপুর, আমহার্স্ট স্ট্রিট, টালা থানা সহ একাধিক থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান কর্মী-সমর্থকরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'অবিলম্বে ওই অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে ক্লোজ করতে হবে।'

অনশন প্রত্যাহার, আজ থেকে লাগাতার কর্মসূচি

যোগ্য তালিকা এসএসসির

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : রবিবার 'যোগ্য' চাকরিহারাদের তালিকা স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে ই-মেল করে পাঠাল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। এদিন সকালে অনশন শুরুর চারদিনের মাথায় এসএসসি ভবনের সামনে থেকে অনশন প্রত্যাহার করলেন 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'-এর প্রতিনিধি তিন শিক্ষক। সোমবার থেকে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। ফলে চাকরিহারাদের আন্দোলন এবার কোন দিকে যাবে, সেই দিকেই তাকিয়ে শিক্ষামহল।

বিকাশ ভবনে গত শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে চাকরিহারাদের বৈঠকে এসএসসির চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন, যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা তৈরির কাজ রবিবারের মধ্যে শেষ করা হবে। সেই আশ্বাস অনুযায়ী রবিবার এসএসসি সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীর নাম, স্কুলের নাম সহ বিস্তারিত তথ্য দিয়ে 'যোগ্য'দের তালিকা শিক্ষা দপ্তরকে পাঠিয়েছে।

স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, তালিকা অনুযায়ী যোগ্য চাকরিহারার সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। রবিবার সকালে এসএসসি ভবনের বাইরে আচার্য সদন থেকে অনশন শুরুর চারদিনের মাথায় চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস, পঙ্কজ রায় এবং প্রতাপ রানা অনশন-বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, শনিবার রাত ১টা ৩০ নাগাদ সুমন বিশ্বাস অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশের কোনও সাহায্য পাননি। তখন সতীর্থরা মিলে সুমনকে সল্টলেক মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, তাঁর ডানদিকের কিডনিতে সমস্যা রয়েছে। তাই অনশন ভঙ্গ করার পরামর্শ দেন তাঁরা। প্রতাপ রানা বলেন, 'এখানে আমাদের মাথার ওপর ত্রিপলটুকু নেই। পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাইনি। বিশেষ রাজনৈতিক দলের বাইক বাহিনীর দাপাদাপি চলছে। তাই আপাতত আন্দোলন স্থগিত রাখছি।' অনশনকারী সুমন বিশ্বাস বলেন, 'জেলায় জেলায় আন্দোলন হবে। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করব। আমাদের কেউ জল দিয়ে সাহায্য করতে এলেও বাধা দিচ্ছে পুলিশ।' এই মর্মেই তিন শিক্ষক আপাতত অনশন তুললেও পরবর্তী ক্ষেত্রে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

ওয়াই চ্যানেলে অবস্থানরত 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ' তাদের পরবর্তী দিল্লি অভিযানে আইনি সহযোগিতার জন্য আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারপতিদের সোমবার বিকাল ৫টা নাগাদ সমবেত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। তাঁরা ১৬ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রবিবার। ১৬ এপ্রিল দিল্লির যন্তরমন্তরে তাঁরা ধর্না অবস্থান করবেন। ১৭ এপ্রিল চাকরিহারাদের একাংশ ওয়াই চ্যানেল থেকে সরকারি কর্মীদের ব্যাজ প্রদান করবেন। সেই ব্যাজ পরেই চাকরিহারারা নিজেদের কর্মস্থলে কাজ করবেন এবং আন্দোলন করবেন। ২২ এপ্রিল দুপুর ১২টায় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁরা রাজভবন অভিযান করবেন শিয়ালদা থেকে। ২৩ ও ২৮ এপ্রিল চাকরিহারারা রাস্তায় রাস্তায় পথসভা আয়োজন করবেন। ১ থেকে ৭ মে ওয়াই চ্যানেলে রিলে অনশন হবে।

এর মধ্যেই এসএসসি স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি চারটি বিভাগেই যোগ্য তালিকার নাম পাঠালে চাকরিহারাদের একাংশ ক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা এসএসসির কাছে থাকলেও এতদিন পরে তারা সেই তালিকা প্রকাশ কেন করল?' কিছু চাকরিহারা এসএসসির এই তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড ননটিচিং ফোরাম ২০১৬' -এর তরফে সোমবার বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। চাকরিহারাদের একাধিক সংগঠন পৃথকভাবে আন্দোলনে নামায় সেই আন্দোলন কতটা দানা বাঁধবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

দ্বিতীয় দিনে চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জীবনের গল্পে বহুরূপীর সাজে

শিবেরও জল তেষ্টা পায়। নদিয়ায়। একঝাঁক জীবন্ত দেবদেবী কালীঘাটে। রবিবার। - পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্র

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিকের মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রাথমিকে মাথাপিছু ৫৯ পয়সা এবং উচ্চপ্রাথমিকে মাথাপিছু ৮৮ পয়সা বৃদ্ধি করা হল। 'পিএম পোষণ প্রকল্প' অনুযায়ী এই বছরের ১ মে থেকে এই নীতি প্রয়োগ করা হবে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণির ক্ষেত্রে।

শ্রম ব্যুরো দ্বারা প্রদত্ত 'ভোক্তা মূল্যসূচক-গ্রামীণ শ্রমিক' (সিপিআই-আরএল) ব্যবহার করে যে মুদ্রাস্ফীতির তথ্য বর্তমান বাজারে পাওয়া গিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষামন্ত্রক 'উপাদান খরচ' বাবদ বরাদ্দ ৯.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করল। এই বৃদ্ধির কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ৯৫৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত খরচ বহন করবে বলেই অনুমান করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রাথমিকের মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬ টাকা ১৯ পয়সা ও উচ্চপ্রাথমিকের জন্য ৯ টাকা ২৯ পয়সা। এবার এত কম বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে আদৌ শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে কি না, সেই নিয়েই সংশয় জানিয়েছে শিক্ষামহলের একাংশ।

মোদির সফরের পরই নবান্ন অভিযান

তৃণমূলের সংখ্যালঘু তাসকে চ্যালেঞ্জ পদ্মের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু তাসকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রধানমন্ত্রীকে মাঠে নামাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, ২৪ এপ্রিল রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, রাজ্য সফরে এসে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গায় প্রকাশ্য সভা করতে পারেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরিহারাদের সমর্থনে নবান্ন অভিযানের ঘোষণা করবে রাজ্য বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। এদিন এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে দুষে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার রানি রাসমণি পর্যন্ত মিছিল করল বিজেপি। মিছিল শুরুর আগে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঐক্যের ছবি তুলে ধরতে কলেজ স্কোয়ারের মঞ্চে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়ালেন দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী।

মিছিলের ইস্যু চাকরি চুরির জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক অশান্তি ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু তোষণকে দায়ী করে পালটা আক্রমণই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় সুর চড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। কিন্তু তা সামলাতে যদি রাজ্যকে বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকতে হয়, তাহলে রাজ্যের সরকার থাকার কী দরকার?'

বিজেপির হিন্দু ভোট কেটে তৃণমূলকে জিততে সুবিধা করে দেয় বলে বরাবর সিপিএমকে দুষে থাকে বিজেপি। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের মৃত্যুর ঘটনায় সিপিএমকে কটাক্ষ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সেলিম চাচা দেখুন, ওরা সিপিএম করত। তা সত্ত্বেও ওদের খুন করা হয়েছে। তার একমাত্র কারণ ওরা হিন্দু। এর থেকেই প্রমাণ হয়, হিন্দুদের পেটের চেয়ে ধর্মীয় সুরক্ষা অনেক বেশি দরকার।'

> প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তিনি ফিরে যাওয়ার পরেই দলের কোর কমিটি বসে নবান্ন অভিযানের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

স্থানীয় মানুষের দাবি, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার নামে জেলায় যখন লুঠতরাজ ও অশান্তি চলছিল, সেই সময় সামশেরগঞ্জে নিজের এলাকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হরগোবিন্দ ও তাঁর ছেলে চন্দন। তার জেরেই তাঁদের নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণকে সামনে রেখে রাজ্যে হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে সওয়াল করেছিল বিজেপি।

এবার মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর, সেই হাতিয়ারে শান দিতে মরিয়া বিজেপি। হরগোবিন্দ ও চন্দনের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে ১৬ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে হিন্দু শহিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল বিজেপি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সিএএ ও এনআরসির মতো ইস্যুকে হাতিয়ার করে '২১-এর বিধানসভায় বিজেপির বঙ্গ জয়ের স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছিলেন মমতা। এবার '২৬-এর বৈতরণি পার হতে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতাকে হাতিয়ার করতে চলেছে তৃণমূল। তাতেই অশনিসংকেত দেখছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণেই হিন্দু ভোট একজোট করার ডাক দিলেও, রামনবমী বা হনুমান জয়ন্তীর মতো ধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে এরাজ্যে তা করা সম্ভব হবে না বুঝেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে লক্ষাধিক চাকরিহারা পরিবার ও বঞ্চিত আশা, আইসিডিএস কর্মীদের পাশে টেনে রাজ্যের ক্ষমতা দখলে ৫ শতাংশের ম্যাজিক ফিগারকে নিশ্চিত করতে চায় বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই সরকার বিরোধী আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে মে মাসে নবান্ন অভিযানের সলতে পাকানো শুরু করেছেন শুভেন্দু।

এদিন কলেজ স্কোয়ারের মঞ্চ থেকে রাজ্য সভাপতিকে পাশে নিয়েই শুভেন্দু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তিনি ফিরে যাওয়ার পরেই দলের কোর কমিটি বসে নবান্ন অভিযানের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে।'

সূত্রের মতে, রাজ্য সফরে এসে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রীর সাফাই এরাজ্যের সংখ্যলঘু ভোটে বিশেষ নড়চড় হবে না। কিন্তু এই আবহে রাজ্যে এসে প্রকাশ্য সভা থেকে চাকরিপ্রার্থী ও আরজি কর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী কোনও আশ্বাস দিলে রাজ্যে দলের সরকার বিরোধী আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগতে পারে।

কুমোরটুলিতে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। রবিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বিএলএ তালিকায় ক্ষোভ তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ নিয়ে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে আইপ্যাককে নিয়ে চাপা ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। চাকরি বাতিল ও ওয়াকফ আইন ইস্যুতে এমনিতেই শাসকদল চরম অস্বস্তিতে। তার মধ্যে আবার দলের অন্দরের এই লড়াইয়ে নতুন করে দলীয় নেতৃত্বের বিপাকে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দলের নেতাদের নেমে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তৃণমূলের পরামর্শদাতা 'আইপ্যাক' দলের নেতাদের এই কাজে লাগাতে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে জেলায় জেলায় এই কাজের নেতৃত্ব দিতে বিএলএ (ব্লক লেভেল এজেন্ট)-দের নামের তালিকার কথা জানিয়েছে আইপ্যাক।

ওই তালিকায় বহু জেলায় বিএলএ হিসাবে তৃণমূলের জেলা সভাপতির নাম থাকলেও উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার সহ দু'তিনটি জেলায় স্থানীয় বিধায়কদের নাম দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রেও দু'তিনটি জেলায় ওই তালিকায় জেলা সভাপতিদের নাম নেই। এই নিয়ে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে প্রায় সর্বত্রই। যার বহিঃপ্রকাশ রবিবারই দেখা গিয়েছে আলিপুরদুয়ারে। যদিও তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব জানাচ্ছেন, আইপ্যাকের তালিকাই চূড়ান্ত নয়।

জেলায় জেলায় আইপ্যাক বিএলএ-দের নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে সবাইকে দায়িত্ব ও কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে মিটিং করার কাজ শুরু করেছে। এদিন এই সংক্রান্ত বৈঠক আলিপুরদুয়ারে আইপ্যাক ডাকলেও তা মোটেই সফল হয়নি বলে জেলার তৃণমূল নেতাদের একাংশের দাবি। আলিপুরদুয়ার জেলার তৃণমূলের সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক হলেও ওই জেলায় বিএলএ হিসাবে স্থানীয় বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের নাম থাকা নিয়েই দলের মধ্যে চাপা ক্ষোভ চরমে ওঠে। এদিন বৈঠক শেষপর্যন্ত অনেক দেরিতে শুরু হলেও মাঝপথে জেলার শীর্ষ নেতা সৌরভ চক্রবর্তী, মৃদুল গোস্বামীর মতো লোকেরা সভা ছেড়ে চলে যান।

তবে দলের খবর, জেলায় দলের সভাপতি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় বিধায়ককে বিএলএ করা হল কেন, তা নিয়েই এখন চাপা ক্ষোভ চরমে। ওই স্থানীয় বিধায়ক এখনও সরকারিভাবে বিজেপির বিধায়ক। তাঁকে কেন দলীয় সংগঠনে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়েই ক্ষোভ দলের অন্দরে।

যদিও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ মজুমদার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'বিএলএ-র ওই তালিকা এখনও চূড়ান্তই হয়নি। যা চূড়ান্ত হয়নি তা নিয়ে মন্তব্য করারও কিছু নেই।'

সুকান্ত আজ বৈষ্ণবনগরে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : সোমবার মালদার বৈষ্ণবনগরে যাচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুরের মতো এলাকা থেকে বহু হিন্দু পরিবার মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছেন বলে দাবি বিজেপির। সেই ঘরছাড়া পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিতেই সোমবার বৈষ্ণবনগরে যাওয়ার কথা সুকান্তর। এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে উপদ্রুত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

বিজেপির অভিযোগ, গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল আশ্রিত সংখ্যালঘু মুসলিমদের সন্ত্রাসে ৪০০-র বেশি হিন্দু পরিবার মালদার বৈষ্ণবনগরের দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পার লালপুর হাইস্কুলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ঘরছাড়া এই হিন্দু পরিবারগুলি জীবন জীবিকা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিকবাহিনীর কাছে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এই পরিস্থিতিতে ঘরছাড়া পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিতে বৈষ্ণবনগরে যাচ্ছেন সুকান্ত।

হারিয়ে যাচ্ছে ফুটপাথের চৈত্র সেল

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : চৈত্রের শেষ রবিবার। সবেমাত্র দুপুরের খাওয়া সেরে দোকানে বসেই ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু তারা রামের। দোকানের পাশ থেকেই নির্লিপ্তভাবে হেঁটে এগিয়ে গেল উঠতি বয়সের একদল তরুণ-তরুণী। পায়ের আওয়াজ শুনেই ঘুম চোখে হাঁক দিলেন, 'বাবুরা কিছু নেবে?' কিন্তু তাঁর কথা কানেই তুললেন না কেউ। হাতিবাগান মোড়ের মুখে ফুটপাথেই পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন তারা রাম। বললেন, 'সামনেই বড় শপিংমল রয়েছে। আমাদের দোকান থেকে কি আর জিনিস কিনবে? সারাবছর তো ব্যবসা মার খাচ্ছে। তাই অন্য কাজও করতে হয়।'

আর একদিন পরেই বাঙালির নববর্ষ। সারা বছর পশ্চিমী পোশাকে অভ্যস্ত আমজনতা এই দিনটিতে বাঙালিয়ানায় মেতে উঠবে। আগে চৈত্র সেল মানেই গমগম করত হাতিবাগান, গড়িয়াহাটের শপিং লেনগুলি। তবে পয়লা বৈশাখের আগে শেষ রবিবার যেন বছরের অন্যান্য দিনের মতোই একপ্রকার সাদামাঠা কাটল হাতিবাগান ও গড়িয়াহাটের ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের। শপিংমল ও অনলাইন কেনাকাটায় অবলুপ্তির পথে ফুটপাথের চৈত্র সেল।

উত্তরে হাতিবাগান থেকে দক্ষিণের গড়িয়াহাটে রবিবারের দুপুরে ঢুঁ মেরে দেখা গেল সেই চেনা ছন্দ যেন নেই। ভিড় থাকলেও তা নেহাত দর যাচাইয়ের জন্য। অনেকেই দরদাম করে হয় চলে যাচ্ছেন, নয়তো সামান্য দরের জিনিসপত্র কিনছেন। মহিলাদের পোশাকসামগ্রী ও গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ঠায় বসে রয়েছেন গড়িয়াহাটের ব্যবসায়ী রাজকুমার মণ্ডল। বললেন, 'চৈত্র সেলের বাজার ১৫ দিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবছর তেমন উত্তেজনা নেই। আর মাত্র একদিন বাকি নববর্ষের। তবুও বাজার ফাঁকা। ১৭ বছর ব্যবসা করছি। ধীরে ধীরে চৈত্র সেলের বিষয়টাই হারিয়ে যাচ্ছে। শপিংমল ও অনলাইনে কেনাকাটার জন্য আমাদের ব্যবসা মার খাচ্ছে।'

হাতিবাগানের শাড়ি ব্যবসায়ী এসকে সাহার গলাতেও একই সুর। তিনি বললেন, 'এখন মহিলারা শাড়ি বেশি পরেন না, কিন্তু অন্য বছর নববর্ষে শাড়ির প্রচুর চাহিদা থাকে। অবাক হচ্ছি এবছর তাও নেই।' আর একটু এগিয়েই পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক নিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী আরবি সিং। তাঁর মন্তব্য, 'সোমবার চৈত্রের শেষ দিনে ব্যবসা খানিকটা ভালো হবে আশা করছি। আসলে আমার মনে হয়, মানুষের জীবনশৈলীর পরিবর্তনের কারণে তাঁরা কম দামে ফুটের দোকানের থেকে বড় দোকানে গিয়ে জিনস কিনতে চায়। এখন শপিংমলেও তো কম দামে ব্র্যান্ডেড চৈত্র সেলের জিনিস পাওয়া যায়।' পরিবার নিয়ে কেনাকাটা করতে গড়িয়াহাট এসেছেন নগেন শা। তাঁর দাবি, 'সারা বছর অনলাইনেই কেনাকাটা করি, কিন্তু চৈত্র সেলের ব্যাপারটাই আলাদা। নিজের চোখে পরখ করে কেনার জন্যই এই সময়টা দরদাম করে ফুটের জিনিস কিনতে ভালোবাসি।' পাশেই শপিংমলে ঢুকতে যাচ্ছিলেন রমা বেরা। বললেন, 'মলেও তো ভালো অফার দিচ্ছে। তাই পরখ করে সেখান থেকেই কিনে নেব। পরিবারের যারা দূরে থাকেন তাঁদের জন্য অনলাইনেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৪ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ চৈত্র ১৪৩১

কঠিন বাঁকে ঢাকা

ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা যতই থাক, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নয়াদিল্লির সঙ্গে তিক্ততাতেই বেশি আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। নিরুপায় ভারত তাই বাংলাদেশের ব্যাপারে এতকালের অনুসৃত লাইন বদলাচ্ছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি) জানিয়ে দিয়েছে, এখন থেকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশ আর অন্য দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না।

নেপাল-মায়ানমার-ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারতের কোনও ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন, বন্দর বা বিমানবন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না ঢাকাকে। ২০২০ সালের ২৯ জুন স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা এতদিন এই সুবিধা ভোগ করত। সাম্প্রতিক চিন সফরকালে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের একটি মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে নয়াদিল্লি এই ব্যবস্থা নিল বলে মনে করছে কেউ কেউ।

ইউনূস চিনে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতের উত্তর-পূর্বের সাত রাজ্য (যা সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত) পাহাড় এবং স্থলভাগে পরিবেষ্টিত। সমুদ্রপথে যাওয়ার কোনও উপায় নেই ওদের। সমুদ্রপথের রাজা বাংলাদেশ। সুতরাং ওই অঞ্চলে চিনা বাণিজ্যের বিস্তার হতেই পারে।' এতকাল চিন ভারতের উত্তর-পূর্বে বারবার নজর দিলেও প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। ইউনূসের কথায় পরিষ্কার, এবার ওই অঞ্চলে বাংলাদেশের নজর পড়েছে।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক এমনিতেই খারাপ। অন্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে দিল্লির এই নয়া পদক্ষেপ ভারত ও ঢাকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গত আট মাস ধরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি টালমাটাল। সেদেশে হিংসা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, সীমান্তে উত্তেজনার জন্য হাসিনার উসকানিমূলক ভাষণকেই দায়ী করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

অন্যদিকে, হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে ঢাকা চিঠি পাঠালেও নয়াদিল্লি এখনও সরাসরি কোনও উত্তর দেয়নি। বিমস্টেক সম্মেলন চলাকালীন পার্শ্ববৈঠকে মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নানা বিষয়ে কথা হলেও ইউনূস ঘুরেফিরে হাসিনার প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গ তুলেছেন বলে জানা গিয়েছে। এতে বোঝাই যায়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ভালো করার চেয়ে ঢাকার নজর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে। যে কারণে চিন যাওয়ার আগে ইউনূস ভারতে আসতে চাইলেও নয়াদিল্লি সাড়া দেয়নি।

চিকিৎসা থেকে শুরু করে কেনাকাটা, পর্যটন ইত্যাদি সবেতে বাংলাদেশের মানুষের গন্তব্য সাধারণত কলকাতা, শিলিগুড়ি অথবা দিল্লি। অথচ যত দিন যাচ্ছে, ভারত-বিরোধী মনোভাব বাড়ছে বাংলাদেশে। সেদেশে বিদেশমন্ত্রক ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে উষ্মা প্রকাশ করতে দ্বিধা করছে না। কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব ঢাকা গিয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, বিদেশসচিব প্রমুখের সঙ্গে কথা বলে এলেও সম্পর্কের বরফ খুব একটা গলেনি।

বরং ভারতের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কথাবার্তায় লাগাম নেই বাংলাদেশে। এখন অন্তর্বর্তী সরকারও খুব স্বস্তিতে নেই। কেননা, অগাস্টের পরিস্থিতি আর নেই। সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ-জামান প্রয়োজনে সামরিক শাসনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন পরোক্ষে। অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যেও ফাটল স্পষ্ট হচ্ছে। বিএনপি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় সংসদ নির্বাচন চাইছে। আওয়ামি লিগকেও লড়তে দেওয়ার পক্ষে বিএনপি।

কিন্তু ইউনূসরা সংস্কারের জিগির তুলে নির্বাচন ২০২৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে সচেষ্ট। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতাদের একাংশ আবার নতুন রাজনৈতিক দল গড়েছেন। তাঁরা আওয়ামি লিগকে ভোটে লড়তে দেওয়ার বিপক্ষে। জামায়াতে ইসলামির লক্ষ্য আবার দেশে ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা। তারাও সংস্কারপর্ব শেষ করেই নির্বাচন করার পক্ষপাতী বলে নানা মুনির নানা মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
আওয়ামি লিগের শাসনে নয়াদিল্লি-ঢাকা দু'-একটি বিষয় ছাড়া বোঝাপড়া ছিল। এখন ইউনূস বেশি গদগদ পাক-চিন নিয়ে। অথচ রূঢ় বাস্তব হল, ভারত পাশে না থাকলে হাঁড়ির হাল হতে পারে বাংলাদেশের। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি না করলে, আখেরে ক্ষতি ঢাকারই।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব। -ভগবান

শিক্ষায় এ কেমন মুলো ঝোলানো ইয়ার্কি

বাংলায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই যে অভাবনীয় দুর্নীতি হয়েছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী কি জানতেন না?

তুষারকান্তি বিশ্বাস

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সমাবেশে আগামী বছরে বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির পসরা খুলে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত, চাকরিহারাদের নিয়ে যে ভোটের রাজনীতি শুরু হয়েছে, সভায় মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়াটা তারই অংশ। আবেগকে সম্বল করে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, অযোগ্য চাকরি প্রাপকদের পাশেই আছেন তিনি।

তাঁর বক্তব্যের সিংহভাগজুড়ে সেটা বারবার প্রকাশও করেছেন মমতা। জানিয়েছেন, প্রথমে যোগ্য শিক্ষকদের বিষয়টা দেখবেন, তারপর অযোগ্যদের। এইখানে প্রশ্ন উঠছে যে, টাকা দিয়ে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়ার অযোগ্যদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এত দরদ কেন? বেআইনিভাবে যতজন চাকরি পেয়েছে, ততজন যোগ্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এটা খুব বড় অপরাধ আর সেই অপরাধকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। আদালতের রায়ের পিছনে একটা চক্রান্ত রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, অথচ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা কি তিনি জানতেন না? যে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে হাঁচেন না বা কাশেন না, যে নেত্রী তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীদের কার বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে সে খবর পর্যন্ত রাখেন, সেই তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেনের খবর জানতেন না, এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মমতা সবটাই জানতেন, কিন্তু লেনদেনে কখনও বাধা দেননি। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতাও জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে কোনও সুরাহা না হলে তাঁরাই বিকল্প ব্যবস্থা নেবেন। সেই ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষকদের তিনি বলেছেন, সরকার তো আপনাদের খারিজ করেনি, তাহলে আপনারা স্কুলে যাবেন না কেন? স্কুলে যান, সেখানে স্বেচ্ছাশ্রম দিন। সরকার আপনাদের দেখবে।

খুড়োর কলের মতো বেকার হয়ে যাওয়া সদ্য প্রাক্তন শিক্ষকদের সামনে মুলো ঝুলিয়ে এটা কোন ধরনের ইয়ার্কি? যেখানে সামনের মাস থেকে শিক্ষকরা বেতন পাবে কি না, তার কোনও সুস্পষ্ট জবাব মুখ্যমন্ত্রীও দিতে পারেননি। সেখানে চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জমা হওয়া খুব স্বাভাবিক।

এর পরে প্রাথমিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি রয়েছে। সেখানে দুর্নীতির অভিযোগ আরও বৃহত্তর পরিসরে আর অভিযোগের আঙুল সেই তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই। সব মিলিয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠক সমাবেশ থেকে অশ্বডিম্ব ছাড়া আর যা পাওয়া গিয়েছে, তা নিছকই অন্তঃসারশূন্য কিছু প্রতিশ্রুতি। বস্তুত, যত দিন যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং দুর্নীতি সমার্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মমতা শিক্ষক সমাবেশে একাধিকবার বলেছেন, তিনি যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টের কাছে চাইবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। এটা আরেকটা হাস্যকর বক্তব্য। সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্ব নয় যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বা এসএসসি সেই তালিকা জমা দেয়নি। জমা দিলে অন্তত ২০ হাজার চাকরির সমস্যা হত না। অর্থাৎ চাকরি হারানোর পিছনে দায়ী কার্যত রাজ্য সরকার। অথচ এই সত্যটাকেই অস্বীকার করে মমতা বিরোধী রাজনীতির উপরে দায় চাপাচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের অভিযোগ, চাকরি বিক্রির যে বিপুল পরিমাণ অর্থ গিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের হাতে, অযোগ্যদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে তার প্রাপকদের নাম প্রকাশ্যে এসে তৃণমূল নেতৃত্বকে বড় ধরনের বিড়ম্বনায় ফেলতে পারত। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে আসরে নেমেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি এই বিরাট অপকর্মের দায় ঠেলেছেন বিরোধীদের ঘাড়ে।

তাই সিবিআই তদন্তের পরেও কলকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা জমা পড়েনি। বলা ভালো, এই তালিকা জমা দিতে দেওয়া হয়নি। কারণ তো একটাই, অযোগ্য দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচানো।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯১
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিআর আম্বেদকর।

১৯৮৬
চলচ্চিত্র পরিচালক নীতীন বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সবাইকে অনুরোধ করছি, কোনওরকম গুজবে কান দেবেন না। প্রত্যেকে সতর্ক থাকুন। কোনওরকম খবর পেলে পুলিশকে জানান। আমি ওখানে ঘুরে এসেছি। আবার বলব, সবাই শান্তি বজায় রাখুন।
- রাজীব কুমার
(রাজ্য পুলিশের ডিজি)

ভাইরাল/১

সুটকেস থেকে বেরিয়ে এল তরুণী। জাদু নয়। হরিয়ানার ওপি জিন্দাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের ঢোকা নিষেধ। বান্ধবীকে হস্টেলে আনার পরিকল্পনা করে এক ছাত্র। মেয়েটিকে সুটকেসে ভরে হস্টেলে ঢুকতে যাচ্ছিল। রক্ষীদের সন্দেহ হয়। সুটকেস খুলতেই...।

ভাইরাল/২

যৌতুক না পাওয়ায় বিয়ের পিঁড়ি থেকে পাত্রের উঠে পড়ার ভিডিও ভাইরাল। কন্যা ও বরপক্ষের আত্মীয়দের উপস্থিতিতে চলছে বিয়ে। হবু বর রেগে যান কনেপক্ষ যৌতুক না দেওয়ায়। বিয়ে অসমাপ্ত রেখে ছাঁদনাতলা ছাড়েন তিনি।

জনমন জনমত

যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি থাকুক

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সম্প্রতি চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। তাঁদের মধ্যে মোটামুটি ১৯ হাজার যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন, যাঁরা দিনরাত এক করে কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁরা যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় সরকার অযোগ্যদের বাঁচাতে গিয়ে যোগ্যদেরও বলির পাঁঠা করল। তাঁরা আজ দিশেহারা। তাঁদের আর্তচিৎকারে বাতাসেও বিষণ্ণতার সুর। এই দুর্দিনে একজন সহকর্মী হিসাবে আমিও বেশ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের তাঁদের পাশে থাকা উচিত। স্কুল সার্ভিস কমিশনের উচিত অবিলম্বে যোগ্য ও অযোগ্য আলাদা করে সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনা। সরকার অযোগ্যদের মায়া ত্যাগ করে শুধু যোগ্যদের পাশেই থাকুক।

৯ এপ্রিল কসবায় ডিআই অফিসের সামনে নিরীহ চাকরিহারাদের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত লাঠিচার্জের মতো নিন্দনীয় বিষয় আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। কোথাও মনে হয়েছে এটা কোনও একজন শিক্ষকের ওপর আঘাত নয়, সমগ্র শিক্ষক জাতির ওপর আঘাত। পুলিশের আরও ধৈর্য ও সহানুভূতিশীল তথা মানবিক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে শুধু একটা কথাই বলব - শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাই শিক্ষকের ওপর আক্রমণ সুশীল সমাজ কিছুতেই মেনে নেবে না। সকলেই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে যোগ্যদের চাকরিতে কীভাবে ফেরানো যায়, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করুক।

পঙ্কজ সরকার, গাজোল, মালদা।

নির্মমতা নয়, প্রয়োজন মানবিকতার

নিরস্ত্র আন্দোলন গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। রাষ্ট্রের নাগরিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের কাছে দাবি আদায়ের আন্দোলনে নামবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবে অবশ্যই সেটা হবে শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্র। প্রশ্ন হল, চাকরি হারানো যে শিক্ষকরা কসবায় আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে মার খেলেন, পদাঘাত খেলেন তাঁরা কি অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, নাকি তাঁরা প্রথম থেকেই অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছিলেন?

প্রায় আট বছর চাকরি করে সংসার ধর্ম পালন করে আজ যাঁরা চাকরিচ্যুত, বেকার, সহায়সম্বলহীন হয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যাঁদের জীবন একেবারে খাদের কিনারায় চলে এসেছে, তাঁরা পথে না নেমে, আন্দোলন না করে আর কী করবেন? তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ কে-ই বা দেবে? বা তাঁরা কার কাছে যোগ্যতার প্রমাণ চাইবেন?

ন্যায্য দাবিতে পথে নামা, আধিকারিকের দরজায় হলফনামা জমা দেওয়া কি অপরাধ? সরকার কি এই দায় নেবে না? যোগ্য-অযোগ্যের যাচাই করবে না? এই দাবি কি অপরাধ? এর বিনিময়ে কি জুটবে লাঠিপেটা-পদাঘাত? প্রশ্নটা শিক্ষার। শিক্ষক, ছাত্র তথা বাংলার ভবিষ্যতের। গোটা সমাজের উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো।

বর্তমান বাংলার বুদ্ধিজীবী নামক সরীসৃপদের অনুকরণ না করে প্রয়োজন দৃপ্ত প্রতিবাদের। কেননা পুলিশ, তুমিও কারও ছাত্র ছিলে। কোনও গুণী শিক্ষকের পাঠ পেয়েই তুমি আজ স্বনির্ভর। বেকারত্বের জ্বালা, অপমানের জ্বালা বড়ই কষ্টের। তাই নির্মমতা নয়, দরকার সহনশীলতা-মানবিকতার।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরিবেশ চুলোয় যাক, কেউ ভাবে না

সকলে মাইকযোগে ধর্মাচরণ করে, যন্ত্রের শব্দ ডেসিবেল মানে না। মানে না বয়স্কদের অসুস্থতা, বাচ্চাদের পড়াশোনা।

পার্থ চৌধুরী

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় উন্নয়নের হার যত কমই হোক না কেন, জিডিপি তলানিতে যাক না কেন, দূষণের মাত্রা কিন্তু ক্রমবর্ধমান। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, নদী দূষণ, দৃশ্য দূষণ ইত্যাকার সবরকমের দূষণে হাঁসফাঁস করছে নগর থেকে মহানগর, শহর থেকে গ্রাম। এমনকি পর্বতশিখরও মুক্ত নয় দূষণের কবল থেকে।

প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত এই দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে গুণিতকে। কলকারখানার দূষিত রাসায়নিক বর্জ্য গিয়ে মিশছে নদীতে। নালা-নর্দমা-পুকুর বুজছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের অপব্যবহারে। পেট্রোল-ডিজেলের গাড়ি-ফ্যাক্টরির চিমনির ধোঁয়ায় প্রতি মুহূর্তে দূষিত হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। ডেসিবেলের মাপকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাঁকগাঁক করে ডিজে সহ ধর্মীয় শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে রাজপথ ধরে। আমরা দেখে যাচ্ছি সব, যেন দেখাটাই কাজ।

শব্দ দাপটে অসুস্থ হচ্ছে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষেরা। কখনও মৃত্যুর কবলেও ঢলে পড়ছে তারা। অথচ বৃহত্তর নাগরিক সমাজ নির্বিকার ঔদাসীন্যে মৌনব্রত পালন করে চলেছে।

সরকারের একটা গালভরা নামের দপ্তর রয়েছে এসব দেখার। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ। কিন্তু তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। উৎসবকালে নাম কে ওয়াস্তে কিছু নির্দেশিকা জারি করে তারা দায়িত্ব পালন করে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, উল্লিখিত দপ্তরে কর্মীসংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে তাঁদের কাজ না করার যথেষ্ট সংগত অজুহাত এটা। অথচ আমরা সবাই বুঝতে পারছি ক্রমশই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে সমাজ। কিন্তু পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই আমাদের। যেন ওসব ভাবনা কেবল সরকারের। নাগরিকদের কোনও দায় নেই। নিজেদের সভ্য বলব বুক ফুলিয়ে, কিন্তু সভ্যতার দায়িত্ব পালনে ন্যূনতম কাজটুকুও করব না। বিপ্রতীপে, যেখানে-সেখানে নোংরা ফেলব, গুটখার পিকে রাস্তায় আলপনা আঁকব, জলের পাইপ থেকে পাম্প দিয়ে জল টেনে নিয়ে নিজের ট্যাংক ভরব। একই সঙ্গে আবার সভাসমিতিতে পরিবেশ রক্ষার ভাষণও দেব। এই ভন্ডামির আড়ালেই আমাদের যাপন কথা লেখা হচ্ছে মহাকালের খেরোর খাতায়।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্মের সাহচর্যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাড়বাড়ন্ত, সভ্যতার বিকাশ। তাই ধর্মরক্ষা সমাজের প্রধান কাজ হয়ে চলেছে গোড়া থেকেই। যত্রতত্র মন্দির-মসজিদ-চার্চ-গুরুদোয়ারার অবস্থিতি সেকথাই প্রমাণ করে।

অনুষঙ্গ হিসাবে এখন প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে সব ধর্মের সঙ্গে। সকলেই মাইকযোগে ধর্মাচরণ করে থাকে এবং সেই যন্ত্রের শব্দ ডেসিবেল মানে না। মানে না বয়স্কদের অসুস্থতা, বাচ্চাদের পড়াশোনা বা পরীক্ষা।

শহরে এমন কতগুলো পাড়া রয়েছে যেখানে একশো মিটার রেডিয়াসে চার-পাঁচটা মন্দির। তারস্বরে সেসব জায়গায় মাইক বাজে নিয়ম করে। আশপাশের বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হলেও কিছু বলার নেই। হার্টের অসুখ, মাথার ব্যামো বাড়ে বাড়ুক, ধর্মাচরণ মাইকবিহীন হবে না।

আচ্ছা এই মন্দির-মসজিদগুলোর মাইকের ডেসিবেল নিয়ন্ত্রণ করা যায় না? পুর প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন শব্দের মাত্রা বেঁধে দিয়ে নিয়ম করে নজরদারি চালাতে পারে না? শব্দবোমায় অতিষ্ঠ বাসিন্দারা তাহলে খানিকটা মুক্তি পান।

এতে ধর্মাচরণও মাইক সহই শব্দের নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রেখে হয়, আবার ধার্মিকদের ইচ্ছারও অন্যথা হয় না।

প্রশাসনের কাছে, এই সদিচ্ছার প্রত্যাশা কি নাগরিকরা করতে পারেন না?

পরিবেশ সচেতনতার এইরকম ছোট ছোট উদ্যোগ নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

(লেখক নাট্যকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। পূর্ব পরিচিত নন ৪। মসজিদে নমাজ পরিচালনা করেন ৫। ভারতীয় যুদ্ধবিমান ৭। সুজি দিয়ে তৈরি মিষ্টি খাবার ৮। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৯। আসবাব বা উপকরণ ১১। ধানের খড়ের স্তূপ ১৩। একটি সবজি, লাউ ১৪। খাল বা সেচনালা ১৫। সোজা কথায় দাঁত।

উপর-নীচ : ১। কাজে উৎসাহের অভাব ২। নজরুল যাকে বলেছেন কান্ডারি ৩। তিরন্দাজি প্র্যাকটিস করার জন্য উঁচু মাটির ঢিপি ৬। বড় আকারের চিংড়ি মাছ ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশার বসার আসন ১১। একটি তরল ধাতু ১২। আগুন জ্বালাতে লাগে, কাউকে উৎসাহিত করতেও ব্যবহৃত হয়।

সমাধান ■ ৪১১৩

পাশাপাশি : ১। নাদাপেটা ৩। হংস ৫। কাজের কাজ ৭। নেহাই ৯। মাইল ১১। আলটপকা ১৪। মঞ্জুর ১৫। নমস্কার।

উপর-নীচ : ১। নাড়াবুনে ২। টাটকা ৩। হকার ৪। সহজ ৬। জামাই ৮। হামাল ১০। লম্বোদর ১১। আরাম ১২। টক্কর ১৩। কাসন।

বিন্দুবিসর্গ

রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম নির্দেশ

রিভিউ পিটিশনের ভাবনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতি বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিলকে সম্মতি বা অসম্মতি জানানোর জন্য অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারবেন না বলে একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলি তাতে আশার আলো দেখলেও ওই রায়ের বিরুদ্ধে এবার আসরে নামতে চলেছে মোদি সরকার। শীর্ষ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীঘ্রই একটি রিভিউ পিটিশন দাখিলের চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

অমিত শা-র মন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যেহেতু তামিলনাড়ু সরকারের মামলার শুনানি পর্বে কেন্দ্রের বক্তব্য শোনা হয়নি, তাই এই ব্যাপারে রিভিউ পিটিশন দাখিল করার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য বনাম রাজভবন মামলায় তাঁদের মতামতের প্রয়োজন কেন, তা বোঝাতে সংবিধানের ২০১ নম্বর অনুচ্ছেদকে হাতিয়ার করেছে অমিত শা-র মন্ত্রক। তাঁদের মতে, সংবিধানের ২০১ নম্বর অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেই রাজ্যের আইনসভায় প্রণীত বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো এবং তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাজ্যকে জানানোর জন্য নোডাল এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওই রায় নিয়ে রাজ্যপালদের মধ্যে অসন্তোষ সামনে আসতে শুরু করেছে। কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র ভি আর্লেকারের মতে, 'সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। আদালত যদি

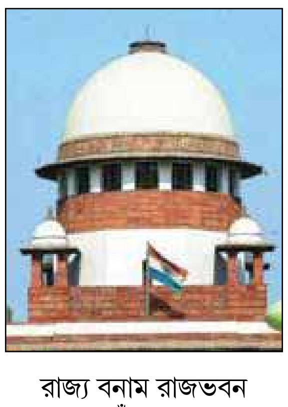

রাজ্য বনাম রাজভবন মামলায় তাঁদের মতামতের প্রয়োজন কেন, তা বোঝাতে সংবিধানের ২০১ নম্বর অনুচ্ছেদকে হাতিয়ার করেছে অমিত শা-র মন্ত্রক।

সংবিধান সংশোধন করে তাহলে আইনসভা বা সংসদের আর কী প্রয়োজন?'

ওই রায়ে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছে, রাজ্যপাল যদি কোনও বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য ফেলে রাখেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি চাইলে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। ওই অনুচ্ছেদে আইনের কোনও জরুরি প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের থেকে মতামত চাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে। তবে শীর্ষ আদালতের মতামত যে সরকারকে মানতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা।

এদিকে তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা মামলায় গত ৮ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট যে ৪১৫ পাতার রায় দিয়েছে, তাতে পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রসঙ্গও রয়েছে। বিচারপতি পারদিওয়ালা লিখেছেন, 'উদাহরণ হিসেবে আমরা পাকিস্তানের সংবিধানের ৭৫ নম্বর অনুচ্ছেদ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদের ৭ নম্বর ধারার কথা বলতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপতি কোনও সিদ্ধান্ত না নিলে তাঁর বিবেচনার জন্য পাঠানো বিলগুলিতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।'

পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, সেদেশের রাষ্ট্রপতিকে ১০ দিনের মধ্যে হয় বিলে সম্মতি প্রদান করতে হবে, নয়তো সেটি মজলিস-ই-শুরায় (সংসদ) ফেরত পাঠাতে হবে। যদি সেই বিলটি পুনরায় আইনসভায় পাশ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে আরও ১০ দিনের মধ্যে ওই বিলে সম্মতি দিতেই হবে। যদি তিনি তা না করেন তাহলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্ট মনে করে, এই ধরনের অনুচ্ছেদ প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সুরক্ষাবর্ম হিসেবে কাজ করে এবং আইনসভার কার্যকারিতার প্রসার করে। বেঞ্চ মনে করিয়ে দিয়েছে, গণপরিষদে বিতর্কের সময় ড. বিআর আম্বেদকর বিলে সম্মতি প্রদানের জন্য রাজ্যপালদের ৬ সপ্তাহ সময়সীমা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

যোগীরাজ্যে হবু স্বামীর সামনেই তরুণীকে গণধর্ষণ

লখনউ, ১৩ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বারাণসীতে গণধর্ষণের ঘটনার পর ফের একই ঘটনা ঘটল যোগীরাজ্যে। এবার কাসগঞ্জে গণধর্ষিতা হলেন এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে দিনেদুপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিতে প্রশাসন। আটজন ধরা পড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, যে তরুণী গণধর্ষিতা হয়েছেন দিন কয়েক আগে তাঁর বাগদান হয়েছে। হবু স্বামীকে নিয়ে হাজারা খালের নাদ্রাই জলাশয়ের কাছে তিনি ঘুরতে গিয়েছিলেন। ওই সময় সাত-আটজন সেখানে এসে প্রথমে তরুণকে লক্ষ্য করে অশ্লীল মন্তব্য শুরু করে। তারপর শুরু হয় মারধর। তরুণকে জখম অবস্থায় ফেলে রেখে তরুণীকে জোর করে হাজারা খালের পাশে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। ঘটনায় আতঙ্কিত তরুণী প্রথমে বাড়িতে কিছু জানাননি। পরে তাঁর অবস্থার অবনতির ফলে পরিজনদের সন্দেহ হয়। তাঁরা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সবকিছু খুলে বলেন। পরিজনেরা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। কাসগঞ্জের পুলিশ সুপার অঙ্কিতা শর্মা জানিয়েছেন, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এসিপি বিদূষ সাক্সেনা জানিয়েছেন, বারাণসীর ঘটনায় ১২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৮

অমরাবতী, ১৩ এপ্রিল : বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৮ জনের। মৃতদের ২ জন মহিলা। আহত হয়েছেন অনেকে। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অন্ধ্রপ্রদেশের আমাকাপল্লি জেলার কৈলাসাপুরম গ্রামে বিস্ফোরণটি ঘটেছে রবিবার। ঘটনার সময় কারখানায় ১৫ জন কর্মী ছিলেন। তাঁরা বাজি তৈরি করছিলেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটা জোরালো ছিল যে, ইট-সিমেন্টে তৈরি কারখানা ধসে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। জেলাশাসক বিজয়ন কৃষ্ণান জানিয়েছেন, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্রের পুলিশমন্ত্রী ভি অনিতা দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিমধ্যেই পুলিশমন্ত্রী, জেলাশাসক ও পুলিশসুপারের সঙ্গে কথা বলেন। আহতদের যথার্থ চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ফের কম্পন মায়ানমারে

নেপিদ্য, ১৩ এপ্রিল : ঠিক ১৫ দিন আগে বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ধ্বস্ত হয়েছে মায়ানমার। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। ক্ষয়ক্ষতিও সামলে ওঠা যায়নি। তার মধ্যে রবিবার ফের ভূমিকম্প হল মধ্য মায়ানমারের মেইকতিলায়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৫। কম্পনের কেন্দ্রস্থল মায়ানমারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মান্দালয়ের মাঝামাঝি একটি করিডরের কাছাকাছি উন্ডউইনে। এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি কিংবা সম্পত্তিহানির কোনও খবর মেলেনি। মার্কিন ভূতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭.৭ কিলোমিটার গভীরে কম্পনের কেন্দ্রস্থল। মায়ানমারে এখন নববর্ষ। তিনদিনের থিংগিয়ান উৎসব। দেশজুড়ে এই সময় সরকারি ছুটি চলে। উৎসব উদযাপনের প্রথম দিনের সকালে ভূমিকম্প হওয়ায় উৎসব উদযাপন বাতিল করা হয়েছে।

রুশ মিসাইল হানায় ইউক্রেনের সুমি শহরের বহুতল ধূলিসাৎ। রবিবার। -এএফপি

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বঙ্গে ৫১৫ কোটি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : বছর কয়েক আগে সারদা, রোজভ্যালি সহ একের পর এক চিটফান্ড কেলেঙ্কারির জেরে কেঁপে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গ। চিটফান্ড কাণ্ডের একাধিক মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইতিমধ্যে রোজভ্যালি চিটফান্ডে লগ্নিকারীদের ৫১৫ কোটি টাকার বেশি উদ্ধার করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। শনিবার সেই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত লগ্নিকারীদের টাকা ফেরানোর দায়িত্বে থাকা সম্পদ নিষ্পত্তি কমিটিকে (এডিসি) হস্তান্তর করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডিকে শেঠের হাতে ৫১৫.৩১ কোটি টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। রোভভ্যালি গ্রুপের মাধ্যমে প্রতারিত সাড়ে ৭ লক্ষ লগ্নিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে এই অর্থ ব্যবহার হবে।

গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০১৫-'১৭-র মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকা লেনদেন করা হয়েছিল, এমন ২,৯৮৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে

উপকৃত ৭.৫ লক্ষ

চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসব অ্যাকাউন্ট থেকে আটক করা টাকাই অর্থমন্ত্রকের মাধ্যমে এডিসিকে দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরানোর কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এটি তাঁর গরিব মানুষের কাছ থেকে লুট হওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।' ইডির রিপোর্ট অনুযায়ী, চড়া সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাজার থেকে ১৭,৫২০ কোটি টাকা তুলেছিল রোজভ্যালি। এখনও পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের ৬,৬৬৬ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ৩২,৩১৯ জন ক্ষতিগ্রস্তকে ইতিমধ্যে ২২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এডিসির কাছে চিটফান্ড কান্ডে টাকা ফেরতের দাবিতে প্রায় ৩১ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখার পর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

রোজভ্যালির ১,১৭২ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। যার বর্তমান বাজারদর ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) আওতায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা, অসম ও ত্রিপুরায় মোট ৫টি মামলার তদন্ত চলছে।

ছাত্রদের রাজ্যপাল বললেন, বলো জয় শ্রীরাম

চেন্নাই, ১৩ এপ্রিল : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবির। প্রথমে বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সম্মতি না দিয়ে রাজ্য সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। এবার মাদুরাইয়ে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুষ্ঠানে ভাষণের মধ্যে পড়ুয়াদের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন রবি। শনিবার এইমর্মে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিকমাধ্যমে। তাতে রাজ্যপালকে বলতে দেখা গিয়েছে, আজকের দিনে আসুন আমরা শ্রী রামের একজন মহান ভক্তকে শ্রদ্ধা জানাই। আমি চাই, আপনারা সবাই যেন জয় শ্রীরাম বলেন।' তাঁর কথা শুনে পড়ুয়া জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ডিএমকে। শাসক দলের মুখপাত্র ধরনীধরন বলেন, এই ধরনের কথাবার্তা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাজ্যপাল বারবার কেন সংবিধান লঙ্ঘন করেন? উনি এখনও পদত্যাগ করেননি কেন? উনি আরএসএসের মুখপাত্র।'

চাঁদা প্রাপ্তিতে শীর্ষে বিজেপিই

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : একটানা তিনবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপির সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। দেশের সবকটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের নিরিখে চাঁদা বা অনুদান প্রাপ্তিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআরের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে চাঁদা বা অনুদান প্রাপ্তির হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করেছে বিজেপি। এই সময়কালের ভিতর বিজেপি ৮৩৫৮টি চাঁদা বা অনুদান থেকে ২২৪৩.৯৪৭ কোটি টাকা পেয়েছে।

অপরদিকে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ১৯৯৪টি অনুদান থেকে মাত্র ২৮১.৪৮ কোটি টাকা পেয়েছে। এই তালিকায় বিজেপি, কংগ্রেসের পরই রয়েছে আপ, সিপিএম, এনপিপি এবং মায়াবতীর বসপা। ২ বছর আগে সর্বভারতীয় তকমা খোয়ানোয় ওই তালিকায় রাখা হয়নি তৃণমূলকে।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি ২০ হাজার টাকার বেশি যে পরিমাণ চাঁদা পেয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ অবস্থা এডিআরের। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি মোট যে পরিমাণ চাঁদা পেয়েছিল, তার সিংহভাগই (৮৮ শতাংশ) গিয়েছে বিজেপির ভাঁড়ারে। আবার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির হিসেব ধরে জানানো হয়েছে, দিল্লি থেকে সর্বাধিক চাঁদা বা অনুদান দেওয়া হয়েছে (৯৮৯.২০ কোটি টাকা)। তারপরই রয়েছে গুজরাট (৪০৪.৫১২ কোটি টাকা), মহারাষ্ট্র (৩৩৪.০৭৯ কোটি টাকা), তামিলনাড়ু (১৪২.৭০৯ কোটি টাকা) এবং তেলেঙ্গানা (১১২.৯৩৭ কোটি টাকা)। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে চাঁদা গিয়েছে মোট ৮৪.২২১ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিজেপি চাঁদা বাবদ পেয়েছিল ৭১৯.৮৫৮ কোটি টাকা। পরবর্তী অর্থবর্ষে তাদের চাঁদা প্রাপ্তির হার ২১১.৭২ শতাংশ বেড়েছে। একইভাবে কংগ্রেসের চাঁদা প্রাপ্তির হার অবশ্য বিজেপির থেকেও বেশি (২৫২.১৮ শতাংশ)। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৭৯.৯২৪ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল হাত শিবির। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপের চাঁদার হার কমে গিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তারা পেয়েছিল ৩৭.১০ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেটা কমে হয়েছে ১১.০৬২ কোটি টাকা। সিপিএম ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পেয়েছিল ৬.০৭৭ কোটি টাকা চাঁদা। সেটা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ৭.৬৪১ কোটি টাকা।

মায়াবতীর বসপা অবশ্য গত ১৮ বছরের মতো ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেও ২০ হাজার টাকার বেশি অনুদান পায়নি বলে দাবি করেছে। চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে শীর্ষে রয়েছে প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট। বিজেপি-কংগ্রেসকে মিলিয়ে তারা মোট ৮৮০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। তার মধ্যে বিজেপিকে ৭২৩.৬৭৫ কোটি টাকা এবং কংগ্রেসকে ১৫৬.৪০২৫ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্টের পরই রয়েছে ট্রায়াম্প ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট এবং ডিরাইভ ইনভেস্টমেন্ট।

গির্জার ওপর রুশ হামলায় মৃত ৩২

কিভ, ১৩ এপ্রিল : ইউক্রেনে ক্রমাগত হামলার ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে রাশিয়া। রবিবার পুতিনের সেনার নিশানায় ছিল ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর সুমি। সেখানকার এক গির্জায় প্রার্থনার জন্য জড়ো হয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই গির্জার ওপর আছড়ে পড়ে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র। ঘটনায় কমপক্ষে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও শিশুরা রয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে ইউক্রেনে একদিনে অসামরিক মানুষের হতাহত হওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা। হামলার তীব্র নিন্দা করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়া ঠিক এই ধরনের সন্ত্রাস চায়। ওরা এই যুদ্ধকে টেনে নিয়ে

ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় সংস্থা, দাবি ইউক্রেনের

যাচ্ছে। আক্রমণকারীকে চাপ না দিলে শান্তি অসম্ভব। আলোচনা কখনও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা দিয়ে হয় না। রাশিয়াকে আমাদের একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।'

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে রাশিয়ার বিরোধিতা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি কিথ কেলগ। তিনি বলেন, 'এই হামলা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। একজন প্রাক্তন সেনাকর্মী হিসেবে, আমি বুঝতে পারছি ভুল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধ বন্ধ করতে কঠোর পরিশ্রম করছেন।' এদিকে ইউক্রেনের রাজধানী কিভেও হামলা চালিয়েছে রুশ সেনা। তাদের হামলায় একটি ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার গুদামঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ভারতে ইউক্রেনীয় দূতাবাসের তরফে এক টুইটার পোস্টে একথা জানানো হয়। পোস্টে লেখা হয়েছে, 'রাশিয়া ভারতের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের দাবি করে। তারপরেও মস্কো ইচ্ছাকৃতভাবে ইউক্রেনে ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে নিশানা করছে। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য তৈরি ওষুধপত্র নষ্ট করে দিচ্ছে।'

ওয়াকফে উত্তপ্ত শিলচর

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ান ও সুতী উত্তপ্ত। সেখানে হিংসার জেরে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। উত্তাপ ছড়িয়েছে পড়শি রাজ্য ত্রিপুরাতেও। এই নিয়ে বিজেপি ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত হল অসমের শিলচর। শনিবার শিলচরের চামড়াগুদাম, বেরেঙ্গা এবং পুরোনো লাখিপুর রোড এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। পালটা বলপ্রয়োগ করে পুলিশও। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে শিলচর শহরে একটি মিছিল বেরিয়েছিল। হঠাৎই শান্তিপূর্ণ মিছিলে উত্তেজনা ছড়ায়।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা বলেন, 'ওই মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছিল। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করে। আমরা পত্রপাঠ ব্যবস্থা নিই এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি।' ওই বিক্ষোভে অন্তত ৩০০-৪০০ জন মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা মিছিলের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের দাবি, 'পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়েছে যারা, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমরা শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করেছিলাম।' শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেছিলেন, অসমের মুসলিম সম্প্রদায় অতীতে মিটিং-মিছিল করলেও তাঁরা সংযমের পরিচয় দেন। পুলিশ ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সমন্বয় থাকে বলেই কোনও অশান্তি হয় না।

নৃত্যের তালে তালে... রবিবার বেঙ্গালুরুতে বিজু উৎসবে।

রানা তদন্তে বাঙালি জয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : ঝাড়খণ্ডে সাইবার অপরাধের আঁতুড়ঘর হিসাবে জামতাড়া একসময় খবরের শিরোনাম হয়েছিল। সেখানে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রথমবার নজর কেড়েছিলেন ২০১১-র ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক জয়া রায়। পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও ঝাড়খণ্ড ক্যাডারের এই বাঙালি আইপিএসই এখন ২৬/১১-র মুম্বই হামলার তদন্তের সামনের সারিতে রয়েছেন। হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রী তাহাউর হোসেন রানাকে আমেরিকা থেকে ভারতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

২০১৯-এ ৪ বছরের জন্য এনআইএ-তে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে যোগ দেন জয়া। পরে ডিআইজি পদে উন্নতি হয়। নাম

গোয়েন্দা যখন ডাক্তার

প্রকাশে অনিচ্ছুক জয়ার এক সহকর্মী বলেন, 'ওঁর ব্যক্তিগত সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। তিনি প্রায়ই আমাদের বলেন, দোষী যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার শাস্তি নিশ্চিত করা একজন গোয়েন্দা আধিকারিকের কর্তব্য। কারণ, এর সঙ্গে গরিবের ন্যায়বিচারের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।' ওই আধিকারিক আরও বলেন, 'জয়া রায় একজন কঠোর পরিশ্রমী আধিকারিক। তদন্তের কাজে ফাঁক রয়ে গেলে জয়া আমাদেরও ধমক দিতে ছাড়েন না।' অপর এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'জয়া খুবই সৎ এবং পরিশ্রমী আইপিএস। তিনি নরমভাবে কথা বললেও একজন কঠোর আধিকারিক।' দুঁদে গোয়েন্দাকর্তা জয়া একজন চিকিৎসকও। ২০১০-এ এমবিবিএস পাশ করে ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

বৈধ ভিসাতেও জেলে পাঠানোর হুমকি

ওয়াশিংটন, ১৩ এপ্রিল : নিয়মমাফিক ভিসা নিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করলেও হতে পারে জেল-জরিমানা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, যেসব অভিবাসী ৩০ দিনের বেশি আমেরিকায় থাকার পরিকল্পনা করেছেন, সরকারের কাছে আলাদা করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে তাঁদের। ট্রাম্পের ঘোষণার পর শনিবারই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। সেখানে নিয়মভঙ্গকারীদের মোটা জরিমানা ও হাজতবাসের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সাধারণ পর্যটক, পেশাদার, পড়ুয়া সহ সব ধরনের অভিবাসীর ক্ষেত্রে নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

শুধু তাই নয়, যাঁরা নিয়ম মানবেন না সেইসব অভিবাসীকে

আতঙ্ক বাড়ছে অভিবাসীদের

একনজরে

- ৩০ দিনের বেশি আমেরিকায় থাকলেই আলাদা করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে অভিবাসীদের
- নিয়মভঙ্গকারীদের জরিমানা ও হাজতবাসের শাস্তি
- সাজা শেষে আমেরিকা থেকে বার করে দেওয়া হবে
- ভবিষ্যতে তাঁরা আমেরিকায় ঢুকতে পারবেন না
- অভিবাসীদের সন্তানদের বয়স ১৪ বছর হলেই নতুন করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। দিতে হবে আঙুলের ছাপ
- ১৮ বছরের বেশি বয়সি অভিবাসী সন্তানদের বৈধ পরিচয়পত্র ও বসবাসের নথি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে

সাজার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আমেরিকা থেকে বার করে দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে তাঁরা আর আমেরিকায় ঢুকতে পারবেন না। যে অভিবাসীরা সন্তানদের নিয়ে আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের জন্য একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, অভিবাসীদের সন্তানদের বয়স ১৪ বছর হলেই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে তাদের নাম নতুন করে নথিভুক্ত করতে হবে। দিতে হবে আঙুলের ছাপ। ১৪ তম জন্মদিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে অভিভাবকদের। ১৮ বছরের বেশি বয়সি অভিবাসী সন্তানদের সবসময় বৈধ পরিচয়পত্র ও বসবাসের নথি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে। সব দেশের অভিবাসীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সচিব ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, 'প্রেসিডেন্টের নির্দেশ খুব স্পষ্ট। যাঁরা অবৈধভাবে আমেরিকায় রয়েছেন তাঁরা অবিলম্বে এদেশ ছেড়ে চলে যান।' মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বৈধ অভিবাসীদের আলাদা করে নাম নথিভুক্ত করার বিষয়টি নতুন নয়। বহু বছর ধরে এই সংক্রান্ত আইন রয়েছে। তবে আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কখনও তেমন উদ্যোগ নজরে আসেনি। ক্ষমতায় আসার পর প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো আইনটিকে কাজে লাগাতে চাইছেন ট্রাম্প।

মাকড়সার জাল : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্র থেকে তোলা একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করেছে নাসা। সেখানে আমেরিকা, কানাডার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রাতের ভারত। মহাকাশ থেকে তোলা সেইসব ছবি দেখে মনে হচ্ছে, ভারতে যেন আলোর মেলা বসেছে। আলোর জালে ছেয়ে গিয়েছে গোটা দেশ। ছবি দেখে এক নেটিজেনের উক্তি, 'আমরা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছি।'

সুস্থ থাকুন

পার্কিনসন্স

১১ এপ্রিল আমরা পেরিয়ে এলাম বিশ্ব পার্কিনসন্স দিবস। পার্কিনসনস ডিজিজ নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হন। রোগটি দ্রুত শনাক্ত করা এবং জীবনধারার মান পরিবর্তন পার্কিনসন্স মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে। লিখেছেন রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ারের নিউরোলজিস্ট **ডাঃ জয়দীপ দে**

পার্কিনসন্স ডিজিজ (পিডি) স্নায়ুতন্ত্রের একটি ডিসঅর্ডার, যা সাধারণত নড়াচড়া করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন, যা ডোপামিন উৎপন্ন করে। এই ডোপামিন আমাদের মসৃণভাবে হাত-পা নড়ানো, চলাফেরায় সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন ডোপামিন উৎপাদনকারী স্নায়ুকোষ ভাঙতে শুরু করে বা তার মৃত্যু ঘটে তখনই পার্কিনসন্স ডিজিজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমাদের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ডোপামিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই রোগটি যত বাড়তে থাকে এবং ডোপামিনের মাত্রা কমতে থাকে, তত নড়চড়া করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। যদিও পার্কিনসন্স ডিজিজের সঠিক কারণ এখনও অজানা, গবেষকরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই অবস্থার উৎস সম্পর্কে জানতে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ কিছু কারণ রয়েছে যা এই রোগের বিকাশে অবদান রাখে।

লক্ষণ

কম্পন

পার্কিনসন্স ডিজিজের সবথেকে পরিচিত লক্ষণ এটি। বিশেষ করে হাত দুটি যখন বিশ্রামে থাকে তখন কম্পনের অনুভূতি হতে পারে। এই কম্পন সাধারণত এক হাত থেকে শুরু হয় এবং ক্রমে অন্য হাত ও শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে অনেক সময় রেস্টিং ট্রিমরসও বলা হয়ে থাকে, কারণ প্রভাবিত অঙ্গ বিশ্রামে থাকার সময়ই এমনটা ঘটে।

ব্র্যাডিকাইনেসিয়া (ধীরগতির নড়াচড়া)

পার্কিনসন্সে আক্রান্তদের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নড়াচড়ার গতি কমে যায়। আগে যে কাজটা তাঁরা অনেক সহজে করতেন সেই কাজই করতে অনেক সময় লাগে, যেমন শার্টের বোতাম লাগানো বা জুতোর ফিতে বাঁধা।

পেশির অনমনীয়তা

এক্ষেত্রে সহজ নড়াচড়াও কঠিন এবং বেদনাদায়ক হতে পারে। এটা যে কোনও অঙ্গে প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে হাত, পা ও ঘাড়।

অঙ্গভঙ্গির অস্থিরতা

রোগটি যত বাড়তে থাকে, ব্যালেন্স বা ভারসাম্য তত সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকের সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে অসুবিধা হতে পারে। এক্ষেত্রে সামনে বা পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়, যাতে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

এছাড়া সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন লক্ষণের মধ্যে রয়েছে –

ঘুমে ব্যাঘাত

পার্কিনসন্সে আক্রান্তরা প্রায়ই ঘুম সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এরমধ্যে রয়েছে ঘুম আসতে সমস্যা, মাঝরাতে জেগে যাওয়া এবং দুঃস্বপ্ন দেখা।

জ্ঞানীয় পরিবর্তন

রোগটি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জ্ঞানীয় পরিবর্তন যেমন মনে রাখার সমস্যা, মনোযোগে সমস্যা এবং তথ্যের ধীর প্রক্রিয়াকরণ হতে পারে। পরবর্তীকালে এটি পার্কিনসন্স ডিমেনশিয়ায় পরিণত হতে পারে।

বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ

অনেক পার্কিনসন্সের রোগী বিষণ্ণতায় ভোগেন, উদ্বিগ্ন থাকেন। এই ধরনের লক্ষণ মোকাবিলা করা রোগী ও পরিজনের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে।

অটোনমিক লক্ষণ

পার্কিনসন্স অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে নিম্ন রক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক ঘেমে যাওয়া এবং প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হতে পারে।

কারণ

বংশানুক্রমিক

কারও কারও ক্ষেত্রে রোগটি বংশানুক্রমিক এবং নির্দিষ্ট জিনের মিউটেশন এই রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে যুক্ত। যদিও জেনেটিক মিউটেশন খুব কম ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করে বলে মনে করা হয়। বেশিরভাগ পার্কিনসন্সই বিক্ষিপ্ত, জেনেটিক নয়।

পারিবারিক কারণ

কিছু টক্সিন বা রাসায়নিক, বিশেষ কোনও কীটনাশক পার্কিনসন্সের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে কীটনাশক বেশি ব্যবহৃত হয়, তাঁদের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

বয়স

এই রোগ সাধারণত বয়স্কদেরই হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৬০ বছর বয়সের পরেই রোগটি ধরা পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পার্কিনসন্স হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যদিও এই অবস্থাকে বার্ধক্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত করা হয় না।

লিঙ্গ

মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের পার্কিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদিও এই লিঙ্গবৈষম্য কেন বিদ্যমান তা গবেষকরা এখনও নির্ধারণ করতে পারেননি।

রোগনির্ণয়ের উপায়

রোগের ইতিহাস

পার্কিনসন্স নির্ণয়ের প্রথম ধাপ রোগীর লক্ষণ ও রোগের ইতিহাস পর্যালোচনা করা।

স্নায়বিক পরীক্ষানিরীক্ষা

রোগীর লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বলেন।

ইমেজিং টেস্ট

এমআরআই বা সিটি স্ক্যান থেকে ব্রেন টিউমার বা স্ট্রোকের মতো সম্ভাব্য কারণগুলো জানা যায়।

ওষুধে প্রতিক্রিয়া

কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক লেভোডোপার মতো ওষুধ দেওয়া শুরু করেন এবং উপসর্গের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত রোগনির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।

চিকিৎসা

ওষুধ

ওষুধের প্রাথমিক লক্ষ্য ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি বা এর প্রভাব অনুকরণ করা। প্রায়ই কার্বিডোপার সঙ্গে লেভোডোপা প্রেসক্রাইব করা হয়।
এটি মস্তিষ্কে ডোপামিনের মাত্রা পূরণে সাহায্য করে এবং অনেক লক্ষণ উপশম করে। এছাড়া ডোপামিন অ্যাগোনিস্ট এবং এমএও-বি ইনহিবিটরস ব্যবহার করা হয়।

শারীরিক থেরাপি

গতিশীলতা বজায় রাখতে এবং পড়ে যাওয়া রোধে থেরাপি খুব জরুরি। সেইসঙ্গে শরীরচর্চা শক্তি, নমনীয়তা, ভারসাম্যের উন্নতিতে সাহায্য করে, যা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং সামগ্রিক জীবনযাপনে সাহায্য করে।

স্পিচ অ্যান্ড অকুপেশনাল থেরাপি

যেখানে স্পিচ থেরাপি যোগাযোগের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে, সেখানে অকুপেশনাল থেরাপি প্রতিদিনের কাজকর্ম যেমন জামাকাপড় পরা, খাওয়াদাওয়া ও স্নান করতে সাহায্য করে।

অস্ত্রোপচার

যখন ওষুধ আর কাজ করে না তখন ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশনের সাহায্য নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট ডিভাইস স্থাপন করা হয়, যা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এলাকায় বৈদ্যুতিক আবেগ প্রেরণ করে এবং লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

জীবনধারার পরিবর্তন

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখা পার্কিনসন্সে আক্রান্তদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত শরীরচর্চা করা, সুষম খাবার খাওয়া, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, ভালোভাবে ঘুমোনো লক্ষণ উন্নত করতে এবং সামগ্রিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করতে পারে।

পার্কিনসন্স ডিজিজ নির্ণয় করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে অসম্ভব নয়। সর্বোপরি পার্কিনসন্সে আক্রান্ত রোগীর প্রতি সবার সহানুভূতিশীল হতে হবে।

সুস্থ বার্ধক্যের জন্য সেরা খাদ্যাভ্যাস

কোনও রকম অসুখবিসুখ ছাড়াই বেঁচে থাকতে কে না চায়! কিন্তু সবার পক্ষে আদৌ সেটা সম্ভব হয় না। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা, আথ্রাইটিস না থাকলেও নিদেনপক্ষে গ্যাসের সমস্যা থাকবেই। মোদ্দা কথা, নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে সবার পূরণ হয় না। তবে নীরোগ হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে। সম্প্রতি নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা বেশ সাড়া ফেলেছে। সেই গবেষণা অনুযায়ী, খাদ্যতালিকায় যত বেশি সবজি, হোল গ্রেনস, এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট যোগ করবেন, বয়সের সঙ্গে তত সুস্থ থাকবেন। কোনও রোগ স্পর্শ করতে পারবে না।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ৩০ বছর ধরে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা নিয়মিত খাদ্যতালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা আট ধরনের খাদ্যতালিকাগত প্যাটার্ন কতটা মেনে চলেন তার ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষকরা স্কোর দিয়েছেন। এই আট ধরনের ডায়াটরি প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে অল্টারনেটিভ হেলদি ইটিং ইনডেক্স (এএইচইআই), অল্টারনেটিভ মেডিটেরেনিয়ান ইনডেক্স, ডায়াটরি অ্যাপ্রোচেস টু স্টপ হাইপারটেনশন, মেডিটেরেনিয়ান-ড্যাশ ইন্টারভেনশন ফর নিউরোডিজেনারেটিভ ডিলে, হেলথফুল প্ল্যান্ট- বেসড ডায়েট, প্ল্যানেটরি হেলথ ডায়েট ইনডেস্ক, এম্পিরিক্যালি ইনফ্ল্যামাটরি ডায়াটরি প্যাটার্ন এবং এম্পিরিক্যাল ডায়াটরি ইনডেস্ক ফর হাইপারইনসুলিনেমিয়া। এরমধ্যে অন্যতম অল্টারনেটিভ হেলদি ইটিং ইনডেক্স (এএইচইআই)।

এই আট ধরনের ডায়েটই ফল, সবজি, হোল গ্রেনস, অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাট, বাদাম, শুঁটি জাতীয় খাবারের ওপর বেশি জোর দেয়। কিছু ডায়েট আবার প্রাণীজ খাবার যেমন মাছ এবং নির্দিষ্ট কিছু দুগ্ধজাত খাবার পরিমিত মাত্রায় খেতে বলে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের আল্ট্রাপ্রোসেড খাবার গ্রহণও সমীক্ষকরা মূল্যায়ন করেছেন। দেখা গিয়েছে, যাঁরা অল্টারনেটিভ হেলদি ইটিং ইনডেক্স মেনে চলেছেন, কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ ছাড়া তাঁদের ৭০ বছর বয়সে পৌঁছানো এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার সম্ভাবনা ৮৬ শতাংশেরও বেশি। এএইচইআই ডায়েটের মধ্যে রয়েছে ফল ও সবজি, হোল গ্রেনস যেমন গমের আটা, ওটমিল, ব্রাউন রাইস, কিয়োনা, পপকর্ন, বাদাম, শুঁটি জাতীয় খাবার, অ্যাভোকাডো, ডিম, মাছ এবং অলিভ অয়েল। এই ডায়েটে রেড মিট বা প্রসেসড মিট, চিনি জাতীয় পানীয় এবং অতিরিক্ত লবণ খাওয়া সীমিত রাখা হয়।

এই সমীক্ষায় আট ধরনের স্বাস্থ্যকর ডায়েটের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। সব কটারই উপকারিতা রয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ থাকতে এএইচইআই সবথেকে বেশি কার্যকরী। যদিও মনট্রিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যানি জুলি টিজারের বক্তব্য, সবার ডায়েট একই রকম হবে তেমনটা মোটেও নয়। প্রত্যেকের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুসারে স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলা উচিত। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক হু'র কথায়, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সঠিক খাদ্যাভ্যাস কীভাবে বয়সের সঙ্গে স্বাধীন ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে এবং ভালো মানের জীবন উপভোগ করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সেইসঙ্গে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও ডিমেনশিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। তাই পরিমিত মাত্রায় প্রাণীজ খাবার খাওয়ার পাশাপাশি বেশি করে উদ্ভিজ্জ খাবার খেলে বার্ধক্যেও সুস্থ থাকবেন।

স্বাস্থ্যকর খাবারের প্লেট

সুর-তালে স্বাগত নতুনকে, প্রস্তুতি জোরকদমে

এসো হে বৈশাখ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হচ্ছে বাঙালি। সঙ্গী হবে নতুন পোশাক। হবে আলপনা, নাচ ও গান।

বাংলা বছরের শেষ রবিবারে বাজারে বাজারে নামল ঢল। শহর তো বটে, শহরতলি থেকেও মানুষ এলেন দল বেঁধে। চৈত্র সেলের ফায়দা লুটলেন ক্রেতারা। জমজমাট বিক্রিবাটা শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন দোকানিরা। এদিন সকাল থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের বাজারে পা রাখা দায় হয়ে উঠেছিল। বেলা গড়াতে ভিড় আরও ঘন হয়। টি-শার্ট, শার্ট, পাঞ্জাবি, শাড়ি, কুর্তি থেকে চুড়িদার। পছন্দসই মালা থেকে জুতো- কী নেই সেখানে। রীতিমতো ঠেলাঠেলি করে বাজার করতে হয়েছে এদিন।

বর্ষবরণে আয়োজন

- ১৪ ও ১৫ এপ্রিল দিনভর অনুষ্ঠান শহর শিলিগুড়িতে
- অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল বাঘা যতীন পার্ক
- সোমবার দুপুর থেকে পার্কের সামনের রাস্তাজুড়ে আলপনা শিল্পীদের
- 'অর্চক'-এর আয়োজনে বাউলগান, গম্ভীরা ও ছৌ
- 'সোনার তরী'-র সূচিতে নাচ, আঁকা এবং শোভাযাত্রা
- বছরের শেষ রবিবারে বাজারে লোকারণ্য

টাউন স্টেশন বাজার থেকে হাঁটাপথে বাঘা যতীন পার্ক। কাছাকাছি যেতেই মিলিত কণ্ঠের সুর ভেসে এল কানে। মাঠজুড়ে সারবেঁধে বসে খুদেরা। একপাশে বড়রা। চলছে গানের রিহার্সাল। সোম ও মঙ্গলবার পুরনিগম এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের সূচি ঠাসা। দিনভর নানা অনুষ্ঠান রয়েছে। আয়োজনে যেন খামতি না থেকে যায়, সেজন্য প্রস্তুতি চলছে মাসখানেক আগে থেকে। এদিন তার ঝলক দেখা গেল পার্কের ভেতর।

বিধান রোডের একপাশে গণেশের প্রতিমা সাজিয়ে বসেছেন মৃৎশিল্পী ও প্রতিমা ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অধিকাংশ ক্রেতা দোকানদার। এছাড়া বাড়িতেও পুজো হয়। এদিন সকাল থেকে টুকটাক বিক্রি শুরু হয়েছে। বিক্রেতারা আশাবাদী, সোমবার থেকে বেঁচাকেনা আরও বাড়বে।

মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছিলেন, নতুন বছরের প্রথমদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বাঘা যতীন পার্কে সমবেত সংগীতের মাধ্যমে শুরু হবে পুরনিগমের অনুষ্ঠান। এরপর সকাল ৮টায় সূর্য সেন পার্ক পর্যন্ত পদযাত্রা। বিকেলে বাঘা যতীন পার্কে বৈশাখী আড্ডা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসবে। সোমবার দুপুর থেকে পার্কের সামনের রাস্তাজুড়ে আলপনা আঁকতে শুরু করবেন শিল্পীরা।

'অর্চক'-এর অনুষ্ঠান হবে বাঘা যতীন পার্কে। ১৪ এপ্রিল বাউলগান, গম্ভীরা ও ছৌ সহ বিভিন্ন লোকনৃত্য পরিবেশন করবেন শিল্পীরা। পাঠ করা হবে কবিতার কোলাজ। অনুষ্ঠান শেষে রয়েছে পুরস্কার বিতরণী।

পয়লা বৈশাখের সূচি অনুযায়ী, ভোর সাড়ে ৫টায় সূর্য বোধন। সকাল ৬টা ১৫ মিনিট থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু। সলিল চৌধুরীর শতবর্ষ স্মরণে সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে বিশেষ পরিবেশনা রয়েছে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে অদিতি দাস ঘোষ বললেন, 'দু'দিন ধরে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রায় ১৪০০ শিল্পী শামিল হবেন আমাদের আয়োজনে।' জানালেন, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ফাড়াবাড়িতেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে অর্চক।

পার্কে অনুষ্ঠান করবে 'সোনার তরী'-ও। সংগঠনের তরফে শুভম ঘোষ জানালেন, তাঁদের সূচিতে নাচ, ছবি আঁকা এবং শোভাযাত্রা রয়েছে। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে তিনি এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেবেন। এসব ছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে নববর্ষের উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে। সোমবার আলোচনা করবেন উদ্যোক্তারা। সেখানে ঠিক হবে অনুষ্ঠান সূচি।

চির-নূতনেরে দিল ডাক

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে। বাঘা যতীন পার্কে (উপরে)। জমজমাট টাউন স্টেশন বাজার। রবিবার। -সূত্রধর

মেয়রের আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। বহুদিন ধরে ওই স্কুলে শিক্ষিকাদের আলাদা শৌচালয় ও পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘরের ছাদ নেই। এইসব সমস্যা মেয়রকে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবীন মণ্ডল। পরে তিনি বলেন, 'মেয়র আমাদের স্কুলের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

শিবির

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : হাকিমপাড়ার গিরীশ ঘোষ সরণিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন সমাজসেবী সুকান্ত বসু। রবিবার মহিলা, পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৭৮ জন রক্ত দিলেন। সংগৃহীত রক্ত টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিপজ্জনক খুঁটি

নাগরিক সমস্যা

বাগডোগরা, ১৩ এপ্রিল : রূপসিংজোত মমতানগর লোকনাথ মন্দিরের সামনে হাইটেনশন লাইনের একটি খুঁটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। খুঁটিটি বুড়ি বালাসন নদীর মধ্যে বসানো। নদীর পাড় ভাঙতে ভাঙতে খুঁটির গোড়ায় মাটি প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে সেটি ভেঙে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা। স্থানীয় বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

এ বিষয়ে লোকনাথ মন্দিরের কর্মকর্তা বিনয় ঘোষ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে খুঁটিটি এরকম বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। মমতানগর ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। মাথার ওপর দিয়ে হাইটেনশন তারের লাইন চলে গিয়েছে। খুঁটি ভেঙে পড়লে বাড়িঘরের ক্ষতি হবে।' সমস্যা মেটাতে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে তাঁর দাবি। এলাকার বাসিন্দা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নদীভাঙনের ফলে খুঁটির গোড়ার মাটি আলগা হয়ে গিয়েছে। আমরা সবসময় আতঙ্কের মধ্যে থাকি। ঝড়-বৃষ্টি হলে খুবই ভয় লাগে। খুঁটি ভেঙে যদি বাড়ির ওপর পড়ে তাহলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।' সমস্যা মেটাতে তাঁরা ওপরমহলে জানাবেন বলে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার স্টেশন ম্যানেজার রাহুল কর্মকার আশ্বাস দিয়েছেন।

টার্মিনাসে বিয়ে, রাস্তা আটকে ট্রাক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ এপ্রিল : টার্মিনাসের সীমানা প্রাচীর ভেঙেছে বিভিন্ন জায়গায়। চত্বরে থাকা পুরোনো আবাসিক ভবনের বেহাল দশা। ছাদ আর দেওয়াল থেকে খুলে পড়ছে পলেস্তারা। ভেঙেছে খাট, বেসিনের একাংশ। নয়া ভবন নির্মাণ হলেও আবাসিকদের জন্য পরিষেবা চালু করা যায়নি। একই চত্বরে রয়েছে পুরসভা নিয়ন্ত্রিত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেই ভবনের চার নম্বর তলাটি দীর্ঘদিন ধরে অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে। দোতলা এবং তিনতলা আজও অব্যবহৃত। সারাদিনে অনেক মানুষ আসেন। কোভিডকালে এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হত। এখন সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা মেলে।

ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তিস্তা মোড়ে প্রায় দু'দশক আগে ওই টার্মিনাস তৈরি হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, স্থায়ী ট্রাক ও ট্যাক্সিস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হবে। শহরের যত্রতত্র না দাঁড় করিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করলে যানজটে লাগাম টানা যাবে। উদ্বোধনের পর কয়েকমাস কিছু সংখ্যক ট্রাক টার্মিনাসের ভেতরে দাঁড় করানো হলেও ট্যাক্সির দেখা মেলেনি বললেই চলে। বরং পুর বাস টার্মিনাসের সামনের অংশটি দখল করে বহালতবিয়তে চলছে ট্যাক্সিস্ট্যান্ড।

ট্রাক, ট্যাক্সি মালিক ও চালকদের দাবি ছিল, সীমানার ভেতরে গাড়ি রাখলে ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। অর্থাৎ প্রশাসন যে উদ্দেশ্যে বানিয়েছিল টার্মিনাস, তা ব্যর্থ হয়। সেটা একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন স্থানীয়রাও। তাঁদের কটাক্ষ, 'শুধুমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য জায়গাটি ব্যবহার হচ্ছে। ট্রাক টার্মিনাসের জন্য খরচ হওয়া কয়েক কোটি টাকা কার্যত জলে।' টার্মিনাসের সামনে দাঁড়িয়ে আক্ষেপের সুর শোনালেন সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচী। বললেন, 'সারা বছরে কিছু বিয়ের আসর দেখতে পাওয়া যায়। জনগণের করের টাকা পরিকল্পনার অভাবে অপচয় ছাড়া কিছুই হয়নি।'

এ প্রসঙ্গে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের আশ্বাস, 'পুরোনো ভবনের হাল ফেরাতে সংস্কার শুরু হবে দ্রুত। চলতি মাসেই নতুন বিল্ডিং আবাসিকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে।' সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অর্ধসমাপ্ত কাজ নিয়ে তাঁর যুক্তি, 'ওই বিল্ডিংয়ে অল্প খরচে নানাধরনের শারীরিক পরীক্ষার জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। এর জন্য বড় ফান্ডের প্রয়োজন। সেটা পেলে শুরু হবে কাজ।' ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার কৃষ্ণা ঘোষ দত্ত টার্মিনাসের বেহাল পরিস্থিতি স্বীকার করে নিয়েছেন।

টার্মিনাসে ঢুকে চোখে পড়বে, আবর্জনা আর জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে চারদিক। অভিযোগ, প্রাচীর কিছুটা ভেঙেছে দেখভালের অভাবে।

খাঁখাঁ করছে ইসলামপুর ট্রাক টার্মিনাস।

অর্থ অপচয়

- দু'দশক আগে কোটি টাকা ব্যয়ে টার্মিনাস
- লক্ষ্য ছিল, ট্যাক্সি ও ট্রাক দাঁড় করানো হবে
- কিছুদিন কয়েকটি ট্রাক পার্ক করা হলেও ট্যাক্সির দেখা মেলেনি
- পুরোনো ভবন বেহাল, নতুনটি আবাসিকদের জন্য খোলেনি
- ভেঙেছে সীমানা প্রাচীর

বাকিটা ভেঙেছেন আশপাশের বাসিন্দাদের একাংশ। ভাঙা জায়গাটিকে যাতায়াতের রাস্তা বানিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। বাঁ দিকে পুরোনো ভবন। ঘরগুলো পরিত্যক্ত। কিছুটা এগোলে চোখে পড়বে ইংরেজি হরফে লেখা, 'রিসেপশন'। সামনে যেতেই দেখা হল এক তরুণের সঙ্গে।

-এখানে ঘর পাওয়া যায়?

একগাল হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'এই বিল্ডিংয়ে ১০টি ঘর রয়েছে। একটিও ব্যবহারের যোগ্য নেই আর। নতুন বিল্ডিংয়ের ঘরগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে। কবে সাধারণের জন্য দরজা খোলা হবে, জানি না।'

এত ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কাউন্সিলারের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'বিয়েবাড়ির জন্য টার্মিনাস চত্বর ভাড়া দেওয়া হয়। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারতলার কাজ ফান্ডের অভাবে থমকে আছে। চেয়ারম্যান বিষয়টি দেখছেন।'

সিপিএমের বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ১৩ এপ্রিল : বাগডোগরা বিহার মোড়ে রবিবার অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল সহ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। সভা থেকে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে বহাল রেখে অযোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের দাবি জানানো হয়। ওই বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন অমল রায়। বক্তব্য রাখেন শীতল দত্ত, দীপঙ্কর দাস ও জয়দেব বিশ্বাস।

সাহায্যের আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ি শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূরবী সরকার। বয়স এগারো। শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সে। অথচ একরত্তি মেয়েটা প্যানক্রাইটিস, গলব্লাডার স্টোন ও লিভারের জটিল রোগে আক্রান্ত। পূরবীর বাবা-মা আর বেঁচে নেই। এই পরিস্থিতিতে দাদু ও দিদার কাছেই সে থাকে।

এমনকি তার মামার বাড়ি একটি বেসরকারি ব্যাংকে বন্ধক রাখা আছে। দাদু সুভাষ দত্ত পেশায় নিরাপত্তারক্ষী। অল্প আয়। কোনোরকমে চলে সংসার। তিনি নিজেও হৃদরোগে আক্রান্ত। ফলে নাতনির ব্যয়বহুল চিকিৎসা ও একইসঙ্গে সংসার চালানো একরকম তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিকে ছোট্ট নাতনি পূরবীর স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। এই অবস্থায় ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে তার দাদু-দিদা এখন দিশেহারা। নাতনির চিকিৎসার জন্য তাঁদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন।

কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পূরবীর চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়াতে যোগাযোগ করতে পারেন ৮৫০৯৬৯২৯৫৭ নম্বরে।

নব বর্ষে নব হর্ষে

উত্তাল সময়। বিষাদ সিন্ধুর হাহাকার চারিদিকে। দীনতা, জীর্ণতার অবসান হোক। নববর্ষের আগমনে জীবন গেয়ে উঠুক নব জীবনের জয়গান।

জাগো হে নূতন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
গণেশ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
আলোর লাঠি
শংকর
রসগোল্লা
প্রফুল্ল রায়
আমাকে দেখুন
পি সি সরকার
অমিতাভ
গৌতমেন্দু রায়
জীবন দাসের ডায়েরি

সাগরিকা রায়
কাননে কুসুমকলি
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
শুনছেন, মিসেস ঘোষাল
শবরী চক্রবর্তী
রামকমল
রমাপদ পাহাড়ি
জেন-জি
তিন কন্যার পয়লা স্মৃতি
স্বস্তিকা-ঈশা-রাইমা
উত্তম পদ
মহানায়কের প্রিয় রেসিপি

১ বৈশাখ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের ধিক্কার

'লাথি গোটা শিক্ষক সমাজকে মারা হয়েছে'

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : যোগ্য শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন অধ্যাপক ও শিক্ষকদের একাংশ। রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের তরফে এনিয়ে একটি ধিক্কার সভা করা হয়। সেখানে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকরা হাজির ছিলেন। এসএসসিতে নজিরবিহীন দুর্নীতি ও চাকরিহারা শিক্ষককদের ওপর লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় উপস্থিত জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'যে পুলিশ আজ চাকরিহারাদের লাথি, লাঠিপেটা করল, তাঁরাও একটা সময় শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে পাশ করার পর চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের শিক্ষকের কথা ভুলে গেলেন। এই লাথি একজনের নয়, গোটা শিক্ষক সমাজকে মারা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে শিক্ষাব্য বস্থায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার দায় কেউ এড়িয়ে যেতে পারবেন না।'

তাঁর সংযোজন, 'প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এসে জিজ্ঞাসা করে, ভবিষ্যতে চাকরির জন্য কী নিয়ে পড়বে। আমরা তাদের বিএড করতে বলি। নেটের জন্য কিংবা পিএইচডি-র জন্য পড়াশোনা করতে বলি। কিন্তু সেসব করা সত্ত্বেও টাকা ছাড়া যে চাকরি হবে না, তা তারা আমাদের বললে তখন কোনও উত্তর থাকে না।'

চাকরিহারাদের আন্দোলনকে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমর্থন করা হচ্ছে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ এর সঙ্গে রাজনৈতিক রং মেশাতে চাইছেন না। সেই কারণে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের পাশে সাধারণ মানুষকে দাঁড়ানোর আবেদন তাঁরা করছেন। এদিন সভা থেকে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরা উঠে এসেছি, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস হতে দেব না। চাকরি পাওয়াটা কি অন্যায়? মুখ্যমন্ত্রী মানবিকতার কথা বলে চাকরিহারাদের স্বেচ্ছাশ্রম দিতে বলছেন। কিন্তু যাঁর চাকরি চলে গিয়েছে, তাঁর সংসার চলবে কী করে। শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রমাণ রাজ্য ছিঁড়ে ফেলে বিক্রি করে দিয়েছে।'

শিক্ষা-সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের তরফে লাগাতার নিজেদের মতো করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিন কার্সিয়াং কলেজের অধ্যাপক প্রশান্ত সরকার বলেন, 'রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন অন্ধকার জগতে চলে গিয়েছে যে শিক্ষকরা আলু, পেঁয়াজের মতো বিক্রি হচ্ছে। স্বচ্ছতার মুখোশ পরে শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার দায় সরকারের। এই সরকারের জন্য যোগ্যরা চাকরিহারা হয়েছেন।'

প্রশান্তের কথায়, 'বাম আমলের পর সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সিস্টেমে কোনও পরিবর্তন আসেনি।'

দুর্নীতির প্রতিবাদে বাঘা যতীন পার্কে অবস্থান বিক্ষোভ। রবিবার। -সূত্রধর

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য প্রুফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর

প্রুফরিডার

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভুল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। যোগ্যতা : অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি

কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

প্রয়াত ভাষা সৈনিক নলিনাক্ষ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল : রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নলিনাক্ষ পাল। যে ভাষা আন্দোলনের জন্য বাঙালির রক্ত ঝরেছিল, ১৯৫২ সালের সেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নলিনাক্ষ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন ছেলে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনিদের রেখে গেলেন।

মেজো ছেলে বিদ্যুৎ পাল বলেন, 'মাসখানেক আগে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর চিকিৎসা চলছিল। বয়সজনিত কারণে রবিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে।'

তাঁর মৃত্যুর কথা জানাজানি হতেই শোকের ছায়া কোচবিহারে। শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সদস্যরা, স্থানীয় কাউন্সিলার চন্দনা মোহন্ত সহ অন্যরা। শোকপ্রকাশ করেছেন সকলেই। কবি তথা শিক্ষক সুবীর সরকারের কথায়, 'ভাষা সৈনিক নলিনাক্ষ পালের কাছ থেকে মাতৃভাষা আন্দোলনের বহু গল্প শুনেছি। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করছি।'

নলিনাক্ষের আদি বাড়ি ছিল ঢাকায়। সেখানে ছাত্রাবস্থাতেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে, তখন তিনি ঢাকার একটি হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পাকিস্তান তখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন নলিনাক্ষ এবং তাঁর সহপাঠীরা। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। বাংলা ভাষার সপক্ষে তিনি কবিতা এবং গানও লিখতেন। সেবছর ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল পা মিলিয়েছিলেন তিনিও।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকায় থাকতেন নলিনাক্ষ। ১৯৬৪ সালে কোচবিহারের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করেন তিনি। সোনা, রুপোর অলংকার তৈরি করা ছিল তাঁর পেশা। মাতৃভাষা দিবস এলে শহরের বিভিন্ন সংগঠনের তরফে প্রতিবারই সংবর্ধনা জানানো হত নলিনাক্ষকে। কাউন্সিলার চন্দনা বলেন, 'অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।'

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে, তখন তিনি ঢাকার একটি হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পাকিস্তান তখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন নলিনাক্ষ এবং তাঁর সহপাঠীরা। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর।

ইয়াক উৎসবের শুরুতে সান্দাকফুতে তুষার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : পর্যটকদের কাছে সান্দাকফু ও ফালুটের আকর্ষণ বাড়াতে রবিবার থেকে ইয়াক বা চমরিগাই পর্যটন উৎসব শুরু হয়েছে। আর দু'দিনের এই উৎসবের সূচনাতেই সান্দাকফুতে তুষারপাত পর্যটকদের বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছে। এই উৎসবে অংশ নিতে সান্দাকফু ও ফালুটের বিভিন্ন হোটেল ও হোমস্টেতে এখন পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। গোটা এপ্রিল মাস জুড়েই এই অঞ্চলে হোটেল, লজগুলির বুকিং পূর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা চন্দন প্রধান।

প্রতি বছর থাকুমে চমরিগাই পর্যটন উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবার এই উৎসব অষ্টম বর্ষে পা দিয়েছে। এবারের উৎসবে পর্যটকরা প্রায় ১৩০টি চমরিগাইয়ের দর্শন পাবেন। পাশাপাশি চমরিগাইয়ের দুধ থেকে তৈরি সুরপি, দই, ঘি, চিজ সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থাও থাকছে। উৎসবের শুরুতেই রবিবার সান্দাকফুতে বছরের দ্বিতীয় তুষারপাত চাক্ষুস করে পর্যটকরা ব্যাপক খুশি।

সান্দাকফুতে বছরের দ্বিতীয় তুষারপাত। রবিবার।

সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর অনিল তামাং বলেন, 'সিঙ্গালিলা বনাঞ্চলে চমরিগাই অত্যন্ত পরিচিত নাম। আগে এই চমরিগাইকে ব্যবহার করেই পণ্য আনা নেওয়ার কাজ হত। সান্দাকফুতে ট্রেকিংয়ে যাওয়া পর্যটকদের ব্যাগপত্রও এই চমরিগাইয়ের পিঠে চাপিয়েই দুর্গম পথ বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। তবে বছর কয়েক আগে চমরিগাইয়ে পণ্য পরিবহণের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।'

সিঙ্গালিলার বনবস্তিতে বসবাসকারীদের বক্তব্য, অনেকেই বাড়িতে চমরিগাই পালন করে সংসার চালান। চমরিগাই নিয়ে বাড়ির কর্তাই গাইড হিসাবে ট্রেকারদের সঙ্গ দিয়ে রোজগারের সুযোগ পেতেন।

কিন্তু এখন সেই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চমরিগাইকে ঘিরে পর্যটকদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। সান্দাকফু, ফালুট পর্যটনস্থলের আকর্ষণ পর্যটকদের কাছে আরও বাড়াতেই এই চমরিগাই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি সান্দাকফুর ঐতিহ্যবাহী ল্যান্ড রোভার গাড়িতে চড়ার সুযোগও মিলছে।

এই উৎসবের যোগ দিতে শনিবার সকালে দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে প্রচুর পর্যটক ল্যান্ড রোভারে চেপে ফালুটে পৌঁছেছেন। রবিবার তাঁরা ফালুট থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকুমে উৎসবে যোগ দেন। সেখান থেকে পর্যটকরা সান্দাকফুতেও যাবেন বলে জানা গিয়েছে।

উৎসবে অংশ নিয়ে চমরিগাই দেখার আনন্দ নিতে সান্দাকফুতে অনেক পর্যটক আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। তবে সান্দাকফু, থাকুম, ফালুটে খুব বেশি পরিমাণে হোটেল, লজের ব্যবস্থা না থাকায় বহু পর্যটককে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না বলে উৎসবের আয়োজকরা জানিয়েছেন।

সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর অনিল তামাংয়ের কথায়, 'এখন যে পর্যটকরা উৎসবে যেতে চাইছেন, তাঁদের সকালে গিয়ে বিকেলে দার্জিলিং ফিরে আসতে হবে। কেননা আগামী কয়েকদিন ওই এলাকায় রাত্রীযাপনের জন্য কোনও হোটেল, লজে আর জায়গা নেই।'

মৃত্যু সরণি রেললাইন

প্রথম পাতার পর

ওই এলাকায় রেললাইন পেরিয়ে দ্বিতীয় উপনগরী গড়ে ওঠায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। মহাবীরস্থানেও গত ডিসেম্বরে এক তরুণ ট্রেনের ধাক্কায় আহত হন। পরে তিনি মারা যান। এমন ঘটনা পরপর ঘটায় রেল কর্তৃপক্ষও চিন্তিত।

এদিন বর্ধমান রোড রেললাইন এলাকাতেই দেখা গেল, কয়েকজন মহিলা বসে আড্ডা দিচ্ছেন। মহম্মদ জুবিনা নামে এক মহিলা নির্বিকারভাবে বলেন, 'আমাদের এখানে বসে থাকতেই ভালো লাগে। ট্রেন এলে সরে যাই।' ওই এলাকায় রাত বাড়তেই নেশার আসর বসার অভিযোগ রয়েছে। মাটিগাড়া এলাকায় মাস দুয়েক আগে এক মহিলার ট্রেনে কাটা পড়ার পেছনে সেখানে চলা নেশার আসরের কথা সামনে এসেছিল। একই সমস্যা রয়েছে ফুলেশ্বরী এলাকায়।

শহরের বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ দাস বলছিলেন, 'যে যাই প্রচারের কথা বলুক, বাস্তবে কারও তরফে কোনও উদ্যোগই নেই। নেশার আসর তো আশপাশের এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেয়।' ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিংয়ের কথায়, 'রেললাইন এলাকায় নেশার আসর বা বসে এ ধরনের আড্ডা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর নেশার আসরের কারণে এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে।' রেল পুলিশের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনেরও এমন আসর বন্ধে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ। তিনি বলেন, 'সচেতনতার পাশাপাশি কড়া ব্যবস্থা না নেওয়া হলে, এই সমস্যা সমাধানের নয়।'

অবশেষে একরত্তির ঠিকানা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল : গত তিন মাস ধরে একরত্তি আকাশের ঠিকানা ছিল কখনও শিলিগুড়ি, কখনও জলপাইগুড়ির চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে, আবার কোচবিহারের হোমে। তবে এবার তার ঠিকানা নিশ্চিত হল। কলকাতার দমদমেই বড় হয়ে উঠবে আকাশ। সেখানে এক নিঃসন্তান দম্পতির পরিবারে আলো ছড়াবে ওই একরত্তি। সম্প্রতি কোচবিহার জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের তরফে দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আকাশকে তুলে দেওয়া হয় কলকাতার ওই দম্পতির হাতে।

প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনে অনেক শিশুকেই দত্তক দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার থেকে বিদেশে দত্তক দেওয়ার নজিরও রয়েছে। দত্তক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও শিশুটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে কিনা তা জানতে মাঝেমধ্যেই প্রশাসনের তরফে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারিতে সাড়ে চার মাসের ওই শিশুকে শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে পাওয়া যায়। এরপর তাকে নিয়ম মেনে জলপাইগুড়ির চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

ছবি : এআই

সেখান থেকে ২৩ জানুয়ারি আকাশকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়। গত তিন মাস বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিউ ভারতী ক্লাব পরিচালিত স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি (সা)-তে রাখা হয়। সেখানেই বড় হয়ে উঠছিল আকাশ। তবে ওই একরত্তির ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে অনেক গুঞ্জন ছিল। অবশেষে নতুন মা-বাবা পেল আকাশ। কলকাতার দমদমের এক দম্পতি তাকে দত্তক নিয়েছে। সরকারিভাবে শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনলাইনে আবেদন জানাতে হয়। আবেদনের ভিত্তিতে একাধিকবার প্রশাসনের তরফে সবদিক খতিয়ে দেখা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তবেই দত্তকের বিষয় নিয়ে এগোন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। কলকাতার দমদমের বাসিন্দা ওই দম্পতির যৌথ পরিবার হলেও তাঁদের সন্তান ছিল না। তাঁরা অনলাইন মাধ্যমে দত্তক নেওয়ার আবেদন করেছিলেন। কোচবিহার ও দমদম দুই জায়গার প্রশাসনই খতিয়ে দেখার পর দত্তকের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। সম্প্রতি কোচবিহারে আসেন ওই দম্পতি। শিশুকে তাঁদের হাতে তুলে দেন জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরী। সন্তানকে কোলে নিয়ে নতুন বাবা-মায়ের চোখেমুখে তখন তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ একেবারেই স্পষ্ট। স্নেহাশিসের কথায়, 'সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে শিশুটিকে দত্তক দেওয়া হয়েছে। ও নতুন একটি পরিবার পেল। সেখানেই বড় হয়ে উঠবে। খুবই ভালো লাগছে।'

বাবা-মা পেল

- গত জানুয়ারিতে সাড়ে চার মাসের এক শিশুকে শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে পাওয়া যায়
- ২৩ জানুয়ারি আকাশকে কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়
- গত তিন মাস বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিউ ভারতী ক্লাব পরিচালিত স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি (সা)-তে রাখা হয়
- অবশেষে কলকাতার দমদমের এক দম্পতি তাকে দত্তক নেয়

সাংবাদিকের পাশে সহকর্মীরা

মালবাজার, ১৩ এপ্রিল : সহকর্মী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগকে ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছেন বাকি সাংবাদিকরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালবাজারের সাংবাদিক অভিষেক ঘোষের পাশে দাঁড়িয়েছে ডুয়ার্সের সংবাদকর্মীদের সংগঠন ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স প্রেস ক্লাব। রবিবার এই ঘটনায় পুলিশের কাছে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সেই সংগঠনের সদস্যরা।

রবিবার বিকেলে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেশমুখ রোশন প্রদীপের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দাবিপত্র তুলে দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অনুপ সাহা, সব্যসাচী ঘোষ, দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সন্তু চৌধুরী, সোমনাথ দত্ত, কাঞ্চন মালাকার প্রমুখ। দাবিপত্র পেয়ে এসডিপিও প্রেস ক্লাবের সদস্যদের আশ্বস্ত করেন যে, তদন্ত সঠিক পথেই পরিচালিত হবে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসে সংগঠনের সভাপতি অনুপ সাহা বলেন, 'আমাদের এক সহকর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে এটা প্রতিহিংসাপরায়ণ ঘটনা ও একটি ষড়যন্ত্র। তাই আমরা প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছি।'

রবিবার সেই সাংবাদিক সংগঠনের তরফে সহকর্মীর পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ওয়াকফের প্রতিবাদ

চোপড়া, ১৩ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রবিবার চোপড়ায় মিছিল করা হল। এদিন তানজিম ফালাউল মুসলেমিনের উদ্যোগে মিছিলটি হয়। পরে বিডিও সমীর মণ্ডলকে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয় তাদের তরফে। উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ অন্যরা। কর্মসূচি উপলক্ষ্যে মোতায়েন ছিল পুলিশ। পরিস্থিতি তদারকি করেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল : রবিবার ভোরে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চারঘরিয়া আবগারি চেকপোস্টে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি দামি চার চাকার গাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ২৪৮ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল কোচাধামন থানার পুলিশ। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দুজন মদ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মণীশ কুমার ও অনিলকুমার যাদব বিহারের বৈশালী জেলার বাসিন্দা। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, ওই মদ উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের বৈশালী জেলায় পাচার করা হচ্ছিল। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

ঠাঁই মালদায়

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে লুঠপাট চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতটা কোনওমতে লুকিয়ে থেকে আজ প্রাণভয়ে নৌকায় আমরা প্রায় ৫০টি পরিবার পালিয়ে এসেছি। এপারের লোক এভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, ভাবতেই পারিনি। কিন্তু কতদিন অন্যের আশ্রয়ে থাকতে হবে কে জানে!'

দুষ্কৃতী তাণ্ডবের শিকার ধুলিয়ান পুরসভার বাসিন্দা মালতী হালদার বলেন, 'নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। নিরাপত্তার কথা ভেবেই ছেলেমেয়ে নিয়ে ডিঙিতে উঠে এপারে এসেছি।' স্কুলের শিবিরে দেখা গেল, প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সবাই সক্রিয়। রান্না থেকে খাওয়ানো, সবেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন স্থানীয়রাও। এলাকার এক মৎস্যজীবী সুবোধ সরকার বলেন, 'গঙ্গার এপার-ওপারে আমাদের নিত্য যোগাযোগ। এই বিপদে ওঁদের পাশে দাঁড়ানোটাই তো স্বাভাবিক।'

বিধায়ক চন্দনা সরকার জানান, খাবার, চিকিৎসা ও বেবি ফুডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওঁরা নিরাপদে রয়েছেন। বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকার বলেন, 'ওপার থেকে সব মিলিয়ে ৩৫০ জন শিবিরে এসেছেন।' মালদার পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসক পারলালপুরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, 'যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের জন্য পোশাক, খাবার, চিকিৎসা ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

মাকে সাহায্য।। *কোচবিহার তোর্ষা নদীর চরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।*

স্কুল সার্ভিস কমিশন ফিরুক

প্রথম পাতার পর

সদর দপ্তর ছিল মালদা। সরকার পরিবর্তনে বদল এল নীতিতে। বাস্তবে সেটা হয়ে দাঁড়াল উত্তরের শিক্ষিত সমাজের প্রতি বদলা নেওয়ার মতো। পরিবর্তনের সঙ্গে তুলে দেওয়া হল আঞ্চলিক ব্যবস্থা। আমরা অদ্ভুত এক ব্যবস্থাপনা নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করলাম।

একদিকে রয়ে গেল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ, রাজবংশী ভাষা পরিষদ। তৈরি করা হল আরও নানা রকমের উন্নয়ন পর্ষদ। পশ্চাৎপদ উত্তরবঙ্গ চায় স্পেশাল অ্যাটেনশন। কার্যত স্কুলে নিয়োগের জন্য করা হল উলটো রথযাত্রা। উত্তরবঙ্গের পদগুলোর জন্য উত্তরবঙ্গের চাকরিপ্রার্থীরাই শুধু পরীক্ষায় বসবে তা নয়, উত্তরবঙ্গে চাকরির জন্য লড়বে গোটা রাজ্যের ছেলেমেয়েরা। আগে কিছুটা রাখা ঢাকা ছিল। আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন তুলে দিয়ে সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন করা হল।

বিজ্ঞান বলে, মানুষের মেধা তৈরিতে পরিবেশ এক বিশাল প্রভাব ফেলে। রাজ্যের অন্য কোনও প্রান্তে হয় অজানা, কিন্তু আজও আমাদের উত্তরবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বাবার থেকে কেড়ে নিয়ে মারে হাতি। মাধ্যমিক সফল করতে ফি বছর নিয়ম করে ছাত্রছাত্রীদের পাহারা দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছোনোর দায়িত্ব নিতে হয় বন দপ্তরকে। স্বাধীনতার অমৃতকাল পার হল। আজও উত্তরবঙ্গের সব পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক দেওয়ার সুযোগটুকু পেল না।

স্নাতক স্তরে নতুন শিক্ষানীতি চালু হওয়ার পর অকৃতকার্যদের সংখ্যায় শিউরে উঠতে হয়। কীভাবে পড়ানো হবে কলেজে? আজও নাকি হয়নি সঠিক ওরিয়েন্টেশন। এই রকম কম সুযোগসুবিধে পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের আমরা ফেলে দিলাম সবার মাঝে সব সেরা হয়ে চাকরির নিয়োগপত্র অর্জনের কাজে। আঞ্চলিক ব্যবস্থার ইতি হওয়ায় কোত্থেকে কোথায় দাঁড়াতে হল? দুই মেদিনীপুরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গোটা উত্তরবঙ্গের থেকে বেশি। কলকাতা ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১৫০-এর বেশি, উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা ৬০-এর কম। মোদ্দা কথা হল, সাঁতার শেখার ন্যূনতম সুযোগ না দিয়ে আমরা কিছু মানুষকে গ্রাম্য একটা নদী থেকে তুলে নিয়ে ফেললাম ভরা কোটালের গঙ্গায়। বললাম, যাও সাঁতরাও আর ওই পারে ওঠো।

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড? আমাদের ছেলেমেয়েরা তা থেকে বঞ্চিত। আত্ম প্রবঞ্চনা থেকে বেরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হোক রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

ভিস্টাডোমের ছাদে 'পর্যটক' হনুমান

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৩ এপ্রিল : চর্চায় আবার হনুমান। শনিবারই ধুমধাম করে পালিত হয়েছে হনুমান জয়ন্তী। আর তার পরের দিনই একটি পূর্ণবয়স্ক হনুমানকে ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড ডামডিমে। সেই সেবক থেকে ভিস্টাডোমের ছাদে চেপে পাড়ি দিয়েছিল অনেকখানি পথ। তবে বিপত্তি বাঁধে ডামডিম স্টেশনে এসে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কামরার ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে স্টেশনে। হইচই পড়ে যায়। উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান বনকর্মীরা। বর্তমানে বন দপ্তরের পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলছে তার।

রবিবার সকালে শিলিগুড়ির আকাশে তখন মেঘ-রোদের খেলা। আবহাওয়ার এই মেজাজ পরিবর্তনের মাঝেই সেবক স্টেশনে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের ছাদে উঠে বসে একটি পূর্ণবয়স্ক হনুমান। অংশুমান সিংহ তাঁর পরিবার নিয়ে সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন ডুয়ার্সের পথে। তাঁর ছয় বছরের ছেলেই প্রথমে খেয়াল করে সেই হনুমানের কীর্তি। বাবাকে জানায়। আস্তে আস্তে খেয়াল করেন কামরার বাকি যাত্রীরাও। তবে সেসবে থোড়াই কেয়ার সেই হনুমানের! সে তখন বৃষ্টিভেজা ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতেই মগ্ন। এরই মধ্যে ঘটে বিপত্তি। ডামডিম স্টেশনের কাছাকাছি রেলের হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসে হনুমানটি। যন্ত্রণায় ঝুলে পড়ে ট্রেনের জানলায়। অংশুমানের কথায়, 'আমার ছেলে দেখতে পেয়ে আমাদের জানায়। হঠাৎ করে হনুমানটি যে দুর্ঘটনার কবলে পড়বে, তা ভাবতেই পারিনি। প্রথমে আমার ছেলে মজা পাচ্ছিল। হনুমানকে কষ্ট পেতে দেখে ও কেঁদে ফেলে।'

বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে দুর্ঘটনার কবলে হনুমান।

ডামডিম স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে হনুমানটি ছিটকে পড়ে স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন জড়ো হয়। কিন্তু শুশ্রুষার জন্য কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দিচ্ছিল না সেই বুনো। স্টেশন কর্তৃপক্ষের তরফে বন দপ্তরকে জানানো হয়। মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড-২'এর আধিকারিক অঙ্কন নন্দী বলেন, 'খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। হনুমানটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। বর্তমানে হনুমানটি চিকিৎসা চলছে, সুস্থ হলেই তাকে বনে ছেড়ে দেয়া হবে।'

নিউ মাল জংশন জিআরপি'র ওসি অমৃত বর্মন বলেন, 'ঘটনাটি জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বন দপ্তরকে খবর দিয়েছিলাম। বনকর্মীরা আসা পর্যন্ত হনুমানটিকে আগলে রেখেছিলাম।'

এদিকে স্থানীয়রা বলছেন, ডুয়ার্সে বাঁদরের উৎপাত তো বেড়েছেই। সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যেই পূর্ণবয়স্ক হনুমানের দলও চলে আসছে শহর এবং শহরতলিতে। পশুপ্রেমী স্বরূপ বিশ্বাস ও তানিয়া হক জানালেন, ডুয়ার্সে বাঁদর দেখা গেলেও সেভাবে হনুমান দেখা যায় না।

সাধারণত বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়ায় হনুমানদের আধিক্য বেশি। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তারা ট্রেন বা অন্য কোনও যানবাহনে চেপে চলে আসে। পর্যটকদের দেওয়া খাবারে তারা আকৃষ্ট হয়। তানিয়ার অনুমান, 'খাবারের লোভেই হয়তো ট্রেনে চড়ে বসেছিল হনুমানটি। বন্যদের খাদ্যশৃঙ্খল সঠিক রাখার জন্য বন দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।'

অনেকটা একই সুর বন্যপ্রাণপ্রেমী দেবম ভৌমিক, রাজীব বিশ্বাস, সম্রাট হালদারদের। তাঁদের কথায়, যেভাবে লাগাতার বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছে, তাতেই খাবারের অভাবে বুনোদের এভাবে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

ঘর ছাড়ছে

প্রথম পাতার পর

যদিও সেই নাবালিকা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়, সে নিজের ইচ্ছাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। প্রধাননগর থানার আইসি বলছেন, 'এই নাবালিকারা আইনকানুন কিছু জানে না, এমন হতে পারে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা একই ধরনের ঘটনা দেখে আসছি। নাবালিকাকে অভিযুক্ত বাড়ির লোক কিংবা আইনজীবীরা এটাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কোনওভাবে তারা যেন অভিযুক্তের নাম না বলে।'

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'যে সমস্ত নাবালিকা এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছে, দেখতে হবে তারা কোন এলাকা ও পরিবার থেকে আসছে। এমনও দেখেছি, বাবা স্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। এরপর ওই ছাত্রী স্কুলে না ঢুকে অন্য ছেলের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের সঙ্গেও আমরা কথা বলছি।' এমনকি টিউশনে যাওয়ার নাম করে বেরিয়েও নাবালিকা নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। পরে দেখা যাচ্ছে, ওই নাবালিকা পালিয়ে গিয়েছে। এনজেপি থানা এলাকাতেই সম্প্রতি এধরনের ঘটনা ঘটেছে। পরে এক তরুণের সঙ্গে তিনবাত্তি মোড়ে ঘোরার সময় তাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুতপা সাহার কথায়, 'আসলে আমরা কেউই সচেতন নই। স্কুলগুলোতে যাঁরা সচেতন করছেন, তাঁদের কি আদৌ নাবালিকাদের সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে? মায়েরাই যদি মোবাইল আসক্ত থাকেন, তাহলে মেয়েদের দেখবে কে? এখন মেয়েরা মোবাইল ছাড়া কিছু বোঝে না। আর সেখান থেকেই এখন যাবতীয় সম্পর্কের সূচনা।'

সুতপার কথাগুলো যে খুব একটা ভুল নয়, সেটা গত সেপ্টেম্বর মাসে মাটিগাড়া থানার উদ্যোগে জয়পুর থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার ঘটনাতেই বোঝা যায়। জয়পুরের এক তরুণের সঙ্গে ওই নাবালিকার সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্পর্ক হয়। এরপর সে জয়পুরে চলে যায়। ঘটনায় ওই তরুণ ও তার মা গ্রেপ্তার হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'পুলিশ, সরকার থেকে শুরু করে স্কুল, সকলেই আমরা এসমস্ত ব্যাপারে সচেতন করছি। তবে এরপরেও যখন এধরনের ঘটনা ঘটছে, আমরা আইনত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

গোয়েন্দা রিপোর্টে নজর সীমান্তে

প্রথম পাতার পর

অবাধে যাতায়াতের সুযোগ নিয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা।

বিএসএফের দাবি, গত কিছুদিন ধরে ভারতীয় নাগরিকদের একাংশকে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিল কখনও মুখোমুখি, কখনও ভিডিও কনফারেন্সে। জঙ্গিপুর সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জঙ্গি ও দুষ্কৃতীদের ডেরা হিসাবে কুখ্যাত। সেখান থেকে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। এপারে হামলাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিক থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজ্য গোয়েন্দারা আরশাদ, মেহবুব ও নজরুল নামে এবিটি স্লিপার সেলের তিনজনের সন্ধান পেয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি করছে পুলিশ। নতুন কোনও অপ্রীতিকর কিছু রবিবার না ঘটলেও রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে মদত দিচ্ছে। সেই কারণে এই অশান্তি। রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ। এর দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে।'

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের পালটা অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকিয়েছে বিজেপিই। মুর্শিদাবাদের গোলমালে তারাই যুক্ত। বিজেপি ফেক ভিডিও ছড়িয়ে এলাকা উত্তপ্ত করার চেষ্টা করেছে। পুলিশ সময়মতো কঠোর পদক্ষেপ করেছে। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের। তাদের নজর এড়িয়ে কী করে বাংলাদেশি মৌলবাদীরা এই রাজ্যে ঢুকল? এখানেই বিজেপির চক্রান্ত স্পষ্ট।' মুর্শিদাবাদের এই ঘটনায় মন্তব্য করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। লখনউয়ের একটি অনুষ্ঠানে রবিবার তিনি বলেন, 'ওয়াকফ আইন নিয়ে হিংসা উসকে দেওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। হিন্দুদের খুন করা হচ্ছে। তাদের বাড়ি, গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে হিংসার পিছনে সংকীর্ণ রাজনীতি রয়েছে। বিশৃঙ্খলা তারাই করছে, যাদের ওয়াকফ আইনের ফলে স্বার্থে আঘাত লেগেছে।'

ধুলিয়ানে রাস্তা রবিবার প্রায় জনশূন্য ছিল। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বেরোননি। বিএসএফের উপস্থিতির কারণে নতুন করে অশান্তি হয়নি বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। সে কারণে কেউ কেউ চাইছেন বিএসএফ পাকাপাকিভাবে মোতায়েন থাকুক। বিএসএফের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, যতদিন পুলিশ চাইবে, ততদিনই তারা থাকবে।

বিভিন্ন বাড়ির ছাদে মজুত প্রচুর পাথর-ইট রবিবার খালি করিয়েছে বিএসএফ। মুর্শিদাবাদে অতিস্পর্শকাতর এলাকাগুলি আধাসেনা চিহ্নিত করে নজর রেখেছে। জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায় বলেন, 'কেউ যেন গুজবে কান না দেয়। কারও কিছু সন্দেহ হলে যেন আমাদের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করেন। কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক, আমরা বলে দেব।' দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী সামশেরগঞ্জে যান।

(তথ্য সহায়তাঃ দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, অর্ণব চক্রবর্তী ও পরাগ মজুমদার)

চিরকুট সেলিব্রেশনে মনও জিতলেন অভিষেক

হায়দরাবাদ, ১৩ এপ্রিল : ঝড়ের নাম অভিষেক শর্মা।

যেদিন ঝড় ওঠে, প্রতিপক্ষ খড়কুটোর মতো উড়ে যায়। শনিবার রাতে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে তেমনই এক অভিষেক-ঝড়ে উড়ে গেল পাঞ্জাব কিংসের ২৪৫ রানের বিশাল স্কোরও! একাই ১৪১। অভিষেকের যে সুনামির হাত ধরে প্রায় অসম্ভব ২৪৬-এর টার্গেটে ১৯তম ওভারেই পৌঁছে যায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ!

চোখধাঁধানো শতরানের পর ম্যাচের নায়ক মাতলেন চিরকুট সেলিব্রেশনে। কিছুদিন আগে লখনউ সুপার জায়েন্টসের স্পিনার দিগবেশ সিং রাঠির নোটবুক সেলিব্রেশন রোষের মুখে পড়েছিল। অভিষেকের চিরকুট-উচ্ছ্বাসে শুধুই আবেগ। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও নোটবুক নিয়ে মজা করতে ছাড়লেন না। অভিষেকের হাত থেকে চিরকুট কেড়ে নিয়ে দেখালেন। যেখানে লেখা ৪০ বলে করা শতরান উৎসর্গ করছেন অরেঞ্জ আর্মির জন্য (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সমর্থক)।

ট্রাভিস হেড জানান, অভিষেক নিশ্চিত ছিলেন এমন একটা ইনিংস আসতে চলেছে। প্রথম ম্যাচ থেকেই চিরকুট পকেটে করে নেমেছেন। যদিও অভিষেকের দাবি, আজই লিখেছেন। কারণ, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কিছু লেখা নাকি তাঁর অভ্যাস। সকাল থেকে মন বলছিল, দিনটা তাঁর হতে চলেছে!

৫৫ বলে ১৪১ (১৪টি চার ও ১০টি ছক্কা)। আইপিএলের ইতিহাসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ। সবমিলিয়ে ক্রিস গেইল (১৭৫), ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের (১৫৮) পর তৃতীয় সর্বাধিক। স্পেশাল ইনিংসের পর মেন্টর যুবরাজ সিং ও সূর্যকুমার যাদবের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানিয়ে বলেছেন, 'যুবরাজ পাজির কথা বলব। সবসময় ওঁর সংস্পর্শে থাকি আমি। দিনচারেক অসুস্থ ছিলাম। গায়ে জ্বর ছিল আমার। সেইসময় সূর্যকুমার যাদব নিয়মিত খোঁজ রেখেছিল। খারাপ সময়েও পাশে থেকে ও নিয়মিত উৎসাহ জুগিয়েছে। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স দলে দারুণ একটা পরিবেশ তৈরি করেছে। গত কয়েক ম্যাচে ব্যাটিং ফ্লপ করলেও সবসময় সহজাত ক্রিকেটের কথা বলেছে।'

মাঠে উপস্থিত ছিলেন অভিষেকের বাবা-মাও। খুশিটা তাই আরও বেশি। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। শুধু আমি নই, গোটা দল আমার বাবা-মা, পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ ওরা নাকি অরেঞ্জ আর্মির জন্য লাকি!'

হেরেও 'হাসছেন' শ্রেয়স!

২৪৫ করেও ম্যাচ হেরে কী প্রতিক্রিয়া দেবেন খুঁজে পাচ্ছেন না পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। নিজেও ৮২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। কিন্তু সেটাও যে এভাবে ম্লান হবে হয়তো ভাবেননি। মেনেও নিলেন, অভিষেকদের রানতাড়ার ভঙ্গিমা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও নাকি হাসি পাচ্ছিল!

শ্রেয়স বলেছেন, 'যথেষ্ট ভালো স্কোর করেছিলাম। কিন্তু সেটাই প্রায় ২ ওভার আগে তুলে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ! এখনও এটা ভেবে হাসি পাচ্ছে। কয়েকটা ক্যাচের সুযোগ ছিল আমদের কাছে। কিন্তু অভিষেক ভাগ্যবান। অসাধারণ ব্যাটিং। হেড-অভিষেক আমাদের সুযোগই দেয়নি ম্যাচে ফেরার। প্রথম থেকেই জাঁকিয়ে বসে। আমাদের বোলিংও প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি। দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে।'

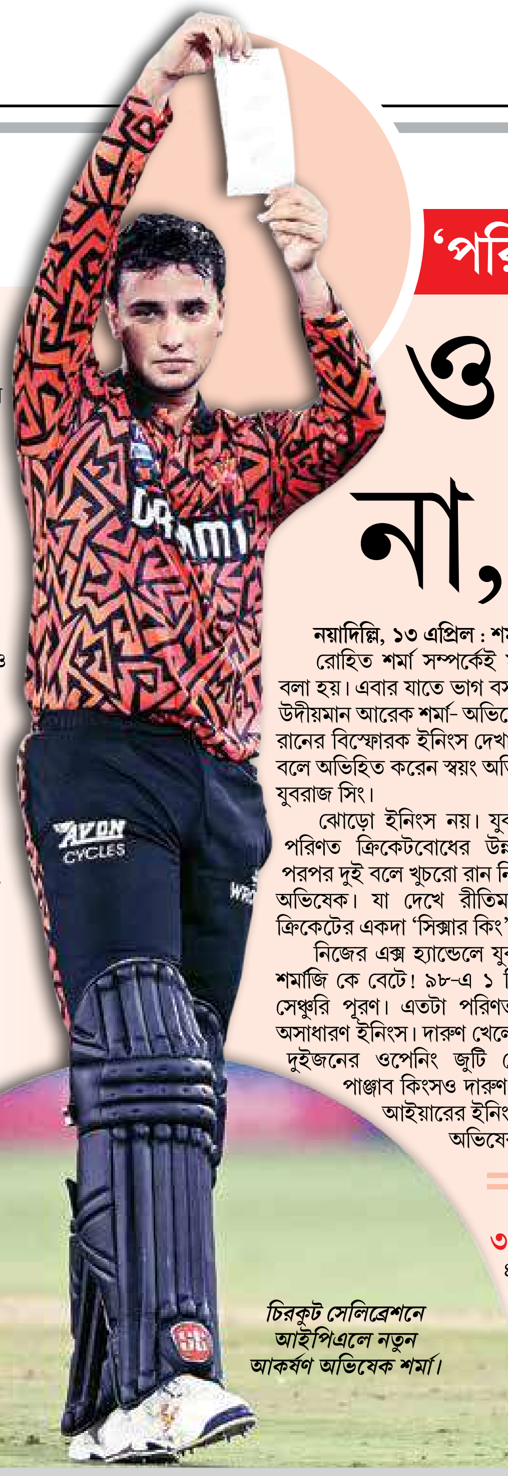

চিরকুট সেলিব্রেশনে আইপিএলে নতুন আকর্ষণ অভিষেক শর্মা।

'পরিণত' ইনিংসে মজে গুরু যুবরাজ

ও আর থামবে না, দাবি মায়ের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : শর্মাজি কি বেটা।

রোহিত শর্মা সম্পর্কেই মজার সুরে কথাটা প্রায় বলা হয়। এবার যাতে ভাগ বসালেন ভারতীয় ক্রিকেটে উদীয়মান আরেক শর্মা- অভিষেক শর্মা। ৫৫ বলে ১৪১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস দেখার পর 'শর্মাজি কি বেটা' বলে অভিহিত করেন স্বয়ং অভিষেকের 'মেন্টর', 'গুরু' যুবরাজ সিং।

ঝোড়ো ইনিংস নয়। যুবরাজ মজে প্রিয় ছাত্রের পরিণত ক্রিকেটবোধের উন্নতি দেখে। ৯৮ থেকে পরপর দুই বলে খুচরো রান নিয়ে সেঞ্চুরিতে পা রাখেন অভিষেক। যা দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ভারতীয় ক্রিকেটের একদা 'সিক্সার কিং'।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যুবরাজ লিখেছেন, 'ওয়াও শর্মাজি কে বেটে! ৯৮-এ ১ নিয়ে ৯৯। ফের ১ রানে সেঞ্চুরি পূরণ। এতটা পরিণতবোধ হজম হচ্ছে না। অসাধারণ ইনিংস। দারুণ খেলেছ। সাবাস ট্রাভিস হেড। দুইজনের ওপেনিং জুটি দেখার মজাই আলাদা। পাঞ্জাব কিংসও দারুণ খেলল। বিশেষত শ্রেয়স আইয়ারের ইনিংস।'

অভিষেক-জননীর প্রতিক্রিয়া রীতিমতো ভাইরাল। প্রথম ৫ ম্যাচে ২৪, ৬, ১, ২ এবং ১৮ করেছিলেন। হতাশা কাটিয়ে রঙিন প্রত্যাবর্তন। মাঠে থেকে যার সাক্ষী গর্বিত মাও। এক ভিডিওয় বলেছেন, 'সবাই খুশি। মাও খুশি। পুরো হায়দরাবাদ খুশি ম্যাচ জিতে। গত কয়েকটা ম্যাচে অভিষেকের ব্যাটিংয়ে কিছুটা ব্রেক লেগেছিল। আর লাগবে না। এবার টানা চলবে।'

মাঠে থাকলে ছেলে রান পায় না। তাই মাঠমুখো হন না। তবে অভিষেকের জোরাজুরিতেই পাঞ্জাব ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। ছেলেই সবকিছু ব্যবস্থা করে দেন। বাবা রাজ কুমার খুশি, অভিষেক জোর না করলে এমন একটা স্বপ্নের রাত মিস করতেন।

প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম কর্ণধার প্রীতি জিন্টাও মুগ্ধ। পাঞ্জাবের ছেলে অভিষেকের কাছে দলের হারের পর প্রীতি লিখেছেন, 'আজকের রাতটা অভিষেক শর্মার। দুর্দান্ত প্রতিভা। অবিশ্বাস্য ইনিংস। অভিনন্দন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আমার দলকে বলব, এই ম্যাচটা ভুলে সামনের দিকে এগোতে হবে। টুর্নামেন্টের সবে শুরু। তাই দলের জন্য সেরা বিকল্প দ্রুত ম্যাচটা ভুলে যাওয়া।'

একনজরে পরিসংখ্যান

২৪৬ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২৪৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতল । যা আইপিএলের দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল রানতাড়া।

১৪১ পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অভিষেক শর্মার রান। যা আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। পিছনে ফেললেন লোকেশ রাহুলকে (১৩২, বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০২০)। অভিষেকের ১৪১ আইপিএলে সামগ্রিকভাবে তৃতীয় সর্বাধিক। সামনে ক্রিস গেইল (১৭৫, ২০১৩) ও ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম (১৫৮, ২০০৮)।

৪০ অভিষেক শতরান করতে ৪০ বল নিয়েছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটারদের মধ্যে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। সামনে ট্রাভিস হেড (৩৯ বল, বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০২৪)।

১০ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অভিষেকের ছক্কা। সানরাইজার্স ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক।

৩ টি২০-তে তৃতীয়বার ৪০ বলের মধ্যে শতরান করলেন অভিষেক।

৯ পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নয়টি ম্যাচ জিতল হায়দরাবাদ। আইপিএলে কোনও দলের বিরুদ্ধে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক জয়।

১৭১ অভিষেক-ট্রাভিস হেডের ওপেনিং পার্টনারশিপ। যা সানরাইজার্সের দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৭৫ সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৭৫ রান দিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। যা আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক।

কোচের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে মাঠ ছাড়লেন ক্লেইটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : সুপার কাপ শুরুর আগেই অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলন শুরু হতেই ফের তাল কাটল।

অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে মাঠ ছাড়লেন ক্লেইটন সিলভা। রবিবার সকালে নিউটাউনে চেন্নাইয়ান এফসি-র সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল লাল-হলুদের। আনোয়ার আলির করা একমাত্র গোলে ম্যাচটি জিতে নেয় ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপে ছয় বিদেশি খেলানোর সুযোগ থাকলেও কেবল হেক্টর ইউস্তে, সাউল ক্রেসপো, রাফায়েল মেসি বৌলি ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দল সাজান অস্কার। পরে পরিবর্ত হিসাবে নামান ক্লেইটনকে।

জানা গিয়েছে, অস্কার যেভাবে খেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ক্লেইটন কানে তোলেননি। ডাগআউট থেকে একাধিকবার বলার পরও ব্রাজিলিয়ান তারকা কথা শোনেননি। এর জেরেই উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। একটা সময় স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন ক্লেইটন। মাঠ ছাড়েন অসন্তুষ্ট হয়ে। কিছুক্ষণ পর পোশাক পরিবর্তন করে হোটেলের পথ ধরেন। তাঁর এই আচরণে অস্কারও বেশ ক্ষুব্ধ। এমনিতেই আগামী মরশুমে লাল-হলুদের পরিকল্পনায় ক্লেইটন নেই। আর এই ঘটনার পর আসন্ন সুপার কাপেও তাঁকে খেলানো হবে কি না তাও অনিশ্চিত।

জয়পুরেও বিরাটদের 'জয় হো'

রাজস্থান রয়্যালস-১৭৩/৪
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৭৫/১
(১৭.৩ ওভারে)

জয়পুর, ১৩ এপ্রিল : প্রথম ট্রফির লক্ষ্যে প্রথা ভাঙার মরশুম!

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর চলতি ২০২৫ আইপিএল সাফারিতে কি তারই ইঙ্গিত? ছয়টি ম্যাচ খেলে চারটিতে জয়। আর প্রতিটি জয় এসেছে বাইরের মাঠে! ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে দিয়ে শুরু। তারপর চেন্নাই সুপার কিংস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পর আজ জয়পুরেও বিরাট কোহলিদের 'জয় হো'।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে ঘরের দল রাজস্থান রয়্যালসের ওপর পুরোদস্তুর দাপট দেখিয়ে ৯ উইকেটের বিশাল জয় আরসিবি-র। দীর্ঘদিন পর রানে ফিরেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। যশস্বীর ৭৫ রান ভরসা জোগালেও সতীর্থদের ব্যর্থতায় প্রত্যাশিত স্কোরে পৌঁছোতে পারেনি রাহুল দ্রাবিড়ের দল।

রিয়ান পরাগ (২২ বলে ৩০), ধ্রুব জুরেলরা (২৩ বলে অপরাজিত ৩৫) ক্রিজে দীর্ঘক্ষণ কাটালেও ঝড় তুলতে পারেননি। ফলে দুইশোর প্রত্যাশা তৈরি হলেও ১৭৩/৪ স্কোরে আটকে যায় গোলাপি ব্রিগেডের ইনিংস। কৃতিত্ব প্রাপ্য জোশ হ্যাজেলউড (২৬/১), ভুবনেশ্বর কুমার (৩২/১), ক্রুণাল পান্ডিয়াদের (২৯/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিংও।

এদিন চিরাচরিত লাল রঙের জার্সির বদলে সবুজ জার্সি পড়ে খেলতে নামে আরসিবি। পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতেই এই পদক্ষেপ। পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস দিয়েই তৈরি জার্সি পরে বাকি বিশ্বের কাছে বার্তা দেওয়ার প্রয়াস। বাইশ গজে যুদ্ধে ১৭৪-র লক্ষ্যে খেলতে নেমে ব্যাট হাতে প্রতিপক্ষ দলগুলির জন্য ফের বার্তা দিয়ে রাখলেন কোহলি-ফিল সল্ট জুটি।

বিরাট-সল্ট ওপেনিং জুটির দাপট লক্ষ্য সহজ করে দেয়। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ৬৫/০। ৫০ বলে ৯২ রানের যুগলবন্দিতে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে যায়। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার কুমার কার্তিকেয় সিং যখন জুটি ভাঙেন সল্টকে (৩৩ বলে ৬৫) আউট করে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অবিচ্ছিন্ন ৮৩ রানের দ্বিতীয় উইকেটে বাকি কাজটা সেরে নেন বিরাট-দেবদত্ত পাড়িক্কাল। শেষপর্যন্ত অষ্টাদশ ওভারের তৃতীয় বলে সন্দীপ শর্মাকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন দেবদত্ত (অপরাজিত ৪০)। বিরাটের মুকুটে নতুন পালক। প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে শততম অর্ধশতরান করে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন বিরাট। ৪টি চার ও ২টি ছক্কার হিটের সঙ্গে চেনা মেজাজে সারাক্ষণ স্ট্রাইক রোটেট করলেন।

রাজস্থান বধের সুবাদে তৃতীয় স্থানে (আরসিবি-রাজস্থান ম্যাচ পর্যন্ত) পৌঁছে গেল বেঙ্গালুরু (৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট)। রাজস্থান সমসংখ্যক ম্যাচে সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার বলেছেন, 'বোলাররা পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং করেছে। বিশেষত, পাওয়ার প্লে-তে। কোহলিভাই স্ট্রাইক রোটেট করল, সল্ট যে দাপট দেখাল, ডাগআউটে বসে উপভোগ করেছি।'

খেলা শুরুর আগে রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আড্ডায় বিরাট কোহলি। (পাশে) ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করে বিরাট রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে তুলে আনলেন। জয়পুরে।

স্পেনসার নাকি নর্তজে, ভাবনায় কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : কী অদ্ভুত সমাপতন!

ঠিক এক বছর আগে এই ম্যাচটার সময় তিনি ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক। দলকে তিন নম্বর খেতাব জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় ডুবেছিলেন তিনি।

সেই তিনি, শ্রেয়স আইয়ার এখনও তাঁর দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই করছেন। কিন্তু তাঁর দলের নামটা বদলে গিয়েছে। কেকেআরের বদলে শ্রেয়স এখন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে চলতি আইপিএলে দুর্দান্ত ছন্দে পাঞ্জাব। গতকাল রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে অভিষেক শর্মার ব্যাটিং তাণ্ডবে হারতে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই হারকে মূলত বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবেই দেখছেন শ্রেয়স, রিকি পন্টিংরা। হায়দরাবাদ থেকে আজ বিকেলে নিজেদের ডেরায় ফিরেছে পাঞ্জাব।

শ্রেয়সরা যেদিন বিকেলে নিজেদের ডেরায় ফিরলেন। সেদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ঘণ্টা তিনেক চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর ক্রিকেট মাঠে অনুশীলন করলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নাইটদের অনুশীলনের আসরে মূলত দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এক, মুল্লানপুরের মাঠের ছোট বাউন্ডারি দেখার পর তিন স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে বদল আনার কথা ভাবছে নাইট টিম ম্যানেজমেন্ট। মনে করা হচ্ছে, মইন আলিকে বসিয়ে স্পেনসার জনসন অথবা আনরিচ নর্তজের মধ্যে কাউকে খেলানো হতে পারে। আজ কেকেআর অনুশীলনে যেভাবে ক্রমাগত স্পট বোলিং অনুশীলন করেছেন নর্তজে, তারপর মনে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলারের এবারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা প্রবল। দুই, মঙ্গলবারের ম্যাচের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস দলের অধিনায়ক শ্রেয়স। তাঁর হাত ধরেই শেষ মরশুমে খেতাব জিতেছিল কেকেআর। বর্তমান দলের নাড়িনক্ষত্র ভালোই জানেন শ্রেয়স। তাছাড়া ব্যাট হাতেও তিনি দারুণ ফর্মে। গতকাল রাতের সানরাইজার্স ম্যাচেও ৩৬ বলে ৮২ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এহেন শ্রেয়সকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাহানেরা।

'চ্যাম্পিয়ন' অধিনায়ক শ্রেয়সকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাহানেরা

রামনদীপ সিংয়ের আজ জন্মদিন ছিল। নাইট শিবিরে পাঞ্জাব কা পুত্তরের জন্মদিন পালনও হয়েছে। কিন্তু সেই জন্মদিন পালনের আসরের মধ্যেও মঙ্গলবারের ম্যাচ নিয়ে চলেছে আলোচনা। নাইট শিবিরের অনেকের কাছেই শ্রেয়সের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ কিছুটা সম্মান ও মর্যাদার। কারণ, খেতাবজয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স কেকেআরেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাইট কর্তৃপক্ষ তাঁকে রিটেইন করেনি। যা একেবারেই ভালোভাবে নেননি শ্রেয়স। ফলে মঙ্গলবারের ম্যাচে ব্যাট হাতে শ্রেয়সের মধ্যে বাড়তি কিছু করে দেখানোর তাগিদ থাকবেই। তাছাড়া শুধু শ্রেয়সই নন, প্রিয়াংশ আর্য, শশাঙ্ক সিং, মার্কাস স্টোয়নিস, অর্শদীপ সিংরাও ভালো ফর্মে রয়েছেন। শক্তিশালী পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারের ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না কেকেআরের।

তাই তিন স্পিনারের পরিকল্পনা থেকে সরে আসার পাশে বিপক্ষ অধিনায়ক শ্রেয়সকে নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তা রয়েছে নাইটদের অন্দরমহলে। সঙ্গে রয়েছে হর্ষিত রানা ও বৈভব অরোরার সঙ্গে তিন নম্বর জোরে বোলার হিসেবে নর্তজে নাকি জনসন, কাকে খেলানো হবে, সেই ভাবনাও।

মাহি-যুদ্ধের আগে শাস্ত্রীদের বিঁধলেন শার্দূল

লখনউ, ১৩ এপ্রিল : হাফডজন ম্যাচে পাঁচটিতেই হার।

চেন্নাই সুপার কিংসের ইতিহাসে আগে যা কখনও ঘটেনি। বাইশ গজের যে গভীর ক্ষত নিয়েই নবাবের শহরে পা রাখল মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্রিগেড। অ্যাওয়ে ম্যাচ। টানা হেরে চলেছে দল। অথচ, লখনউয়ে হলুদ ব্রিগেডকে নিয়ে উৎসাহের অভাব নেই!

স্থানীয় প্রথা মেনে টিমহোটেলে স্বাগত জানানো হয় অতিথি দলকে। সেখানে হলুদ জার্সিতে কচিকাঁচাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ঘুরেফিরে প্রশ্ন একটাই, এবার কি ধারাবাহিক হারে ব্রেক লাগবে? সোমবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে?

নবাবের শহরে পরীক্ষা সিএসকের

গত ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত রেখেছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। ঋষভ পন্থকে নিয়ে 'অস্বস্তি' থাকলেও ভরসা জোগাচ্ছেন আইডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরানরা।

খাতায়-কলমে ধোনির বোলিং ব্রিগেড যথেষ্ট শক্তিশালী। যদিও তার ঝলক মিলছে না বাইশ গজে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, নুর আহমদ, মাথিশা পাথিরানারা আগামীকাল কীভাবে পুরান-মার্করামদের সামলান, তার ওপর ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

চেন্নাইয়ের মূল সমস্যা ব্যাটিং। রুতুরাজ গায়কোয়াড় ছিটকে যাওয়ার পর গত ম্যাচে নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন ঘটলেও যা সুখের হয়নি ধোনির। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মাত্র ১০৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। আগামীকাল ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলতে না পারলে আরও বড় লজ্জা অপেক্ষা করবে।

প্রাক্তনদের পরামর্শ, রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের খোলস ছেড়ে বেরোতে হবে। ঝুঁকি নিতে হবে চেন্নাই ব্যাটারদের। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে। টপ অর্ডারের নিয়মিত ব্যর্থতা শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ জোগাতে ব্যর্থ মিডল অর্ডারও। সবকিছু ছাপিয়ে সমস্যা স্বয়ং মাহিই! ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মগজাস্ত্রেও জং পড়ছে! দাবি নিন্দুকদের।

টিম লখনউ ঘরের মাঠে যা ফায়দা তুলতে চাইবে। ব্যাটিং এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক। তবে লখনউয়ের সমস্যা বোলিং। আবেশ খান, আকাশ দীপ চোট সারিয়ে ফিরলেও ছন্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কিছুটা ভরসা বলতে মহসিন খানের পরিবর্তে দলে শেষ মুহূর্তে অন্তর্ভুক্ত শার্দূল ঠাকুর।

আগামীকাল মাহি-টক্করের আগে সেই শার্দূলের নিশানায় ধারাভাষ্যকাররা! দলের বোলিং নিয়ে শার্দূলের দাবি, 'বোলিং ইউনিট হিসেবে আমরা চলতি লিগে ভালো বল করছি। অথচ, ধারাভাষ্যকারদের মুখে সমালোচনার সুর। বোলারদের নিয়ে বাছাই করা সব প্রতিক্রিয়া। ওদের বুঝতে হবে ক্রিকেটে এখন যেই জায়গায়, সেখানে ২০০ প্লাস রান স্বাভাবিক। আসলে স্টুডিওর ঠান্ডা ঘরে বসে অনেক কথা বলা সহজ। বাস্তবটা কিন্তু আলাদা।'

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ছিটকে গেলেও দলের সঙ্গে থাকতে লখনউ পৌঁছে গেলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সঙ্গী ডেভন কনওয়ে।

প্রত্যাবর্তন অসম্ভব নয় : আন্সেলোত্তি

মাদ্রিদ, ১৩ এপ্রিল : অস্বস্তি, উদ্বেগ! একদিকে লা লিগার খেতাব হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। তার ওপর কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনালের কাছে ৩-০ গোলে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকা নিয়েও তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা। অতীতে একাধিকবার পিছিয়ে পড়েও স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন রিয়াল সমর্থকরা। কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিও আশা ছাড়ছেন না।

'রেমোনতাদা', স্প্যানিশ শব্দ। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় প্রত্যাবর্তন। আন্সেলোত্তির বিশ্বাস, বুধবার আর্সেনালের বিরুদ্ধে সেটাই কাজে করে দেখাবে তাঁর ছেলেরা। লা লিগায় আলাভেসের মুখোমুখি হওয়ার আগেই রিয়াল কোচ বলেছেন, 'সকলে বুধবারের ম্যাচটার দিকেই তাকিয়ে। তবে আর্সেনালের বিরুদ্ধে আমরা কেমন খেলব তা নির্ভর করছে আলাভেস ম্যাচে পারফরমেন্সের ওপরই।' তাঁর সংযোজন, 'প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে আমরা সবটা উজাড় করে দেব। অতীতে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদই এমন একটা দল যারা একাধিকবার এটা করেছে। আমি আরও একবার চেষ্টা করব।' সব মিলিয়ে কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব যে নয়, তা স্পষ্ট করে দেন আন্সেলোত্তি।

আত্মঘাতী গোলে জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১৩ এপ্রিল : এই মরশুমে লা লিগায় আতঙ্কের নাম লেগানেস।

দুই লেগেই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে। হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকেও। প্রথম পর্বে এই লেগানেসের কাছে হারতে হয়েছিল বার্সেলোনাকেও। শনিবারও তাদের বিরুদ্ধে পয়েন্ট খোয়ানোর আশঙ্কা ঘিরে ধরে কাতালান জায়েন্টদের। যদিও শেষ পর্যন্ত তা হল না। বার্সাকে বাঁচিয়ে দিল লেগানেসের আত্মঘাতী গোল। ১-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল হ্যান্সি ফ্লিকের দল।

প্রতিপক্ষের মাঠে শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় বার্সেলোনা। শুধু গোলটাই হচ্ছিল না। লেগানেসের রক্ষণের সামনে বারবারই হতাশ করলেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি, রাফিনহারা। গোলশূন্য শেষ হয় প্রথমার্ধ। আর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লেগানেস ডিফেন্ডার জর্জ সায়েঞ্জ আত্মঘাতী গোল করে জয় উপহার দেন বার্সাকে। ম্যাচের শেষদিকে অবশ্য দেখা গেল লড়াকু বার্সেলোনাকে। এদিকে, এই জয়ের সুবাদে টানা ২৪ ম্যাচ অপরাজিত রইল ফ্লিকের দল।

পয়েন্ট নষ্ট না হলেও চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকা দলকে যেভাবে ভুগতে হল, তা চিন্তা বাড়াচ্ছে বার্সা সমর্থকদের। কোচ হ্যান্সি ফ্লিক অবশ্য বিশেষ চিন্তিত নন। বলেছেন, 'যেভাবেই হোক তিন পয়েন্ট এসেছে। আমি এতেই খুশি।' দলের এই পারফরমেন্সের জন্য আন্তর্জাতিক বিরতির পর লাগাতার ম্যাচ খেলাকেই দায়ী করছেন তিনি।

জয়ের পর উচ্ছ্বাস লেওয়ানডস্কির।

জিতল রিয়ালও

তবে বার্সার চাপ বাড়িয়ে রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রিয়াল ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ডিপোর্টিভো আলাভেসকে। ৩৪ মিনিটে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা একমাত্র গোলটি করেন। রিয়ালের জয়ের রাস্তা সহজ হয়ে যায় ৭০ মিনিটে ম্যানুয়েল স্যাঞ্চেজ লাল কার্ড দেখে ডিপোর্টিভো ১০ জনে হয়ে যাওয়ায়। ৩১ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল থাকল দুই নম্বরে।

আগামী মরশুমে কোচ থাকতে রাজি মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : 'গুড নাইট গাইজ।'

গুড নাইট মানে! কেন গুড নাইট? ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা ছুঁয়ে ফেললেও তখনও সাংবাদিক সম্মেলন তো শুরুই হয়নি। তাহলে এসেই তাঁর শুভরাত্রি জানানোর মানেটা কী? মুহূর্তে পড়ে ফেলেন প্রশ্নচিহ্ন আঁকা সংবাদিকদের মুখগুলো। দ্রুত জিভ কেটে এক গাল হেসে তাঁর মন্তব্য, 'ভুল বলে ফেলেছি বোধহয় না? গুড নাইট চলে যাওয়ার সময়ে বলতে হয়। এখন গুড ইভিনিং হবে। আমার ইংরেজির যা অবস্থা!' এই হলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। কিছুদিন আগেও ছিলেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর। আর এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দায়িত্ব নিয়ে উপহার দিলেন দ্বিমুকুট জয়ের। কিন্তু জীবন বহমান। তাই একটা শেষ না হতেই পরেরটার ভাবনা শুরু হয়ে যায়। আইএসএল মরশুম শেষ হতেই অবশ্য ঘুরপাক খেতে শুরু করে দিল আগামীর ভাবনা।

সুপার কাপে মূল দল নয়

সুপার কাপ নিয়ে তাঁর কী ভাবনা? আগামী মরশুমেও কি মোহনবাগান কোচের হটসিটে দেখা যাবে তাঁকে? সবমিলিয়ে অনেক প্রশ্ন। অত্যন্ত পেশাদার মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখেন অন্দরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো। তাই আইএসএলের শেষদিনে দ্বিমুকুট জয়ের পর তিনি ঢুকতেই যখন সাংবাদিকরা হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানালেও ধন্যবাদ দেওয়া এবং হাসি ছাড়া আবেগের বাড়াবাড়ি দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। বললেন, 'আপাতত এই জয়টা উপভোগ করি। সোমবার ক্লাব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সুপার কাপ নিয়ে আলোচনায় বসব। তারপরই ঠিক হবে সুপার কাপ নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা। আর শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই জানিয়েছিলাম যে আমার চুক্তিতেই ছিল যে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলে চুক্তির মেয়াদ এক বছর বাড়বে। আর কাপ পেলে আরও এক। আমরা দুইটিই পেয়েছি। এবার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসব। ওরা আমাকে চাইলে থাকব, না হলে চলে যাব। আশা করি ওরা রাখবে আমাকে।' তিনি অবশ্য তখনও জানেন না যে, সুপার কাপে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বি চার্চিল ব্রাদার্স এআইএফএফ-কে চিঠি দিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিতে চলেছে। রবিবার ফেডারেশনকে আই লিগের দলগুলির ড্র নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগ করে না খেলার কথা জানায় চার্চিল। বর্তমান সূচির যদি কোনও পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত না হয়, তাহলে ২৬ এপ্রিল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে মোহনবাগান।

মোলিনা ইতিমধ্যেই পরবর্তী মরশুম নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন, যা তাঁর কথায় বোঝা গেল। বললেন, 'কোনও দল এখনও পর্যন্ত লিগ-শিল্ড ও কাপ পরপর দুই মরশুম জিততে পারেনি। অবশ্যই আমরা আবারও চেষ্টা করব। কিন্তু একটা ট্রফি ধরে রাখাই কঠিন। সেখানে ডাবল করা আরও কঠিন। অবশ্যই নিজের সেরাটা দিয়ে আমার ছেলেদের সাহায্য করব, এটা আবার করে দেখাতে। যদি পারি তাহলে তো অবশ্যই দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। না পারলেও সমর্থকদের খুশি করার চেষ্টা তো করবই।'

গত রাত থেকেই কিছু ফুটবলার ছুটি কাটাতে চলে যাওয়ায় এটা স্পষ্ট যে সুপার কাপকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে না মোলিনাবাহিনী। কোচ নিজে অবশ্য আপাতত কলকাতাতেই থাকছেন। কিন্তু বিদেশিদের মধ্যে নুনো রিজ ছাড়া বাকিরা সকলেই টিম হোটেল ছেড়েছেন বলে খবর। ম্যানেজেন্টের তরফেও বলা হচ্ছে, সুপার কাপে ওই এক বিদেশি এবং আইএসএলের কিছু কম গেম টাইম পাওয়া ফুটবলারের সঙ্গে আরএফডিএলের ফুটবলারদের মিলিয়ে-মিশিয়েই পাঠানো হবে। তবে সেখানে মোলিনা নিজে যাবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সম্ভবত তিনি আগামী মরশুমের জন্যই সুপার কাপে তরুণদের দেখে নিতে চাইছেন। নিজের কোচিং সম্পর্কে মোলিনার বিশ্লেষণ, 'কোচ হিসাবে আমি প্রতিদিন উন্নত হচ্ছি। কারণ প্রতিদিন আমি শিখি। নতুন কিছু চেষ্টা করি। হয়তো ভুলও হয়। কিন্তু নিজের কাজটা করে যাই।' আর তাই ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হারের পরও নিজের কার্যপদ্ধতি ও ফুটবলারদের উপর আস্থা ছিল বলেই এই সাফল্য বলে ধারণা তাঁর, 'নিজের কাজের উপর আস্থা ছিল বলেই আজ তার ফল পাওয়া গেল।' আশা করা যায়, আগামী মরশুমেও তাঁর ভাবনাচিন্তাকে অনুসরণ করে আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে মোলিনার দল।

আইএসএলে ডাবল করে সহকারী বাস্তব রায়ের সঙ্গে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

আরও একটা ট্রফি নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাস সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

শুভেচ্ছা জানালেন ঋষভ-আকাশরা

বাগান-তাঁবুতে নববর্ষে শিল্ড-কাপ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : সামনেই নববর্ষ এবং বারপুজো। তার ঠিক আগেই আইএসএল লিগ-শিল্ড এবং কাপ জয় আনন্দের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বাগান সদস্য-সমর্থকদের। তার থেকেও খুশির খবর, নববর্ষের দিন তাঁবুতে থাকবে শিল্ড এবং কাপ। তার জন্য এদিন থেকেই সেজে উঠছে বাগান-তাঁবু। নববর্ষের দিন সকালে প্রথা মেনেই বারপুজো হবে। বারপুজোয় উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে দলের কয়েকজন ফুটবলারের। তবে কারা আসবেন, তা এখনও জানা যায়নি। কারণ, অধিকাংশ ফুটবলারই ছুটিতে বাড়ি গিয়েছেন।

নববর্ষে বারপুজোর পাশাপাশি প্রতিবারের মতো এবারেও সদস্য-সমর্থকদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ক্লাব। এছাড়াও ওইদিন করুণাশংকর ভট্টাচার্যের লেখা বই প্রকাশ করা হবে। তারপর গায়ক ঋষি চক্রবর্তী সংগীত পরিবেশন করবেন। এবার নববর্ষ উপলক্ষ্যে ক্লাব সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্পী অনির্বাণ দাসকে। রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা গেল, বাগানের ঐতিহ্যশালী ক্লাব-লনে স্টেজ তৈরি করা হয়েছে। ক্লাব-তাঁবুর ঠিক পাশের ফাঁকা জায়গাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে। সেখানেই রাখা থাকবে সদস্য-সমর্থকদের বহু প্রতীক্ষিত লিগ শিল্ড এবং কাপ। ক্লাবের চতুর্দিকে সবুজ-মেরুন টুনি লাইটে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পিছনে হালকা আওয়াজে বাগান সমর্থকদের প্রাণের 'আমাদের সূর্য মেরুন' গানটা চলছিল। সব মিলিয়ে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বাগান-তাঁবুতে এক আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। নববর্ষের দিন অবশ্য উপস্থিত থাকছেন না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এদিন মোহনবাগান সভাপতি স্বপনসাধন বসু তাঁকে চিঠি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, 'আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত, মোহনবাগান ফুটবল দলের দায়িত্ব সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে দেওয়া।'

আইএসএল কাপ জয়ের পর বাগানকে অস্ট্রেলিয়ান লিগের থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়া স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়া এফসি-ও তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। মোহনবাগানের জাতীয় দলের ফুটবলারদের ছবি পোস্ট করা হয় ফিফার সামাজিকমাধ্যমে। জেমি ম্যাকলারেনদের শুভেচ্ছা জানান লখনউ সুপার জায়েন্টের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও পেসার আকাশ দীপ। রবিবার সন্ধ্যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাতে মোহনবাগানে ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু।

তিন রানআউটে জয় মুম্বইয়ের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২০৫/৫
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৩ (১৯ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল : নামের পাশে টেস্টে ত্রিশতরান থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেটে একরকম বাতিলের দলেই চলে গিয়েছিলেন করুণ নায়ার। ২০২৪-'২৫ ঘরোয়া মরশুম সাক্ষী থেকেছে তাঁর ফিনিক্স পাখি হয়ে ওঠার। তারপরও চলতি আইপিএলের প্রথম চার ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের একাদশে করুণের জায়গা হয়নি। রবিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে সুযোগ মিলতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে বাতিলের দলে ফেলা কতটা ভুল ছিল। ট্রেন্ট বোল্ট-জসপ্রীত বুমরাহর মতো বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা পেসারদের পরপর বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারিতে ছিটকে দিয়ে করুণ ২২ বলে অর্ধশতরান করে নেন। যা তাঁর ২৫২০ দিনের আইপিএলে হাফ সেঞ্চুরির খরা কাটাল। শেষপর্যন্ত মিচেল স্যান্টনারের বলে তিনি যখন আউট হলেন তাঁর নামের পাশে এসে গিয়েছে ৪০ বলে ৮৯ রান। যা ২০৬ রান তাড়া করতে নামা দিল্লির চাপ অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছিল। প্রথম বলেই জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে (০) হারানো দিল্লিকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনতে করুণের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেন অভিষেক পোড়েলও (২৫ বলে ৩৩)। দুইজনে দ্বিতীয় উইকেটে ১১৯ রান যোগ করেন। কিন্তু করুণের আউটের পর সহজ জয়ের স্ক্রিপ্ট হারিয়ে ফেলে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি। করণ শর্মা (৩৬/৩) ও স্যান্টনার (৪৩/২) মিডল ওভারে চেপে ধরতেই ৫৮ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে দিল্লি ১৯ ওভারে ১৯৩ রানে অল আউট হয়। যার শেষটা হয় রানআউটের হ্যাটট্রিকে। পরপর তিন বলে মুম্বই ফিল্ডাররা ফিরিয়ে দেন আশুতোষ শর্মা (১৭), কুলদীপ যাদব (১) ও মোহিত শর্মাকে (০)। ১২ রানে হারের সঙ্গে তারা এক নম্বর স্থানও গুজরাট টাইটান্সের কাছে খোয়াল। যদিও দুই দলের খাতাতেই ৮ পয়েন্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে নেট রান রেট ফারাক গড়ে দিয়েছে।

এর আগে মুম্বইকে ২০৫/৫ স্কোরে পৌঁছে দেন তিলক ভার্মা (৩৩ বলে ৫৯) ও নমন ধীর (১৭ বলে অপরাজিত ৩৮)। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর রোহিত শর্মার ব্যর্থতার কাহিনিতে এদিনও ছেদ পড়েনি। তিনটি চার ও একটি ছয়ে ইনিংস শুরু করেও ১৮ রানে ভিপরাজ নিগমের (৪১/২) শিকার হয়ে যান হিটম্যান। আরেক ওপেনার রায়ান রিকেলটনকেও (২৫ বলে ৪১) বেশি বাড়তে দেননি কুলদীপ যাদব (২৩/২)। ৭৫/২ থেকে খেলা ধরার চেষ্টা করেন সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৪০) ও তিলক। বেশকিছু চেনা শট সূর্যর ব্যাটে দেখা গেল। কিন্তু ফিরতি স্পেলে সূর্যকে তুলে নিয়ে মুম্বইকে ফের চাপে ফেলে দেন কুলদীপ। ব্যর্থ হন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও (২)। এরপরই শুরু হয় তিলক ও নমনের প্রত্যাবর্তনের লড়াই। তিলক-নমনের ৬২ রানের পার্টনারশিপ মুম্বইকে লড়াই করার রসদ দিয়েছিল। করুণের শুরুর দাপটের পরও যা হাতছাড়া করেনি মুম্বই।

অর্ধশতরানের জন্য করুণ নায়ারকে অভিনন্দন অভিষেক পোড়েলের। রবিবার।

৫৯ রানের ইনিংসে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেন তিলক ভার্মা। নয়াদিল্লিতে।

ট্রফি নিয়ে মোহনবাগানের বিদেশি ব্রিগেড- কামিংস, পেত্রাতোস, জেমি, স্টুয়ার্ট ও আলবার্তো।

মহার্ঘ 'দ্বিমুকুট' জিতে তৃপ্ত স্টুয়ার্ট

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : আইএসএলে দ্বিমুকুটের স্বপ্নপূরণ। শনিবার রাতে দ্বিমুকুট জয়ের আনন্দে তখন উচ্ছ্বাসের জোয়ার সবুজ-মেরুনে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মুখে তৃপ্তির হাসি। অধরা আইএসএল কাপ জেতার আনন্দে উদ্বেল গ্রেগ স্টুয়ার্ট। এই সাফল্যের অন্যতম কারিগরও যে তিনিই। ফাইনালে জেমি ম্যাকলারেনের গোলেও তাঁর অবদান।

মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার আগেও দুইবার আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতেছেন স্টুয়ার্ট। তবে ট্রফির সঙ্গে দূরত্বটা থেকেই গিয়েছিল এতদিন। স্বাভাবিকভাবেই সবুজ-মেরুন জার্সিতে দ্বিমুকুট তাঁর কাছে স্বপ্নপূরণও বটে। স্কটিশ মিডফিল্ডার নিজেই বলেছেন, 'এই মুহূর্তর জন্যই এতদিন অপেক্ষা করেছি। পরিশ্রম করেছি। আইএসএল ডাবলের জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছি আমরা। আর সমর্থকদের এই মুহূর্তটা উপহার দিতে পেরে আরও ভালো লাগছে।' মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হয়তো আগামী মরশুমে নিজের দেশেই ফিরে যাবেন। তবে স্টুয়ার্ট তা নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন। বারবারই বললেন, 'এই সময়টা উপভোগ করতে চাই। যাতে প্রতিটা মুহূর্ত মনের মধ্যে গেঁথে থাকে।'

মোহনবাগানের এই সাফল্যের রসায়ন কী? উত্তরে গ্রেগের মুখে ঘুরেফিরে সেই সমর্থকদেরই কথা। সঙ্গে সতীর্থদের ভূয়সী প্রশংসা। বলেছেন, 'দলের একাত্মবোধ, ইতিবাচক মানসিকতা, সাজঘরের পরিবেশ আমাদের সাফল্যের এগুলোও অন্যতম কারণ। আর যাঁদের কথা না বললেই নয়, তাঁরা হাজার হাজার সমর্থক। সবসময় তাঁদের পাশে পেয়েছি আমরা। তাঁদের বাদ দিয়ে এই সাফল্য কখনও সম্ভব হত না।' স্টুয়ার্টের কাছে মোহনবাগান যে একটা পরিবার। যে পরিবারের সদস্য হতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করেন।

মৃদুলকে ভোলেননি মনবীর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল : সাজঘরে অন্যরা যখন ডিজায়ারের তালে পা মেলাচ্ছেন তখন তিনি নিজের জায়গায় তাঁর নিজের ঈশ্বরের ছবি সাজিয়ে বসে আছেন।

এখন কোটি টাকার তারকা হলেও মাটিতে পা রেখে চলেন মনবীর সিং। সেটা সাজঘরে তাঁর চালচলন থেকে মিক্সড জোনে তাঁর কথাবার্তা, সবেতেই ধরা পড়ে প্রতি মুহূর্তে। অনেকেই অতীততে ভুলে যেতে চান। চলার পথে অনেকটা এগিয়ে গেলে পিছনে কে বা কারা তাঁর সাফল্যের রাস্তায় হাঁটতে সাহায্য করেছেন, সেসব মনে রাখেন না। কিন্তু শিল্ডের পর কাপ জিতে মনবীরের মুখে 'মৃদুল স্যর'-এর (কোচ মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলার কথা। মনবীর বলছিলেন, 'আমি ভুলিনি সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলে উঠে আসা। তারপর মহমেডানও আমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে নিজেকে তৈরি করার। আর সেই সময়ে মৃদুল স্যর পাশে ছিলেন। পথ দেখিয়েছেন কীভাবে নিজেকে বড় ফুটবলার তৈরি করা যায় সেই বিষয়ে। এসব কিছুই ভোলার নয় আজ সাফল্যের দিনে।' আইএসএল প্লে-অফে সবথেকে বেশিবার খেলার অভিজ্ঞতা তাঁরই। ১৯টা ম্যাচ তিনি খেলে ফেললেন। যে রেকর্ড সুনীল ছেত্রীরও নেই। পাঁচটা ফাইনাল খেলেছেন। যার মধ্যে তিনবার জয়ী। দুইটি লিগ-শিল্ড পেয়েছেন। মনবীরের মন্তব্য, 'আমার জীবনে মোহনবাগানে যোগ দেওয়াটাই টার্নিং পয়েন্ট। এখানে না এলে হয়তো জীবনে এত সাফল্যের মুখ দেখতাম না।'

রেফারি সংস্থার ইসি কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : চিনু ভবনে রবিবার শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় ২ বছরের জন্য ১৯ জনের নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি (ইসি) গঠন হয়েছে। বিদায়ি সচিব রানা দে সরকার বলেছেন, 'একটি প্যানেল জমা পড়ায় কোন নির্বাচন হয়নি। ১৯ জনের নাম গৃহীত হয়েছে। আরও তিনজনকে কো-অপ্ট করে কমিটিতে আনা হয়েছে। এছাড়াও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও সিআরএ থেকে একজন করে আসা প্রতিনিধি এবং বিদায়ি সচিব হিসেবে আমাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। দ্রুত এই প্রক্রিয়া সেরে পদাধিকারী নির্বাচন করা হবে।' রানার আরও সংযোজন, 'এদিন সচিব হিসেবে পেশ করা আমার রিপোর্ট কোন প্রতিবাদ ছাড়াই গৃহীত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ ২ বছরের অডিট রিপোর্ট পেশ করে জানিয়েছেন আমাদের সংস্থার তহবিল সমৃদ্ধ হয়েছে।'

দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার শেষে শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সদস্যরা।

জিতে খেতাবের আরও কাছে স্লটের লিভারপুল

লন্ডন, ১৩ এপ্রিল : শনিবার ড্র করে আর্সেনাল আগেই সুবিধা করে দিয়েছিল। এদিন ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারিয়ে খেতাবের আরও কাছে পৌঁছে গেল লিভারপুল। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট হ্যামকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আর্নে স্লটের দল। লুইস দিয়াজ ও ভার্জিল ভ্যান ডায়েক গোল করেন। ওয়েস্ট হ্যামের গোলটি অ্যান্ডি রবার্টসনের আত্মঘাতী। ৩২ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের থেকে ১৩ পয়েন্টে এগিয়ে তারা। এদিকে, ফের ড্র করল চেলসি। এদিন তারা ২-২ গোলে ইপসউইচ টাউনের বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছে। শুরুতে চেলসি জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। ৪৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় চেলসি। ৭৯ মিনিটে জ্যাডন স্যাঞ্চোর গোলে ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ৫-২ গোলে জয়ে স্কোরশিটে নাম তুলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বেলজিয়ামের মিডিও কেভিন ডি ব্রুয়েন। মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়বেন তিনি। বিদায়বেলায় ডি ব্রুয়েনকে প্রশংসায় ভরিয়ে সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'এই ধরনের পারফরমেন্স বছরের পর বছর করে আসছে কেভিন। যদিও গত একবছর চোটের কারণে সেভাবে খেলতে পারেননি তিনি। তবে গত নয় বছর ধরে ডি ব্রুয়েনই আমাদেরকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ও এক অসাধারণ প্রতিভা।'

রবিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অবশ্য ১-৪ গোলে হেরে গিয়েছে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে। ২৪ মিনিটে সান্দ্রো তোনালি এগিয়ে দেন নিউক্যাসলকে। ৩৭ মিনিটে আলেজান্দ্রো গারনাচো খেলায় সমতা ফেরান। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে হার্ভি বার্নেসের জোড়া গোলে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। ৭৭ মিনিটে ব্রুনো গুইমারেসের গোল তাদের লজ্জা বাড়িয়ে দেয়।

গোলের পর লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক।

রোটারির ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন সাকসেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের সপ্তম বর্ষ শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগে (এসসিএল) চ্যাম্পিয়ন হল এএএ সাকসেস। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে তারা ১৮ রানে সিপিজেএসসি-কে হারিয়েছে। টসে জিতে সাকসেস ৮ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৫ রান তোলে। পিন্টু ১৯ ও গগৈ ১৬ রান করেন। অপু সরকার ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সিপিজেএসসি ৮ ওভারে ৯ উইকেটে ৫৭ রানে আটকে যায়। মানস রায় ১৪ রান করেন। অরবিন্দ কুমার যাদব ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিশাল রায়ও (১২/২)।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস এএএ সাকসেসের ক্রিকেটারদের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা বাপি গেইন - কে 10.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70C 61845 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সবসময় এই আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম যে একদিন জীবন বদলে যাবে। দিনটি এসে গেছে, আমার আশা পূরণ হয়েছে, আমি এখন একজন কোটিপতি হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এটি সম্ভব করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নয়া পরিকল্পনা নিয়ে পথচলা শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের কমিটি।

ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের তিন বছরের কমিটির গঠিত হল। কমিটির চিফ প্যাট্রন মেয়র গৌতম দেব। সভাপতি শ্যামল তরফদার। কার্যনির্বাহী সভাপতি মদন ভট্টাচার্য। সিনিয়ার সভাপতি অরূপরতন ঘোষ। সহসভাপতি পল্লব ভাওয়াল, বাবলু তালুকদার, অচিন্ত্য গুপ্ত ও শংকর সরকার। সচিব অনুপ বসু। সহসচিব স্বস্তিক সাহা ও শুভম দেব। কোষাধ্যক্ষ রবিন মজুমদার। সহ কোষাধ্যক্ষ সপ্তক বসু। ক্রীড়াসচিব স্বরূপ সেন। সহ ক্রীড়াসচিব নীলদীপ দত্ত। পরে অনুপ জানিয়েছেন, পুরনিগমের সহযোগিতায় ফ্যানস ক্লাব একটি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে কোচিং নিতে যাচ্ছে আকাশ

বাঘা যতীনে সংবর্ধনা মেয়র-ডেপুটি মেয়রের ■ উপহার দিলেন রিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল : বাঘা যতীন ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প থেকে উঠে এসে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) প্রশিক্ষণের সুযোগ। শিলিগুড়ির হাতিয়াডাঙ্গার পেস বোলার আকাশ তরফদারকে যা এনে দিয়েছে গত মরশুমের অনূর্ধ্ব-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি। আকাশ বলেছে, 'টুর্নামেন্টে ৭ ম্যাচে আমি ২৬ উইকেট নিয়েছি। এটাই আমার বয়স বিভাগে বাংলা থেকে একমাত্র আমাকে এনসিএ-তে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।' রবিবার সন্ধেবেলায় বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে এজন্য তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধিত করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাকে আশীর্বাদ করে দুইজনেই আরও বড় মঞ্চে পৌঁছানোর প্রস্তুতি শুরুর পরামর্শ দেন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহাও সংবর্ধিত করেন আকাশকে। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে রিচা ঘোষ নিজের ক্লাবের ক্রিকেটার আকাশকে চেক ও ক্রিকেট কিটস উপহার দেন।

বাঘা যতীনের তরফে এদিন ব্যাডমিন্টন কোচিং ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মেয়র-ডেপুটি মেয়র নিজেদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন খেলে ক্যাম্পের সূচনা করেন। ক্যাম্পে কোচিংয়ের দায়িত্বে থাকা প্রিয়রঞ্জন পাল বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে এপ্রিলের প্রথম দিন থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। রবিবার বাদে সপ্তাহে বাকি ছয়দিন বিকেল ৪টা-৭টা অবধি সাড়ে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ১৫ জন ছেলেমেয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এরপর সন্ধে ৭টা-১০টা পর্যন্ত ৮জন অ্যামেচার খেলোয়াড় আসছে কোচিং নিতে।'

আকাশ তরফদারকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব।